রামপ্রসাদ

[ভক্তিমূলক নাটক]

কলিকাতা-বেতারে
পল্লীমঙ্গল-আসরে অভিনীত।

কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের নাট্যকার
শ্রীঅনাদি চরণ গঙ্গোপাধ্যায়
বিরচিত।

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ
৯৮, নিমুগোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫

[প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রক : শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ
রুবী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৮ নিমুগোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫

ঃঃ উৎসর্গ ঃঃ

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের

পল্লীমঙ্গল আসরের

পরিচালক

শ্রীসুধীরকুমার সরকারের

করকমলে

অর্পণ করিলাম।

ঃঃ ইতি ঃঃ

শ্রীঅনাদি গঙ্গোপাধ্যায়

* * *

ভূমিকা

জগৎ-পালিকা মা দুঃখ-দারিদ্রের কঠিন নিষ্পেষণে ভক্তকে যাচাই ক'রে—নকল থেকে আসলে রূপান্তরিত ক'রে, অর্থাৎ খাদ বিহীন খাঁটি সোনাকে কষ্টি-পাথরে মেজে নেয়। এইরূপ পরীক্ষাই ঘটেছিল সাধক রামপ্রসাদের জীবন-আলেখ্যে।

জগৎজননী মা নিজে কন্যা হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে কত লীলাখেলাই খেলেছেন এই সংসারের মধ্য দিয়ে। প্রথম জীবনে আগম বাগীশকে গুরুরূপে পেয়ে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে সারাজীবন লড়াই ক'রে, সাধক রামপ্রসাদ গান গাইতে গাইতে ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে সজীব মাতৃমূর্ত্তি সহ নিমজ্জিত হ'য়েছিলেন। সেদিন কুমারহট্টে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে।

জমিদার হরনাথ, সুদখোর জগবন্ধুর সমস্ত চক্রান্তই ব্যর্থ হ'য়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের অনুকম্পায়। পরিশেষে উভয়ে অনুতাপ-জর্জ্জরিত হ'য়ে রামপ্রসাদের করুণা লাভে সমর্থ হ'য়েছিল কার প্রেরণায়? জমিদার-কন্যা রমা উদগ্র কামনার বশীভূত হ'য়ে কি চেয়েছিল? পরিবর্ত্তে প্রসাদের "মা" ডাকে তার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন—আজীবন ব্রহ্মচারিণী নিষ্কাম-জীবন যাপন!

মেনকার তেজস্বিতা, ত্যাগ, হাসিমুখে বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ, নারী-

বদান্যতা, মীরজাফরের নীচতা, হাহাকার চক্রবর্ত্তীর ক্রুরতা, হিন্দুবীর মোহনলালের মহাপ্রাণতা, স্বদেশভক্ত বিষাণের আত্মত্যাগ, মুসলমান জয়নালের স্বদেশ-প্রেমিকতা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অকথ্য অত্যাচারে দেশবাসীর আকুলতা, দুর্গাচরণ মিত্রের সাধক রামপ্রসাদের সান্নিধ্যলাভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অপূর্ব্ব বিচার এবং গোপালভাঁড়ের রসের আলাপনে পাঠকবর্গ যদি কথঞ্চিৎ মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হন, তবেই জানবো আমার লেখনী ধারণ সার্থক হ'য়েছে।

কলিকাতা
১১ই এপ্রিল, ১৯৩১

ইতি :—
নাট্যকার।

কলিকাতা বেতারে পল্লীমঙ্গল আসরে
রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয়ের শিল্পীবৃন্দ

রামপ্রসাদ (সঙ্গীতাংশে)	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
রামপ্রসাদ (অভিনয়াংশে)	শ্রীঅনাদি গঙ্গোপাধ্যায়
হরনাথ	শ্রীসুধীর কুমার দে
পিয়ারীলাল	শ্রীঅনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
জগবন্ধু	শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়
নবীন	শ্রীসমরেন্দ্র নাথ পাঠক
বিশ্বনাথ	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়
লখাই, বৈরাগী	শ্রীতপন রায়চৌধুরী
আগমবাগীশ, মাঝি	শ্রীঅনাথবন্ধু দাস
ভজহরি, শিশুপাল	শ্রীসুবোধ বাউল
সিরাজ	শ্রীনিরাপদ ব্যাকুলি
পারিষদ	শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য
দুর্গাচরণ	শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়
তুলসীদাস	শ্রীঅঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
নায়েব	শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
কৃষ্ণচন্দ্র	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়
গোপালভাঁড়, দরোয়ান	শ্রীশিবনাথ সিন্‌হা
বালিকা	কুমারী কাম্বা গঙ্গোপাধ্যায়
যোগমায়া	শ্রীমতি মায়া মুখোপাধ্যায়
পরমেশ্বরী	কুমারী সিনা গঙ্গোপাধ্যায়

সর্ব্বাণী	কুমারী অসীমা গঙ্গোপাধ্যায়
রমা	কুমারী ছায়া গঙ্গোপাধ্যায়
মেনকা	কুমারী মলি ঘোষ

সুর-সংযোজনা	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
আবাহ সঙ্গীত পরিচালনা	শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ
বেহালা	শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ
„	শ্রীবিভূতি বাঁহুড়ি
কর্নেট	শ্রীবটকৃষ্ট রায়
তবলা	শ্রীলক্ষ্মীনারাণ অধিকারী
ক্ল্যারিওনেট	শ্রীপঞ্চানন দত্ত
বাঁশের বাঁশী	শ্রীশচীন মুখোপাধ্যায়
তানপুরা	শ্রীঅজিত মিত্র
আনন্দ লহরী	শ্রীকেষ্ট দলুই
নাটক পরিচালনা	শ্রীঅনাদি গঙ্গোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র-পরিচয়।

পুরুষ।

রামপ্রসাদ সেন (সাধক), ভজহরি (ঐ বন্ধু), আগমবাগীশ (ঐ গুরু), হরনাথ (কুমারহট্টের দুর্দ্দান্ত জমিদার), পিয়ারীলাল (ঐ নায়েব), রূপসিং (ঐ দরোয়ান), জগবন্ধু (সুদখোর), সাগর (মেনকার পিতা), কৃষ্ণচন্দ্র (নবদ্বীপাধিপতি), ভারতচন্দ্র (ঐ সভা-কবি), গোপালভাঁড় (ঐ ভাঁড়), দুর্গাচরণ মিত্র (বাগ বাজারের ধনী), তুলসীদাস (ঐ পুত্র), নায়েব (ঐ নায়েব), সিরাজ (বাংলার নবাব), মোহনলাল, মীরজাফর, উমীচাঁদ (ঐ সেনাপতি প্রভৃতি), ব্লেচ ও গ্রেহাম (সাহেব), বিষাণ (দেশভক্ত বীর), হাহাকার, শিশুপাল, নবীন, লখাই, বিশ্বনাথ, ছোটু, জয়নাল, বৈরাগী, মাঝি, পারিষদাদি

স্ত্রী।

যোগমায়া (দেবী), বালিকা (ছদ্মবেশিনী মহামায়া), সর্ব্বাণী (রামপ্রসাদের স্ত্রী), পরমেশ্বরী (ঐ কন্যা), রমা (জমিদার-কন্যা), মেনকা (জগ-বন্ধুর স্ত্রী)।

রামপ্রসাদ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রামপ্রসাদের বাটী।

সন্ধ্যাপ্রদীপ হস্তে সর্ব্বাণীর প্রবেশ।

সর্ব্বাণী। [সন্ধ্যা দেখাইয়া গলবস্ত্রে কালীর পটের সাম্‌নে প্রণাম করিল ও শাঁক বাজাইয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিল] হে মা, আদ্যাশক্তি মহামায়া! তোর মুখের যে বাণী আমার কর্ণে ধ্বনিত হ'লো, সে বাণী কি সফল হবে মা? তুই কি সত্যই আস্‌বি মা এই দীন দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে দুঃখ দারিদ্র্যের মাঝে প্রতিপালিত হ'তো? সত্যই কি তুই আস্‌বি মা, এই হতভাগিনীর বক্ষে পিযূষ পান ক'রে তাকে মাতৃত্বের দাবী দিতে? এ অসম্ভব বাণী কি কখনও সম্ভব হবে মা? আমি যে আর চিন্তা করতে পারি না মা। আমাকে ব'লে দে মা, কি আমার কর্ত্তব্য। আমরা যে বড় দুঃখী। বল মা, বল,—জবাব দে; জবাব না পেলে আমি তোর চরণ ছেড়ে আর উঠ্‌বো না। দয়া কর—দয়া কর মা। [পদতলে লুটাইয়া পড়িল]

কালিকারূপিণী-বালিকার প্রবেশ।

বালিকা। হ্যাগা, তুমি কেমন ধারা মেয়ে! এই সন্ধ্যা বেলায় সন্ধ্যা দিতে এসে এখানে পড়ে ঘুমুচ্ছো? উঠো, তোমার যে অনেক

কাজ। তোমার স্বামী এসে এ রকম অবস্থায় দেখ্‌লে—আরে, উঠো—উঠো—[গায়ে হাত দিল]

সর্ব্বাণী। [চমক ভাঙ্গিয়া] কে তুমি মা ?

বালিকা। ওরে বাপ্‌রে! অমন ক'রে উঠ্‌তে আছে, আমি যে ভয় পেয়ে গেছি।

সর্ব্বাণী। তুমি কে মা ? এমন সুন্দর রূপ—তোমায় তো কখনও—

বালিকা। দেখনি। আমি জানি, তুমি এই কথাই বল্‌বে। যাক্‌গে, বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দাও। দাও না—দাও না মা। কি গো, কি হ'লো ? মুখে কথা নেই কেন ? এর আগে তো কথাই কইছিলে। আবোল তাবোল কত কি বক্‌ছিলে—চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিলে, আর এখন একেবারে চুপ! বলি, কথা-টথা কইবে, না চলে যাবো ? এখানে খেতে না পেলে আমায় অন্য দোরে ধর্ণা দিতে হবে তো।

সর্ব্বাণী। না—না—; আমি ভাবি্‌ছি—

বালিকা। আবার ভাবনা। এদিকে আমি যে খিদেয় মরি। তবু চুপ ক'রে আছ ?

সর্ব্বাণী। [স্বঃগত] হে মা বিশ্বজননি! কি সমস্যায় তুমি ফেল্‌লে মা! একে কি খেতে দিয়ে সান্ত্বনা দেবো ? আমার ঘরে যে—

রামপ্রসাদে প্রবেশ।

রামপ্রসাদ। সর্ব্বাণি—সর্ব্বাণি! এই যে। এ কি! কে তুমি মা ? কি চাও ?

বালিকা। চাই আর কি ? খিদে পেয়েছে, খেতে চাই।

রামপ্রসাদ। খিদে পেয়েছে ? বেশ তো। সর্ব্বাণি—

সর্ব্বাণী। য়্যাঁ—

বালিকা। বা রে, এরা নিজেদের কথায় মত্ত! এদিকে আমি যে খিদেয় মরি।

রামপ্রসাদ। বেশ তো মা, তার জন্য কি হ'য়েছে। খিদে পেয়েছে, গরীবের ঘরে যা আছে, তাই পাবে মা।

বালিকা। বা রে, তুমি গরীব! আর আমায় দেখে খুব বড়লোক মনে হয়, না? না-না, আমি তোমাদের চেয়ে গরীব। গরীব না হ'লে খেতে চাইবো কেন?

রামপ্রসাদ। সর্ব্বাণি, যাও, একে খেতে দাও।

সর্ব্বাণী। আচ্ছা, আমি এখনি আস্‌ছি।

বালিকা। না-না, তা হবে.না। আমি তোমার দেওয়া জিনিষ খেতে চাই। তুমি খাওয়াবে কিনা বলো?

রামপ্রসাদ। যাও সর্ব্বাণি, যাও, দেরী ক'রো না; ঘরে যা আছে—

বালিকা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চল-চল—।

[সর্ব্বাণীকে লইয়া প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। এ আবার তোমার কি নূতন খেলা মা? আমি দীন-দরিদ্র, আমার সঙ্গে ছলনা ক'রো না মা।

গীতকণ্ঠে যোগমায়ার প্রবেশ।

গীত।

যোগমায়া।—

ওরে দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে
কত আশা মনে ধ'রে।

বরণ করিয়ে তারে
রাখ গো যতন ক'রে।
ক'রো নাকো অবহেলা
কত কান্না হাসি খেলা,
সংসার মাঝারে এসে
মা কালী বলে, ডুব দে রে॥

[প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। সর্ব্বাণি—সর্ব্বাণি, মা এসেছে দুয়ারে! মাকে যেতে দিও না—যেতে দিও না—

[প্রস্থান।

সর্ব্বাণীর সহিত বালিকার পুনঃ প্রবেশ।

বালিকা। বেশ মেয়ে তুমি যা হোক্। বল্লে, ঘরে কিছু নেই; এত সব এলো কোথা থেকে? অত সব খেয়ে আমার খুব পেট ভরে গেছে। আমায় রাখ্‌বে তোমার কাছে? রাখ যদি, রোজ পেট ভরে খাওয়াতে হবে। তবে অম্‌নি খাবো না, তোমার সংসারে সব কাজ করবো; পূজোর ফুল তুলবো—পূজোর যোগাড় ক'রে দেবো আর বসে বসে গান শুন্‌বো। দেবে—দেবে আমায় থাকতে?

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ—

বালিকা। ব্যস্, তবে আর কি। আজ থেকে আমি তোমাদের ঘরের লোক হ'য়ে গেলাম। তোমরা ছিলে পাঁচজন, আমাকে নিয়ে ছ'জন হবে, কেমন?

[নেপথ্যে :—রামপ্রসাদ। সর্ব্বাণি—সর্ব্বাণি, কোথায় গেল সেই বালিকা?]

বালিকা। ঐ যা, তোমার পাগল স্বামী আমাদের খুঁজছে। আমি এখন পালাই। তোমার কোলে আমি আবার আস্‌বো।

[প্রস্থান।

রামপ্রসাদের পুনঃ প্রবেশ।

রামপ্রসাদ। সর্ব্বাণি, তুমি একা! কোথায় গেল সেই বালিকা?

সর্ব্বাণী। সে এইমাত্র চলে গেল প্রভু।

রামপ্রসাদ। চলে গেল! তাকে ধরে রাখতে পারলে না সর্ব্বাণি?

সর্ব্বাণী। সে পরের মেয়ে। ধরে রাখ্‌লেই বা থাক্‌বে কেন?

রামপ্রসাদ। পরকে আপন কর্‌বার মন্ত্র যে তোমাদেরই জানা আছে। তুমি পার্‌লে না—পার্‌লে না মাকে ধরে রাখ্‌তে?

সর্ব্বাণী। স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে কেউ কি ধরে রাখ্‌তে পারে?

রামপ্রসাদ। পারে সর্ব্বাণি, পারে; একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা মানুষ কি না ক'র্‌তে পারে!

সর্ব্বাণী। আমি স্ত্রীলোক, ওসব কিছু জানি না। আমার ইহকাল পরকাল একমাত্র তুমি, আমার সাধন-ভজন তোমার ঐ চরণ দু'টী। একটা কথা চরণে নিবেদন ক'রবো প্রভু?

রামপ্রসাদ। কি কথা সর্ব্বাণি?

সর্ব্বাণী। আজ ভোরে একটা সুস্বপ্ন দেখেছি। আমি যেন—আমি যেন পুনরায় সন্তানের জননী হ'য়েছি। আমার কোলে কোলযোড়া মেয়ে—দুধ খাবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছে; বল্‌ছে—

রামপ্রসাদ। সে আমি বুঝতে পেরেছি সর্ব্বাণি, বুঝ্‌তে পেরেছি —গানের সুরে তাঁর আগমনের বাণী আমি শুন্‌তে পেয়েছি। যেন বল্‌ছে—"ওরে, আমি তোর কাছে এসেছি, আমাকে খেতে দে—খেতে দে।"

তখনই ঐ বালিকার কথা মনে পড়ে গেল। ছুটে দেখ্‌তে গেলাম; কিন্তু দেখা পেলাম না। সর্ব্বাণি—সর্ব্বাণি, যাকে এত কাছে পেয়েও ধরে রাখ্‌তে পার্‌লাম! না—ধরে রাখ্‌তে পার্‌লাম না।

গীত।

রামপ্রসাদ।—

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হ'তে ত্রাণ থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দ্বারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোনজন;
দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গা নাম মুখে বলো একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গা নাম আমার,
অনিত্য সংসার—নাহি পারাবার,
সকলি অসার ভেবে দেখ না।
গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখ না কালান্ত নিকটে এল,
প্রসাদ বলে ভাল কালী কালী বল
দূর হবে কাল যম-যন্ত্রণা॥

[গাহিতে গাহিতে সর্ব্বাণীসহ প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ।

নর্ত্তকীগণ ও সিরাজ।

নৃত্যগীত।

নর্ত্তকীগণ।—

মনের গহনে তোমার মুরতি
সদাই উঠিছে ভাসি।
তোমার বিহনে আঁধার হেরিয়ে
মিলায়ে যায় যে হাসি॥
তুমি বিনা প্রাণ বাঁচে না যে হায়,
তোমারে হেরিতে সদা মন যায়;
বিরহ-যাতনা সহিতে পারি না
জান না কি এ কথা প্রাণশশি।
মিছে কেন তবে দাও গো বেদনা,
বঞ্চিত যেন না হই করুণা,
মিনতি মোদের, করিয়া রেখো গো
তোমারি চরণের দাসী॥

সিরাজ। যাও—যাও, তোমাদের এ নৃত্যগীত আমার ভাল লাগে না। তোমরা কুহকী; তোমরা ছলে বলে কৌশলে মানুষকে অমানুষ ক'রে তোল। তোমাদের কুহকে প'ড়ে কত জীবন আজ নষ্ট হ'তে বসেছে—তার কি কোনও খবর রাখো? যাও, কোনওদিন যেন আর

তোমাদের আমার চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে না পাই। [নর্ত্তকীগণ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল] আমি আজ বাংলার নবাব। এই নবাবী থেকে সরাবার জন্যে কত চক্রান্তই চল্‌ছে। সেই চক্রান্তের জাল ভেদ কর্‌বার শক্তি আমাকে দাও খোদা! দাদু সাহেব স্বেচ্ছায় সে বিষ-বৃক্ষ রোপণ ক'রে গেছেন, তার মূল উৎপাটন করতে পার্‌বো কি আমি? গোলাম হোসেন, মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়া সকলেই আজ বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে উঠেছে। এই বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি আমাকে দিতেই হবে।

মোহনলালের প্রবেশ।

মোহনলাল। বন্দেগি নবাব সাহেব।

সিরাজ। এসো মোহনলাল। নূতন কিছু সংবাদ আছে?

মোহনলাল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা বাণিজ্যের নামে এ দেশে প্রবেশ ক'রে—জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিলিতী জিনিষ বণ্টন করছে। আমাদের মধ্যে চাঁই চাঁই কয়েকজন তাদের দুয়ারে যাতায়াত করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। আমার মনে হয়, তাদের মতলব বিশেষ ভাল নয়।

সিরাজ। সে আমি জানি মোহনলাল। ছেলেবেলা থেকে আমি মীরজাফরকে দেখে আস্‌ছি; সে আমার উপর আদৌ সন্তুষ্ট নয়, তাও জানি। তার আচার-ব্যবহার কার্য্য-কলাপ আমাকে বহুদিন থেকেই সজাগ ক'রে দিয়েছে। কেবলমাত্র দাদুসাহেবের করুণায় সে আজও বেঁচে আছে।

মোহনলাল। শেঠজী, উমীচাঁদ, রায়দুর্লভ ও জাফর আলি খাঁনকে ওদের ডেরা থেকে প্রায়ই বেরুতে দেখা যায়। ওদের এর

পিছনে কোনও অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে ব'লে মনে হয়। আপনি বরং—

সিরাজ। ওদের বন্দী ক'রে কৈফিয়ৎ তলব করি, কি বল?

মোহনলাল। তার চেয়ে ঐ কোম্পানীকেই এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ—

সিরাজ। সেজন্যে কোনও চিন্তার কারণ নেই মোহনলাল। তোমার আমার বাহুবলের কাছে ঐ নগণ্য কয়েকজন সাহেব কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না। ওদের বেচাকেনা শেষ হ'লেই ওরা এখান থেকে চলে যাবে, এই ভাবের লেখাপড়া আমার সঙ্গে ক'রেছে; এই বাণিজ্য চুক্তিতে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দরবারে জমা দেবে ব'লে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

মোহনলাল। তবে সে প্রতিশ্রুতি রাখা না রাখা ওদেরই উপর নির্ভর কর্‌ছে নবাব সাহেব।

সিরাজ। যদি তার ব্যতিক্রম করে, তুমি পার্‌বে না তার প্রতিশোধ নিতে?

মোহনলাল। তা অবশ্য যথাসাধ্য পালন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো—অন্ততঃ নিজে জীবিত থাক্‌তে আপনার কোনও আনিষ্ট হ'তে দেবো না।—আপনার হিতার্থে নিজের জীবন হাসিমুখে আহুতি দেবো।

সিরাজ। সে আমি জানি ভাই। তোমার আমার মিলনে আমাদের যে সখ্যতা গড়ে উঠেছে, তা যেন চিরকাল অটুট থাকে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষই আজ 'জাত—জাত' ক'রে আমাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি ক'রেছে। তারা ভুলে গেছে, বাংলা মায়ের যমজ সন্তান এই হিন্দু মুসলমান। এরা যুগ যুগ ধরে মায়ের করুণা পেয়ে আস্‌ছে। সেই হিন্দু ও মুসলমান যে ভাই ভাই, একথা তো ভুল্‌লে চল্‌বে না।

স্বার্থান্বেষীদের কথায় বিশ্বাস ক'রে আমরা ভাই হ'য়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসাতে পার্‌বো না।

মোহনলাল। কিন্তু সেনাপতি জাফর আলি খান এই জাতের ধোঁয়া তুলে একটা বিভেদের সৃষ্টি করতে চায় নবাব সাহেব। আমি শুনেছি, কারণে বা অকারণে যে চায় হিন্দুকে অপমানিত কর্‌তে। সে বলে, মুসলমান ধর্ম্মের মত আর কোনও ধর্ম্ম নেই।

সিরাজ। সে হয়তো এ ভাবের কথা বল্‌তে পারে; কিন্তু তোমাদের নবাব তো এ কথা কোনও দিন বলেনি,—হিন্দু ছোট জাত—মুসলমান বড়। তোমাদের ভ্রাতা ভগ্নীর সাহায্য না পেলে বাংলার নবাবের নাম বহুদিন আগেই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেতো। তোমরা হিন্দু ব'লে তো মুসলমানকে সাহায্য ক'র্‌তে কার্পণ্য করোনি। তোমাদের ঋণ জীবনে পরিশোধ হবে না মোহনলাল।

মোহনলাল। প্রতিদানের প্রত্যাশা কোনও দিনই করি না নবাব সাহেব। তবে নিজেকে যে আপনার কার্য্যে নিয়োগ করতে পেরেছি, তার জন্য ধন্য মনে করি।

সিরাজ। তুমি একা ধন্য নও মোহনলাল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধন্য হ'য়েছি তোমার সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়ে। মরণের পরে তোমার আমার নাম যেন ইতিহাসের পাতায় জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকে। চল ভাই, কি উপায়ে এই ষড়যন্ত্রের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা যায়, তার মন্ত্রণা করিগে চল।

মোহনলাল। চলুন নবাব সাহেব। সু-মন্ত্রণা দানে আমি কার্পণ্য করবো না কোনও দিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদের একাংশ।

মীরজাফর ও উমীচাঁদ।

উমীচাঁদ। খাঁ সাহেব, তলে তলে তো অনেক দূর এগোনো হচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত ভরাডুবি হবে না তো? তোমার ওয়াটস্ সাহেব তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবে তো?

মীরজাফর। জান উমিচাঁদ, আমি ওদের সঙ্গে মিশে কথা ব'লে দেখেছি, ওরা কথার খেলাপ করবে না ব'লেই মনে হয়। কারণ, ওদের কথার দাম আছে। ওরা যা বলে, তাই করে। আমাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য ছল—চাতুরী—মিথ্যে, সবই কাজে লাগাতে হবে।

উমীচাঁদ। তা তো নিশ্চয়ই—তা তো নিশ্চয়ই। দরকার হ'লে হ্যাঁ-কে না করাতে হবে, সোজাকে উল্‌টো বোঝাতে হবে, কানা লোককে খানায় ফেল্‌তে হবে, ভালকে মন্দ বল্‌তে হবে।

মীরজাফর। সেই কারণেই তো নবাবের নামে যা তা কথা ব'লে সাহেবদের কাণ ভারী ক'রে দিয়েছি।

উমীচাঁদ। তা ক'রে নিজে তো হাল্‌কা হ'য়েছেন। দেখো খাঁ সাহেব, বেশী হাল্‌কা হ'য়ে যেন উড়ে যেও না। তা হ'লে তোমার বেগম তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে হা-হুতাশ করতে করতে তোমার সন্ধানে বিবাগী হ'য়ে যাবে। কেন না, তোমার বেগম তোমাকে যে খুব বেশী ভালবাসে।

মীরজাফর। ভালবাসা দিলেই ভালবাসা পাওয়া যায়। এই একনিষ্ঠ ভালবাসার মূল্য কেউ দিতে পারে কোনও দিন? তোমাদের হিন্দু জাতের মধ্যে এরূপ ভালবাসা দেখেছো কোনও দিন? আমার বিবি আমার বিহনে চোখে অন্ধকার দেখে, ফির্তে দেরী হ'লে গাড়ী-বারান্দায় আমার ফেরার আশায় পায়চারী করতে থাকে। ফিরে গেলে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে আমার বিলম্বের কারণ জান্তে চেষ্টা করে। আমার জবাবে সন্তুষ্ট হ'য়ে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসি তারপর।

উমীচাঁদ। আমাদের হিন্দু-জাতের কিন্তু সেটি উপায় নেই। তাদের স্বামীর খাওয়ার পর তারা খায়। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে খায় কেবল একদিন—বিবাহের পর ফুলশয্যার রাত্রে। আমাদের জাতের মেয়ের সঙ্গে তোমার তুলনা করা সাজে না। আমাদেরই মহীয়সী নারীর মধ্যে সীতা সাবিত্রী বেহুলা দময়ন্তীর উপাখ্যান একবার মন দিয়ে পড়ো খাঁ সাহেব। দেখবে, তারা স্বামীর জন্য কতখানি স্বার্থত্যাগ ক'রেছিল। তাদের অমর কাহিনী আমাদের সমাজের মেয়েদের কতখানি সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে।

মীরজাফর। সব না পড়্লেও, আমি কিছু কিছু জানি উমীচাঁদ। তোমাদের রামায়ণে রাম ব'লে একটি জীবের নাম শোনা যায়, তিনি প্রজার মনোরঞ্জনে তাঁর স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় ত্যাগ ক'রেছিলেন। এ কাহিনী কিন্তু খুব বীরত্বের নয়।

উমীচাঁদ। তা হয়তো হবে খাঁ সাহেব। তবে আমাদের সাবিত্রী তার মরা স্বামী সত্যবানের জীবন ফিরে পেয়েছিল তারই একনিষ্ঠ সাধনায়। বেহুলাও তার মরা স্বামী লখীন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভেসে চলেছিল এবং শেষে তার জীবনও ফিরে পেয়েছিল তার একান্ত স্বামী-ভক্তিতে। দময়ন্তী, নলের সঙ্গে পড়ে যে কষ্ট ভোগ ক'রেছিল, তার

দৃষ্টান্ত মেলা এ পৃথিবীতে দুর্লভ। সেই জন্যেই বলি খাঁ সাহেব, জাত কারুর গায়ে লেখা থাকে না। হিন্দুই বলো, মুসলমানই বলো, সবই সেই তাঁর সৃষ্টি।

মীরজাফর। বাঃ, তুমি তো একজন দার্শনিকের মতো কথা বল্‌ছো উমীচাঁদ। আচ্ছা ব'ল্‌তে পারো, আমার এই বেনিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যে যোগাযোগ চল্‌ছে, তাতে আমি জয়ী হবো কিনা?

উমীচাঁদ। জয়—? জয় অবশ্য হবে, তবে শেষরক্ষে হবে না। ইতিহাসের পাতায় তোমার নামও জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে জ্বল্‌তে থাক্‌বে।

মিঃ গ্রেহামের প্রবেশ।

গ্রেহাম। হ্যালো, জাফর আলি খাঁ! টোমাকে ওয়াটস্‌ সাহেব সেলাম ডিয়েছে।

মীরজাফর। কেন—কেন সাহেব?

গ্রেহাম। বলেছে, টোমার সাঠে কি গোপনীয় কঠা আছে।

মীরজাফর। আমার সব কথাই তো বলে এসেছি; তবে—

উমীচাঁদ। তোমার পাওনার কথাটা বলোনি, তাই হয়তো—

গ্রেহাম। টাই হোবে। হামি টোমার কুঠীমে গিয়েছিলাম। টোমার বিবি বল্‌লে—টুমি কুঠীমে না আছে। টোমার বিবি খুব খাপসুরট্‌ আছে।

উমীচাঁদ। তাতে তোমার কি সাহেব? বাড়ীতে তোমার মা বোন নেই?

গ্রেহাম। নেহি—নেহি, হামার মা বহিন না আছে। হামি—

উমীচাঁদ। তাই ব'লে—তুমি পরস্ত্রীর অমর্য্যাদা ক'র্‌বে? কি খাঁ সাহেব, কথা বল্‌ছো না যে!

মীরজাফর। না—না সাহেব, তোমার এ ভাবের কথা বলা উচিত নয়। কারণ সে আমার বিবি—

গ্রেহাম। ফ্রেণ্ডস্ ওয়াইফ, বণ্ধুর স্ত্রী বণ্ধু আছে। হামাদের লণ্ডন মে—

উমীচাঁদ। তুমি লণ্ডনের কথা রাখো সাহেব। এ দেশে এসেছো, এদেশের মেয়েদের তুমি জানো না। তোমাদের দেশের সভ্যতার সঙ্গে এ দেশের সভ্যতা তুলনা ক'রো না। তোমরা এসে আমাদের দেশের সভ্যতাকে কলুষিত ক'র্তে চলেছ। এইভাবে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার চেষ্টা ক'রো না সাহেব, এর ফল ভাল হবে না।

গ্রেহাম। টাই নাকি? টাহলে টোমরা হামাদের সাটে হাট মিলাটে চাইছো কেন? টোমরা যডি দেশকে এটো ভালবাসো, টবে জাফর আলি খাঁ, ওয়াটস্ সাহেবকে সাহায্য করিবে, এ কঠা দিয়েছে কেন? বলো—বলো দেশভক্ট।

উমীচাঁদ। সে কথা খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর সাহেব, যথাযথ জবাব পাবে। বুঝে সুজে জবাব দিন খাঁ সাহেব। নিজের ঘরের ইজ্জত স্বেচ্ছায় বিদেশীর হাতে তুলে দিও না। এখনও সময় আছে, সাবধান্ হও; পরে কিন্তু আপশোষ করতে হবে।

মীরজাফর। আমি আজীবনই আপশোষ ক'র্বো উমীচাঁদ, তবু সিরাজের বশ্যতা স্বীকার ক'রে আমি থাকতে পার্বো না। এতে যদি আমার জীবন যায়, সেও স্বীকার; তবু আমি আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবো না। শেঠজী—রায়দুর্লভ—তুমি, সকলেই নবাবের কু-শাসনে জর্জ্জরিত—সকলেই মুক্তি পেতে চাও। তবে কেন বৃথা বাক্যবাণে আমাকে জর্জ্জরিত কর্ছো উমীচাঁদ?

উমীচাঁদ। সবই বুঝি খাঁ সাহেব। তবে দেশের ঠাকুরকে বিদেশের কুকুরের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে চাই না। যে জাত ভাইয়ের ব্যবহারে

অতিষ্ঠ হ'য়ে এরূপ কাজে নাম্‌তে চলেছ, সেই জাত-ভাইয়ের গালাগাল তবু সহ্য করা যায়; কিন্তু বিজাতীর বাক্যবাণ কিরূপে হজম ক'র্‌বে খাঁ সাহেব? এরা আজ এদেশে এসে দেশের চরম দুর্দ্দিন ডেকে আন্‌ছে। তাতে ইন্ধন জুগিয়ে, আগুন না জেলে, যাতে প্রারম্ভেই এর মূলোচ্ছেদ হয়, তারই ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। পরে কিন্তু চিরকাল হা-হুতাশ ক'র্‌তে হবে—অনুশোচনায় সারাজীবন তুষানলে জ্বল্‌তে থাক্‌বে। তাই বলি, সাবধান খাঁ সাহেব, সাবধান!

[প্রস্থান।

মীরজাফর। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। দাঁড়বিহীন নৌকোয় পাল তুলে চলেছি। দেখি, কোথায় গিয়ে এর শেষ হয়।

গ্রেহাম। হটাৎ কি ওর হোল খাঁ সাহেব?

মীরজাফর। ওর মাথা খারাপ আছে সাহেব। ওর কথায় তুমি রাগ ক'রো না। তুমি দেখো, আমার কথায় ও কাজে কোনও প্রভেদ হবে না। ওয়াট্‌স সাহেব যদি আমার কথানুযায়ী কাজ করে, তার জয় অনিবার্য্য। তোমাদের ক্লাইভের সঙ্গেও আমার পরামর্শ হ'য়েছে। আমি ব'ল্‌ছি, আমার প্রাণ থাক্‌তে কথার নড়চড় হ'তে দেবো না।

গ্রেহাম। বেশ, ডেখা যাক্—। টুমি হামার উপর রাগ করো না খাঁ সাহেব, টোমার বিবির নামে—

মীরজাফর। না—না, রাগ কিসের সাহেব! তোমাদের দেশে তোমরা বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে মেলামেশা কর, একসঙ্গে খাও-দাও, পার্টি কর; কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা পর্দ্দানশীন, তারা ঘরের বার হয় না—পরপুরুষের মুখ দেখে না। যে দেশের যা রীতিনীতি, তা তারা মেনে চল্‌বেই। তার জন্যে নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ ক'রে লাভ কি? যাক্‌, এসব আলোচনা এইখানে ইস্তফা দিয়ে, চলো—ওয়াটস্‌ সাহেবের

সঙ্গে মিলিগে চল। যাতে ক'রে শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হয়, তার ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা।

গ্রেহাম। বিপড্। আংরেজ বিপডের ভয় না করে। ভয় করিলে এতডুরে আসিয়া বাণিজ্য করিটে পারিটো না। বেশ, এখন চলো খাঁ সাহেব। হামি বলিটেছে, জয় হামাদের হোবেই হোবে।

মীরজাফর। তাই যেন হয় সাহেব, তাই যেন হয়। সিরাজের পতনই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

লাঠি খেলা খেলিতে খেলিতে বিষাণের সহিত মেনকার প্রবেশ।

বিষাণ। মেনু দি, তুমি লাঠি খেলায় এবার ওস্তাদ হ'য়ে উঠবে— অনেক বড় বড় লেঠেল তোমার কাছে ঘায়েল হ'য়ে যাবে।

মেনকা। কি যে বলো বিষাণ দা, তার ঠিক নেই। যত যাই করি না কেন, তবু আমরা মেয়েছেলে।

বিষাণ। না দিদি, না; আর মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে নেই। নিজের আত্মরক্ষার জন্যে সব কিছু শিখে রাখা দরকার। ক্ষত্রিয় নারীদের

নারীদের বীরত্বের কথা তুমি ইতিহাসে পড়েছ নিশ্চয়ই। তারা ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতো। প্রয়োজন হ'লে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে করতে নিজেদের জীবন আহুতি দিত, ভয়ে পিছিয়ে পড়তো না। সেই নারী অবহেলার সামগ্রী নয় দিদি। শিখে রাখো; একদিন না একদিন কাজে লাগ্‌বেই।

মেনকা। সবই জানি বিষাণ দা; তবে বাবা যা উঠে পড়ে লেগেছে, আমাকে বিদেয় না ক'রে ছাড়বে না। বাবাকে বলি, তুমি আমার বিয়ে-থার চেষ্টা ক'রো না; তোমার কাছে থেকে দেশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবো। বাবা কথা শুনে বল্‌তে থাকেন, তা কি হয় পাগলি! মেয়েছেলে হ'য়ে জন্মেছিস। পরের ঘরে যাবি না? তুই যদি আজ ছেলে হ'তিস্—

বিষাণ। মামাবাবুর যত আজগুবি কথা। যা দিনকাল পড়ছে, মেয়ে-পুরুষ সকলেরই এ বিষ্যে জানা দরকার।

মেনকা। বাবাকে এত বোঝাই, বাবা কথা কাণেই নেয় না। বলে, তুই আমার মা মরা মেয়ে, ওকথা বলতে নেই। বিয়ে-থা দেব —ঘর সংসার হবে, এ যে আমার অনেক দিনের সাধ। সেই সাধে বাদ সাধতে চাস্?

বিষাণ। বড়ো সেকেলে লোক মামাবাবু, কুসংস্কারে অন্তর ভরে আছে। এ সংস্কার মুক্ত না হ'তে পারলে দেশের কোনও উন্নতিই হবে না।

রজনীনাথ সহ সাগরচন্দ্রের প্রবেশ।

সাগর। আর উন্নতির দরকার নেই বিষাণ। মেয়েটার মাথা চিবিয়ে খেয়ো না তোমরা।

রঞ্জনী। দাদাঠাকুর ঠিক কথাই বলেছে। তোমরা ব্যাটাছেলে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। মেয়েছেলে এই ভাবে ধেই ধেই ক'রে নাচবে—লাঠি সড়কী খেলবে, সেটা কি ভালো দেখায়? সেই কারণেই তো সাগরদার কথা ঠেল্‌তে না পেরে জগবন্ধু মিশ্রের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা কথাবার্ত্তা ক'য়ে এলুম।

বিষাণ। সেকি! ঐ কৃপণ সুদখোরটার সঙ্গে বিয়ে? প্রথম পক্ষ তো মায়া কাটিয়েছে এই ক'মাস। এরই মধ্যে—

রঞ্জনী। টাকার হাণ্ডিল। ও গত হ'লে, সবই আমার মেনকা মার হবে। তুমি অন্যমত ক'রো না মা—বুড়ো বাপের মনে কষ্ট দিও না। শেষে—

সাগর। কি কর্‌বো মা, পয়সা নেই! বিনা পয়সায় কে তোকে নিয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে থাক্‌তে তোর একটা বিলি বন্দো-বস্ত ক'রে দিয়ে যেতে চাই, তাহ'লে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো মা।

বিষাণ। কিন্তু তাই ব'লে এই সোনার প্রতিমাকে একটা বুড়োর হাতে তুলে দেবে মামাবাবু? মেনুদির মুখের দিকে একটু তাকাবে না?

সাগর। কি করবো বাবা! উপায় নেই। ভগবান যে আমাদের গরীব ক'রে পাঠিয়েছেন। গরীবের মান-সম্মান-ইজ্জত, কিছুই নেই বাবা। গরীব হ'য়ে জন্মানোটাই যে ভগবানের অভিশাপ।

বিষাণ। শাপ অভিশাপ মানি না মামাবাবু। আপনার মেয়ে,—আপনি যা খুসী করতে পারেন; তবে—

রঞ্জনী। কেন ব্যাগড়া দিচ্ছো বাবা? ভাল করতে পার্‌বে না, মন্দ করবে। পাত্রটা কি অপছন্দের? টাকা-কড়ি গয়না-গাঁঠী অঢেল, শুধু বয়েসটা—

মেনকা। বিষাণ দা, তুমি চুপ কর। আগেকার দিনে কুলীনের

কুলরক্ষার জন্যে গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে মালাবদল করিয়ে বিয়ে নাম খণ্ডানো হ'তো। এ তার চেয়ে অনেক ভাল। বাবা, তুমি বিয়ের যোগাড় কর। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যার হাতে আমায় তুলে দিবে, তাকেই আমি স্বামী ব'লে বরণ ক'রে নেবো। সে কাণাই হোক্—খোঁড়াই হোক্—ঘাটের মড়াই হোক, আমি না করবো না। তুমি আমাকে বিদেয় ক'রে নিশ্চিন্ত হও বাবা—নিশ্চিন্ত হও। [প্রস্থান।

বিষাণ। আমাদের সৃজিত এই কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ তুমি ব'লে দাও ঠাকুর, তা না হ'লে দেশ শ্মশান হ'য়ে যাবে! [প্রস্থান।

রজনী। দাদাঠাকুর, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। যে কোনও প্রকারে চার হাত এক ক'রে দাও। দেখবে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বিয়েতে তোমার কোনও খরচাই লাগবে না, বরং শ-পাঁচেক টাকা পাবে। এই সামনের লগনে—

সাগর। কিন্তু—

রজনী। আর কিন্তু নয় দাদাঠাকুর—কিন্তু নয়। শুভস্য শীঘ্রং। এ সুযোগ হারালে, পরে পস্তাতে হবে। কথায় বলে না—"যাচা-অন্ন কাচা কাপড়"। লোকের কথা শুনে মা লক্ষ্মীকে অবহেলা ক'রো না ঠাকুর মশাই, পরে পস্তাতে হবে। বলতে পারে সবাই, কিন্তু শেষ-রক্ষা করতে কেউ আসবে না।

সাগর। তাইতো রজনি, মেয়ের—

রজনী। তাহ'লে তুমি মেয়ে মেয়েই করো দাদাঠাকুর, আমি চলি। সেখানে বারণই ক'রে আসি।

সাগর। বরাত—রজনীনাথ, বরাত!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাচারি বাড়ী।

হরনাথ ও পিয়ারীলাল।

হরনাথ। পিয়ারি, তোমার দ্বারা আর নায়েবী চলবে না, তুমি ছুটী নাও।

পিয়ারী। কি ক'র্‌বো জমিদারবাবু, আমার কোনও অপরাধ নেই। পর পর দু'বছর অজন্মাই গেল। খাজনা দেবে কোথা থেকে? তাই—

হরনাথ। খাজনা আদায় করো নি। দয়ার অবতার হ'য়ে তাদের কাছে ভাল লোক সেজেছো। কিন্তু তুমি কি বল্‌তে চাও, তোমার জন্যে জমিদারী ছেড়ে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াই?

পিয়ারী। ছিঃ-ছিঃ, অমন কথা বল্‌বেন না বাবু, আমি দুঃখ পাই! যদি এক বছর খাজনা নাই পাওয়া যায়, আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তার জন্য আট্‌কাবে না।

হরনাথ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেলে ক'দিন চল্‌বে? না-না, আমি নিজে যাবো—খাজনা আদায় কি ক'রে কর্‌তে হয়, তোমায় তা দেখিয়ে দেবো।

পিয়ারী। তা আপনি করতে পারেন বাবু। তবে আমি জানি, কেউ ইচ্ছে ক'রে খাজনা বন্ধ করেনি।

হরনাথ। তুমি কোন খবরই রাখো না। আমি জানি, ওরা দল

পাকিয়ে একজোট হ'য়ে খাজনা বন্ধ ক'রেছে। ওদের চাঁই মাতাল রামপ্রসাদ।

পিয়ারী। ছিঃ-ছিঃ, ওকথা বল্‌বেন বাবু! উনি একজন মহাপুরুষ।

হরনাথ। মহাপুরুষ! আমি দারোয়ানকে পাঠিয়েছি প্রজাদের ধরে আন্‌বার জন্য। দেখি, ব্যাটাদের কতদূর আস্পর্দ্ধা।

পিয়ারী। সেকি বাবু, আপনি কি করতে চলেছেন! আপনার পূর্ব্ব-পুরুষদের আমলে—

হরনাথ। রসনা সংযত ক'রে কথা বলো পিয়ারি, এর মধ্যে তাদের ধরে টেনো না। তোমার পূর্ব্বপুরুষরা যা ক'রে গেছেন, তা কি তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর?

পিয়ারী। বাবু—

হরনাথ। ব্যাস—ব্যাস, ঢের হ'য়েছে; আমি যা করি, তার প্রতিবাদ ক'রো না। ভুলে যেও না, তোমার আমার মধ্যে কি সম্বন্ধ।

পিয়ারী। সে আমি জানি বাবু। আজ ভগবানের দয়ায় আপনি এত উপরে উঠেছেন।

হরনাথ। ভগবান। ভগবান তোমার আছে পিয়ারি?

পিয়ারী। ভগবান নেই, এ কথা ব'লবেন না বাবু। এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে—দিনরাত হচ্ছে।

হরনাথ। বেশ, তোমার চন্দ্র-সূর্য্যের কাছেই যাও, তাঁরাই তোমায় খেতে দেবেন।

পিয়ারী। তা দেয় বৈকি বাবু। চোখের সামনেই দেখছেন না, রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের ভক্ত—মা, ছেলেদের খাবার জুগিয়ে দিচ্ছেন।

হরনাথ। মা দিচ্ছে, না ছাই। মায়ি যদি দেন, তবে দু'বছরের খাজনা পড়ে আছে কেন? আদায় করতে পারনি?

পিয়ারী। সত্যি কথা বলতে বাবু, যখনি তার ওখানে খাজনার তাগাদায় যাই, তার মিষ্টি কথা শুনে—গানে মোহিত হ'য়ে খাজনা চাইতে ভুলে যাই।

হরনাথ। আমাকে কৃতার্থ কর। এমনি ক'রেই আমার জমিদারীটা রসাতলে পাঠাবে।

নবীন লখাই ও বিশ্বনাথকে লইয়া রূপসিংয়ের প্রবেশ।

সকলে। নায়েব মশাই, নায়েব মশাই, আপনি আমাদের বাঁচান—

নবীন। আজ দু-দুদিন ছেলেপুলে গুলোর পেটে ভাত পড়েনি। জীবন ঠাকুরের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরে দিতে, সে চার আনা পয়সা, আর কিছু মাছ দিয়েছিল। সেই পয়সায় চাল কিনে, ভাত ফুটিয়ে দুটী খেতে বসতে যাব, এমন সময় আপনার দারোয়ান বাড়ীতে ঢুকে আমাদের মেরে সব ভেঙ্গে-চুরে তছনছ ক'রে দিয়েছে। ছেলেগুলো সেই ভাঙা হাঁড়ির ভাত মাটী থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগলো। দয়া করুন—দয়া করুন নায়েব মশাই!

পিয়ারী। আমি আর কি করবো বাবা। জমীদারবাবু তোমাদের ডেকেছেন, ওঁকে বলো।

বিশ্বনাথ। জমীদার বাবু, এই রকমই কি আপনার হুকুম ছিল, —ভাত খেতে খেতে আধখাওয়া ক'রে—মুখের গ্রাস ফেলে রেখে দারোয়ান টানতে টানতে এখানে নিয়ে এল?

হরনাথ। তোমার বক্তব্য কিছু নেই?

লখাই। আমি আর কি বলবো বাবু! আমারও ঘরে দুদিন হাঁড়ি চড়েনি। প্রসাদঠাকুর পথ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, —"কি লখাই, চুপ ক'রে বসে যে? খাওয়া দাওয়া হয়েছে?" আমার

মুখের কথা শুনে বাড়ীতে চলে গেলেন। তারপরই এক থালা ভাত এনে আমাকে দিয়ে বললেন—"এই নে, তোরা খাওয়া-দাওয়া কর"। শুন্‌লাম এ ভাত নাকি তাঁরই ভাগের।

হরনাথ। প্রসাদ ঠাকুর দেবে না কেন। তিনি বড়লোক—সাধু-পুরুষ, বাপের জমিদারী আছে, তিনি অনায়াসেই দিতে পারেন। তা তোমাদের প্রসাদ ঠাকুরকে ব'লে ক'য়ে আমার বাকী খাজনাটা দিইয়ে দাও না।

নবীন। তিনি কোথায় পাবেন বাবু? মা যা দেন, তাতেই তাদের চলে যায়।

হরনাথ। ও সব বুজরুকী ছাড়ো। খাজনাটা কি এনেছ সঙ্গে ক'রে?

নবীন। খাজনা! নিজেরাই খেতে পাচ্ছি না—

হরনাথ। খাজনা দেবে কেমন ক'রে? খাজনা না দিতে পারতো জমি-জমা যা আছে, সব নিলেমে চড়াবো। বুঝলে?

নবীন। সে কি বাবু! ভিটে মাটী ছেড়ে ছেলেপুলের হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াবো?

হরনাথ। না, তোমাদের সসম্মানে ডেকে অতিথিশালায় রাখবার ব্যবস্থা করবো। নেমকহারাম—বেইমান কোথাকার!

নবীন। আমরা নেমকহারামি কি করলাম বাবু?

হরনাথ। আমার মুখের উপর কথা! পাজী—বদমাস্ কোথাকার! এই দারোয়ান, আমার চাবুক— [রূপসিং বাহির হইয়া গেল]

পিয়ারী। বাবু-বাবু, আপনি ক্ষান্ত হোন্; এরা গরীব এদের প্রতি—

চাবুক হস্তে রূপসিংয়ের পুনঃ প্রবেশ।

হরনাথ। এত দরদ ভাল নয় পিয়ারি।

রূপসিং। বাবু, চাবুক নিন।

হরনাথ। কই, দে।

পিয়ারী। গরীবকে গরীব বলা যদি অপরাধ হয়, তা'হ'লে আমি কি বল্‌বো বাবু। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন,—আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

হরনাথ। তা হয় না পিয়ারি। তোমাকে সাম্‌নে রেখে আমি দেখতে চাই, এদের প্রতি অত্যাচারে তোমার প্রাণে কেমন ব্যথা বাজে।

পিয়ারী। দোহাই বাবু, আমাকে মুক্তি দিন!

হরনাথ। না-না। এই—শোন্। আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে বাকী খাজনা মিটিয়ে দিতে হবে, রাজী?

নবীন। আমরা মিথ্যা কথা ব'লে পাপের ভাগী হ'তে পারবো না, বাবু।

হরনাথ। ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সশরীরে এসে হাজির হ'য়েছেন—মিথ্যে বলবে না। আমি জবাব চাই, হঁ্যা-কি-না?

নবীন। আপনার যা খুশী তাই করুন, কোনও জবাব দেবো না।

হরনাথ। বটে! নেমকহারাম—বেইমান— (চাবুক প্রহার) জবাব চাই—

নবীন। আঃ—আঃ—

পিয়ারী। বাবু—বাবু—

সহসা রামপ্রসাদের প্রবেশ।

রামপ্রসাদ। কি করছেন জমীদারবাবু! এরা না প্রজা? রাজা-প্রজায় যে মধুর সম্পর্ক, তা আপনি তিক্ত করছেন এই নিরীহদের উপর অত্যাচার ক'রে? শুনেছি, আপনার পূর্ব্বপুরুষরা—

হরনাথ। ক্ষান্ত হও উপদেশ দাতা; তা না হ'লে এর ফল তোমাকেও ভোগ করতে হবে।

রামপ্রসাদ। তাতে আমি এতটুকু বিচলিত নই। আপনি আমাকে কথা দিন, ওদের মুক্ত ক'রে দেবেন; আমি হাসিমুখে আপনার অত্যাচাব মাথা পেতে নেবো।

নবীন। না-না, তা হ'তে পারে না। ঠাকুর—ঠাকুর, তুমি চলে যাও এখান থেকে!

পিয়ারী। বাবু, আমি অনেক নিমক খেয়েছি—আমাকে ভুল বুঝবেন না। উনি দেবতা, ওঁর উপর অত্যাচার করবেন না।

হরনাথ। দেবতা। দেবতা মানুষের মাঝে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করে না পিয়ারি, তারা থাকে লোকালয়ের অন্তরালে। আচ্ছা, তোমরা কি ভেবেছো বলতো? এই ভণ্ড পাগল, একটা কালীর পট নিয়ে কুঁড়ে ঘরে বাস করে—দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না—

রামপ্রসাদ। তা সত্য, কিন্তু তার জন্য আপনার কাছে সে হাত পাত্‌তে আসে না।

হরনাথ। সে জানি, আমাকেই যেতে হয় তোমার দুয়ারে হাত পাত্‌তে বাকী খাজনার তাগাদায়। খাজনাটা ক'বছরের বাকী আছে, তা খেয়াল আছে?

রামপ্রসাদ। দু'বছরের খাজনা বাকী আছে।

হরনাথ। কবে পাওয়া যাবে?

রামপ্রসাদ। মায়ের কৃপায় যোগাড় হ'লেই পেয়ে যাবেন।

হরনাথ। মায়ের কৃপাটা কবে হবে, শুন্‌তে পাই কি? চুপ ক'রে থাকলে চলবে না, জবাব চাই।

রামপ্রসাদ। এর জবাব দিতে যদি অক্ষম হই?

হরনাথ। আমার এই চাবুক তোমাকে সক্ষম করাবে।

রামপ্রসাদ। আর এমনও হতে পারে, এই চাবুকের ঘা আমাকে নির্ব্বাক ক'রে দেবে। আপনি ভুল বুঝবেন না জমিদার বাবু। আমরা পৃথিবীতে এসেছি শুধু কর্ত্তব্য ক'রে যেতে। আমাদের ভিতর যে পরমাত্মা আছেন, তিনিই ভগবান। আচ্ছা, বলতে পারেন, আপনার এই পরের দেওয়া বিপুল জমিদারী—

হরনাথ। তোমার বাক্য বন্ধ কর অর্ব্বাচীন! নইলে—

রামপ্রসাদ। ভগবানের সৃষ্ট মুখ—এক ভগবান ছাড়া, আর কেউ বন্ধ করতে পারে না।

হরনাথ। ভগবান—ভগবান। ভগবান সশরীরে এসে তোমায় রক্ষা করবে?

পিয়ারী। হ্যাঁ, তা করে বৈকি বাবু। একবার প্রহ্লাদের কথাই ভেবে দেখুন না। শত বিপদ থেকে একমাত্র ভগবানই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

হরনাথ। বেশ, আমিও দেখতে চাই, তোমার এই মহাপুরুষকে কোন্ ভগবান এসে রক্ষা করে। [প্রহারোদ্যত]

রমার প্রবেশ।

রমা। বাবা—বাবা—

হরনাথ। কে?

রমা। তুমি একি করছো বাবা! ছিঃ-ছিঃ, চাবুক রেখে দাও! মিছামিছি দুর্নামের অধিকারী হ'তে চাও কেন?

হরনাথ। রমা, অন্দর ছেড়ে এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি।

রমা। কি ক'রবো বাবা! চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না, তাই ছুটে এসেছি। ঠাকুর, তুমি আমার বাবাকে ক্ষমা করো।

রামপ্রসাদ। মানুষ না বুঝে অনেক সময় ভুল করে। সংসারে বাস করতে গেলে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। আমি শুধু এদের জন্য—

রমা। এরা মুক্ত। যান, আপনারা বাড়ী যান।

হরনাথ। কিন্তু বাকী খাজনা—

রমা। আমি কথা দিচ্ছি, খাজনা ওরা এর পরের মাসের মধ্যেই দিয়ে দিবে।

হরনাথ। বেশ, খাজনা না পেলে কিন্তু এর চেয়ে চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে। আয় রামসিং। [রামসিং সহ প্রস্থান।

সকলে। মা—মা—

রমা। নায়েব কাকা, এই টাকা নিয়ে যাও—ওদের নামে জমা ক'রে দাও। যাও তোমরা—

পিয়ারী। এসো তোমরা।

[রমা ও রামপ্রসাদ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

রমা। ঠাকুর, তোমাকে আমি প্রণাম করি। মায়েরই যোগাযোগে তোমার আমার মধ্যে প্রথম দরশন। এ যোগাযোগ অটুট থাকবে।

রামপ্রসাদ। সবই মায়ের ইচ্ছা। আচ্ছা, আমি আসি দেবি।

রমা। এখনি চলে যাবে? আর একটু অপেক্ষা ক'রবে না? তোমাকে যে—

রামপ্রসাদ। আমার অনেক কাজ, আর অপেক্ষা করতে পারবো না।

রামপ্রসাদ।— **গীত।**

মনরে, শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥

পরিহর ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন, কথা রাখ।
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
অর্দ্ধ যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা, ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই ক'রে হাঁক ॥

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

রমা। জানি—জানি, জোর ক'রে কাউকে ধরে রাখা যায় না—যদি সে নিজে থেকে ধরা না দেয়। ঠাকুর—ঠাকুর, তুমি আমাব এ কি করলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

হাহাকারচন্দ্র ও বিষাণ।

বিষাণ। আচ্ছা খুড়ো, তুমি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দোরে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু ক'রে দিয়েছ কিসের জন্যে বল্‌তে পার? দিন নেই—রাত নেই, কেবল ঘুর্‌ ঘুর্‌ কর্‌ছো ওদের ডেরায়। তোমার রকম-সকম দেখে আমার তো ভাল বোধ হচ্ছে না।

হাহাকার। ওরে বিষাণ, তোর বয়স হ'লে কি হয়, তুই একেবারে নিরেট—বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই বল্‌লেই হয়। কথায় বলে না, "আপনি বাঁচ্‌লে

বাপের নাম"। সাহেবদের সঙ্গে দহরম-মহরম রেখে, তাদের ফায়-ফরমাজ শুনে মনটাকে একটু অন্যমনস্ক রাখি, এই আর কি।

বিষাণ। দেখ খুড়ো, বাজে কথা ব'লে আসল কথা লুকুতে চেষ্টা ক'রো না। তোমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি; তোমাকে চেনে না কে বলতে পার? তোমার অসাধ্য কোনও কাজ নেই। মারামারি—খুনোখুনি—রক্তারক্তিতে তুমি কসুর যাও না। যেখানে গণ্ডগোল, সেখানেই তুমি। কোন ভাল কাজ তোমার ধাতে সহ্য হয় না কোনও দিন। তাই বল্‌ছি, এখন তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখনও কেন এ সব? এবারে খেমা ঘেন্না দাও। বহুলোকের বহু সর্ব্বনাশই তো ক'রেছো। আর কেন? শেষ বয়সে কোনও সদ্‌-গুরুর শরণ নাও।

হাহাকার। ত্থাখ্‌ বিষাণ, গুরু ধরা আমার বাবার নিষেধ। গুরু আবার কি? আমিই আমার গুরু।

বিষাণ। তুমি ছেলেবেলায় পাঠশালার মুখ দেখনি খুড়ো, সেখানে গুরুমশাই—

হাহাকার। সে গুড়ে বালি। বাবা পাঠশালার ধারে যেতে দেয়নি। নিজে পড়াবার জন্যে চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটেছে, তবু ওমুখো হ'তে দেয়নি।

বিষাণ। খুড়ো, তুমি যখন পাঠশালার ধারে যাওনি—তা হ'লে তো মনে হয়, তুমি "ক" অক্ষরে গোমাংস?

হাহাকার। না বাবা, না, সেদিকে আমি মৃগমাংস—অতি সুস্বাদু, যাকে পচিয়ে খেলে আরও সুস্বাদু লাগে। বাবার কাছে বসেই আমার পড়াশোনার কাজ শেষ ক'রেছি। ইংরীজি-বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দী, সব ভাষা জানি। আরে, কলেজ স্কুলের ধারে যায় নি, এমন লোক অনেক আছে;

কিন্তু তা ব'লে তারা তো অপবিত্র হ'য়ে যায়নি। তারা দেশের ও দশের মধ্যে বেশ সুনামের সহিত দেশনেতা—মহাপুরুষ, এই সব আখ্যা পেয়ে এসেছেন।

বিষাণ। তুমিও কি খুড়ো সেই আশা রাখ নাকি?

হাহাকার। আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে বিষাণ।

বিষাণ। তবে সে আশাটা যদি দুরাশা না হয়।

হাহাকার। দুরাশার মধ্যে যে আশার আলো জ্বাল্‌তে পারে, সেই প্রকৃত মানুষ।

বিষাণ। তা হ'লে খুড়ো সেই প্রকৃত মানুষের কাজ দেখ্‌বার জন্য এই অপ্রকৃত মানুষকে অশাপথ চেয়ে থাক্‌তে হবে। দেখি, তার আশা কবে পূরণ হয়।

হাহাকার। হবে রে হবে বিষাণ, অচিরেই সে আশা তোদের পূরণ হবে।

মিঃ গ্রেহামের প্রবেশ।

গ্রেহাম। হ্যালো, হাহাকার ডেবশর্ম্মা! টুমি আবিটক খাড়া হ্যায়? টুমি পয়সা লিবে, কাম করিবে না?

হাহাকার। ইয়েস্-নো-ভেরিওয়েল স্যার, ইউ ফাদার মাদার স্যার। ইয়োর ওয়ার্ক স্যার ডন্ স্যার ভেরী-ভেরী সুন স্যার—নট্ ডিলে স্যার, জাষ্ট গো স্যার—টেক নিউজ এণ্ড কাম ব্যাক স্যার।

গ্রেহাম। গুড্ গুড্। টুমি আচ্ছা লোক আছে। কমাণ্ডার সাব টোমাক আউর বক্‌শিশ ডিবে।

বিষাণ। কি কাজের জন্য সাহেব?

হাহাকার। ডোণ্ট টেল স্যার—ডোণ্ট টেল। হি বিষাণ ভেরী ডেন্‌জারাস, অল আপসেট্ স্যার।

গ্রেহাম। হামি ভাবলো, ও টোমার বন্ড্ু আছে।

হাহাকার। না সাহেব, না; নো বন্ধু, অল শত্রু। হোয়েন টাইম কেম, গলামে ছুবী গিভিন্।

বিষাণ। কি খুড়ো, একলা পেয়ে সাহেবের কাছে নাম নিচ্ছ যে? তুমি তো জীবনভোর লোকের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে আস্‌ছো। এখন আবার কি নতুন কাজে হাত দিয়েছ?

গ্রেহাম। নেহি—নেহি। ডেবশর্ম্মা হামাদের সাহেব কো মুরগী খিলায়েগা—এই বোলা হ্যায়।

বিষাণ। বেশ সাহেব, তোমরা মুরগী খাও, আমরা আমাদের ঘর সাম্‌লাই গে। চলি খুড়ো। তবু যেতে যেতে বলি,—যা কিছুই করো, বুঝে-সুজে ক'রো। [প্রস্থান।

হাহাকার। ইয়োর স্পীচ স্যার, বিষাণ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড স্যার—ভেরী ডিফিক্যাণ্ট স্যার।

গ্রেহাম। আরে নো-নো—; বাঙালী লোক সাহেবদের ডর করে। ঐ কালা-আদ্‌মী সাদা-আদ্‌মীকো সাথ কোয়ার্ল—মানে, ঝগড়া না করিবে।

হাহাকার। ইয়েস-নো-ভেরিওয়েল স্যার। আই এগ্‌রি স্যার—প্রমিশ স্যার।

গ্রেহাম। হামি শুনিয়াছে, বাঙালী লেডীরা টাদের স্বোয়ামীকে খুব ভালবাসে।

হাহাকার। ভালবাসে কি সাহেব, আওয়ার লেডীরা হোয়েন হাস্‌ব্যাণ্ড ডাই, চিতায় জ্যাম্প ডাউন এণ্ড বার্ণ।

গ্রেহাম। এই কারণেই হামি বাঙালী লেডী সিকিং—মানে, খুঁজিতেছে।

হাহাকার। পাবে সাহেব, ইউ গ্রেট ভেরী ভেরী সুন। নট্ ফরগেট মি। আমি স্যার ইয়োর ফর এ লাইফ গিভ্।

গ্রেহাম। ভাল—ভাল। কাজ হাঁসিল হইলে ইউ উইল গেট্ ইয়োর প্রাইজ—মানে, পুরস্কার পাইবে। গুডবাই—বিডায়।

[প্রস্থান।

হাহাকার। যাক্ বাবা, সাহেবদের নেকনজরে পড়ে নিজের কাজ নিজেই হাঁসিল করি। একদিন যদি খেতে না পাই, কোনও ব্যাটা এক মুঠো দেবে না; লম্বা লম্বা বাত বলার বেলায় উপযাচক হ'য়ে বল্তে আস্বে। আরে নাও-নাও। ভাত দেবার কেউ নেই, নাক কাট্বার গোঁসাই। [প্রস্থান।

বিষাণ ও যুবকগণ সহ গীতকণ্ঠে বৈরাগীর প্রবেশ।

গীত।

বৈরাগী।—

ওরে বাঙলা মায়ের সুখের নিশা হবে অবসান।
দুঃখের দিন আস্ছে ধেয়ে, সবে কর অবধান॥
ছল চাতুরী জোয়াচুরী দুর্নীতিতে যাবে ভরি,
আসল ফেলি নকল ধরি করবে সবে কারিকুরী,
আচার বিচার থাক্বে না আর, (কেউ) পুজবে না পদ পিতা মাতার,
স্বামী, স্ত্রীর যে প্রেমের আধার, করবে না আর তাহার বিচার;
অসার মোহে মত্ত হ'য়ে ভুলে যাবে মায়ের অবদান॥

বৈরাগী। ওরে ভাই! বাঙলা মাকে যদি বাঁচাতে চাস্, দল গড় —দল গড়। মায়ের আজ বড় দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এসেছে। সুজলা সুফলা

শস্য শ্যামলা জন্মভূমির আজ মহান্ পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন। তাই চাই জন-সংগঠন।

বিষাণ। আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন, জননী জন্মভূমির কি কাজে লাগ্‌তে পারি বৈরাগী ঠাকুর?

বৈরাগী। অনেক কাজেই লাগ্‌তে পারো ভাই। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে যদি সমুদ্রের উৎপত্তি হ'তে পারে, কয়েকজন মুষ্টিমেয় থেকে বিশাল জনসমুদ্র হ'তে পারে না? কাজ ক'রে যাও ভাই, কাজ ক'রে যাও; ফলের কামনা ক'রো না। সময় হ'লে ফলদাতা নিজে এসে ফল দিয়ে যাবেন। [প্রস্থান।

বিষাণ। বৈরাগী ভাই ঠিক কথাই ব'লেছে। আজ দেশের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। বিদেশী বণিক বাণিজ্য ক'র্‌তে এসে আমাদের সব গ্রাস ক'র্‌তে বসেছে—আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা পড়িয়ে দিয়েছে—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ছেড়ে বিলিতী মিহি কাপড়ের মান বাড়িয়ে দিয়েছে। বিলাসিতার উদগ্র স্রোতে আজ সকলেই ভাসমান। সেই স্রোতে আজ দেশ তলিয়ে যাবে। দেশের অমানিশা আজ ঘনিয়ে এসেছে। এতে পরিত্রাণ পেতে হ'লে জনসমাজের চেতনা চাই।

১ম যুবক। সে চেতনা কে দেবে বিষাণ-দা? আমাদের কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌বে?

বিষাণ। পথ দেখাবার মালিক একমাত্র তিনি। তাঁকেই আমাদের একমাত্র ধ্বজা ক'রে পথ চল্‌তে হবে। এই পথে চল্‌তে গিয়ে বাধা বিঘ্ন আস্‌বে অনেক; কিন্তু তাকে অতিক্রম কর্‌বার মনোবল সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে। ক্ষুদ্র আঘাতেই ভেঙ্গে পড়্‌লে চল্‌বে না। আঘাতের বিনিময়ে প্রতিঘাত দিতে হবে,—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে হবে সকলকেই।

১ম যুবক। কিন্তু আমরা নিরস্ত্র—

বিষাণ। প্রথমে খোচ্ টাঙ্গি তীর ধনুক বর্শা বল্লম কাতান খাঁড়া, এই নিয়েই কাজ আরম্ভ করা হবে। দেশবাসীর কাছে দেশের নগ্ন অবস্থার কথা জানাতে হবে। তাতে তারা সাড়া দেবেই। দেশ-মাতৃকার দুর্দ্দিন ঘোচাতে তারা সক্রিয় ভাবে সাহায্য কর্‌বেই। তখন আমাদের লোকবলই বল—অস্ত্র বলই বল, কোনটারই অভাব হবে না।

১ম যুবক। কিন্তু পঞ্চম বাহিনী—তাদের কি ক'রে ঠেকাবে? ঐ হাহাকার দেবশর্ম্মার মত লোক খুঁজলে হয়তো অনেক বেরুবে।

বিষাণ। তা হয়তো সম্ভব হবে। কিন্তু তাই ব'লে ভয়ে পিছিয়ে পড়্‌লে তো চল্‌বে না ভাই। যারা বিভীষণগিরি কর্‌বে, তাদের দল বেঁধে একঘরে কর্‌তে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, এই কাজের এই ফল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে লাল মুখের দল আমাদেরই দেশের উপর বসে, আমাদের কালা আদ্‌মি ব'লে ভ্রুকুটী হান্‌বে, তা আমরা কখনই সহ্য কর্‌বো না। তাদের দলবল সব নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে। তাদের জানিয়ে দিতে হবে, ভেতো বাঙালীরা তাদের বাহুতে এখনও কত শক্তি ধরে।

১ম যুবক। কিন্তু ঐ হাহাকার চক্রবর্ত্তী,—সে যে সাহেবদের হাতে হাত মিলিয়েছে, তাকে কি ক'রে ফেরাবে বিষাণ দা?

বিষাণ। তার ওষুধও আমার জানা আছে শক্তি। একান্ত যদি বাগে না আসে, লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করা হবে। তখন বাছাধন হালে পানি পাবে না, বাপ্ বাপ্ ব'লে লেজ গুটিয়ে দৌড় দেবে।

১ম যুবক। আচ্ছা বিষাণ দা, এতে ওর লাভ? দেশের এত বড় সর্ব্বনাশ—

বিষাণ। সে যদি বুঝ্‌তো ভাই, তাহ'লে সামান্য অর্থের লোভে দেশের এতবড় সর্ব্বনাশ কখনও ডেকে আন্‌তো না। সেই কারণেই

আমাদের দলবদ্ধ হ'য়ে এক যোগে কাজ ক'রে যেতে হবে। যাতে ঐ হাহাকার চক্রবর্ত্তী আমাদের দেশ-মাতৃকার প্রাণে হাহাকার জাগিয়ে না তোলে, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়ে দিতে হবে, অর্থই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়,—এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ দেশ-মাতৃকার ধন—মান—প্রাণ রক্ষা। এ যদি একবার যায়, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না ভাই; চির-স্বাধীনতার মাঝে পরাধীনতার শৃঙ্খল ম্লান ও ম্রিয়মাণ ক'রে দেবে।

সকলে। না-না, তা আমরা কখনই হ'তে দেব না।

১ম যুবক। আমরা আমাদের জন্মভূমি রক্ষায় হাস্‌তে হাস্‌তে প্র্যাণ বিসর্জ্জন দেবো।

বিষাণ। আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে ঐ বেনিয়া কোম্পানীর কার্য্য-কলাপের দিকে। তারা যেন কোনও দিন আমাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করতে না পারে। আর হাহাকার খুড়োর গতিবিধি সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থেকে তাকে জানিয়ে দিতে হবে, তুমি ভুল পথে চলেছো। ও পথ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে, নচেৎ তোমার সমূহ বিপদ। চল্‌ ভাই সব, দেশের দুর্দ্দিনের কথা সকলকে জানিয়ে, আমাদের দল গঠনের যাতে সাহায্য পাই, তার চেষ্টা করি গে চল! তা না হ'লে দেশবাসীকে চিরকাল তুষানলে জ্বল্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জগবন্ধু মিশ্রের বাটী।

হিসাবের খাতা দেখিতে দেখিতে
জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। বোকার কাছে পাওনা ন'টাকা পনের আনা তিন পয়সা। পচার কাছে ছ'টাকা ন'আনা দু-পয়সা। মুরো ব্যাটার দেখাই নেই, আবার ধার চায়। বলে সুদ দিয়েছে, আসলে এখনও হাত দেয়নি। পরাণে,—না, এ ব্যাটা আমার পরাণ বার ক'রবে, তবে ছাড়বে। টাকা দেবার নাম নেই, আবার ধার চায়। সেটী হবে না, আগের শোধ কর, পরে আবার নাও; নতুন হিসেব, পুরোনো হিসেবের ধার ধারি না।

[নেপথ্যে :—দীননাথ। কি গো দাদা, কি করছো ?]

জগবন্ধু। এই রে, ব্যাটা আবার এসেছে! যেন ছিনে জোঁক! (চীৎকার করিয়া) এই ভাই একবার খাতা-পত্তরটা উল্‌টোচ্ছি।

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। আর দাদা, তোমার দয়াতেই আমরা আছি। তুমি না থাকলে, আমাদের দেশত্যাগী হ'তে হ'ত।

জগবন্ধু। কি রকম ?

দীননাথ। তা নয় ? যখনই অভাব, হাত পাত্‌লেই তুমি দাদা "না" টী বলো-না।

জগবন্ধু। তোমার মতলব তো ভাল নয় দীননাথ। এত গুণ-গান গাইছো।

দীননাথ। গুণগান কি সাধে গাই দাদা। আমরা যে অভাবি। অভাবেই স্বভাব নষ্ট হ'য়েছে।

জগবন্ধু। তোমার অভাব তো চিরকালই, তা আমি কি করবো!

দীননাথ। তা ব'ল্লে কি হয় দাদা। নতুন কুটুম—প্রথম তত্ত্ব, তুমি "না" বল্‌লে হবে না। আমার মেয়ে কি তোমার পর, দাদা? পঞ্চাশটী টাকা—

জগবন্ধু। টাকা! গাছে আছে নাকি দীননাথ, যে নাড়া দিলেই পড়্‌বে?

দীননাথ। গাছ না থাক্‌লেও, মর্‌চে ধরা সিন্দুকটা তো আছে দাদা।

জগবন্ধু। সিন্দুকে ঘোড়ার ডিম আছে।

দীননাথ। ছিঃ, দাদা! বয়স হ'য়েছে, এখন কোথায় ধম্ম-কম্ম ক'রবে। আর তার জায়গায় নিছক মিথ্যেটা ব'লে ফেল্‌লে?

জগবন্ধু। মিথ্যে? কোন ব্যাটা বলে মিথ্যে?

দীননাথ। মিথ্যে নয়? বেশ, তাহ'লে ঝাঁ। ক'রে একবার চাবীটা ফেলে দাও। দেখে আসি, ঘোড়ার ডিম আছে, কি সোনার ডিম আছে।

জগবন্ধু। তুমি আমার কে হে, যে তোমাকে চাবী দেবো?

দীনবন্ধু। এই তো দাদা,—হেরে গেলে? আমি জানি—

জগবন্ধু। জান—জানই। টাকা-কড়ি হবে না।

দীনবন্ধু। দাদা, আমি গিন্নীর কাছে ব'লে এসেছি, টাকা নিয়ে তবে বাড়ী ঢুক্‌বো।

জগবন্ধু। আমাকে কৃতার্থ ক'রেছ। যাও-যাও, ওসব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।

দীননাথ। তুমি ঝামেলা ব'লে উড়িয়ে দিতে পার্‌লে দাদা? আমি যে বড় আশা ক'রে—

জগবন্ধু। তা আমি কি করবো! শুধু হাতে আমি টাকা দেব না। তা ছাড়া তোমার আগের টাকা—

দীননাথ। তার কথা তুমি ভেবো না দাদা। এ বছরে ধানটা হ'লেই সব হিসেব ক'রে চুকিয়ে দেবো। কিন্তু এবারটার মতন আমাকে বাঁচাও। তা না হ'লে নতুন কুটুমের কাছে মান ইজ্জত সব যাবে।

জগবন্ধু। তোমার মান ইজ্জত যাবেতো আমার কি!

দীননাথ। সে কি গো দাদা! আমরা এক গ্রামে পাশাপাশি বাস করি, আমার এই বিপদে তুমি না দেখ্‌লে—

জগবন্ধু। দ্যাখো দীননাথ, এটা আমার কার্‌বার—সে কথা ভুলে যেও না। কারবার কর্‌তে বসে—কারবারী হ'য়ে—ব্যবসা ক্ষেত্রে তো লোকসান করতে পারি না। আমার সাফ কথা। শুধু হাতে একটা পয়সাও দিতে পারি না। গয়না-গাটি নিয়ে এস, টাকা নিয়ে যাও। ফেল কড়ি—মাখ তেল, এ তো জানা কথা।

দীননাথ। কিন্তু আমার যে কিছুই নেই দাদা—তুমি বিশ্বাস কর —এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি—

জগবন্ধু। আহা, থাক্‌-থাক্। আচ্ছা, তোমার মেয়ের গহনা—

দীননাথ। মেয়ের গহনা? হাতে আছে আমার দেওয়া পাতের চুড়ী আর গলায়—

জগবন্ধু। হার আছে তো? নিয়ে এসো—টাকা নিয়ে যাও।

দীননাথ। দান করা জিনিষ ফিরিয়ে নেবার অধিকার নেই, দাদা।

জগবন্ধু। আমারও শুধু হাতে টাকা দেবার কোনও অধিকার নেই ভাই। এ আমার গুরুর নিষেধ।

দিননাথ। দাদা, যদি বিশ্বাস ক'রে—

জগবন্ধু। হাসালে দীননাথ, হাসালে। বিশ্বাস? আজকাল উঠে গেছে। ভুল ক'রে ক'রেছ কি—ঠকেছ। আজকাল বাপ ছেলেকে বিশ্বাস করে না, স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে না, ভাই ভাইকে বিশ্বাস করে না—আর, তোমরা হ'লে তো পর—পাড়া-প্রতিবাসী। কথায় আছে না —"টাকা যাচ্ছো কোথা"? "পীরিত যেথা"। "আসবে কখন"? "চটবে যখন"। বুঝেছ?

দীননাথ। হ্যাঁ দাদা, মনে প্রাণে বুঝেছি। হা ভগবান! গরীবদের এইভাবে দগ্ধে দগ্ধে মেরে তুমি যে কি আনন্দ পাও, তা জানি না। তার চেয়ে তাদের বংশ তুমি নির্ব্বংশ ক'রে দিয়ে পুঁজি-পতিদের পেট মোটা কর। আমাদের চরণে আশ্রয় দিয়ে—অর্থাৎ আমাদের মেরে ফেলে দুঃখ দারিদ্রের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি দাও। আর আশী-র্ব্বাদ কর, যেন কখনও গরীব হ'য়ে না জন্মাই। [প্রস্থান।

জগবন্ধু। হুঃ—শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। চালুনির কাছে সূর্য্যের বিচার—হেঃ—হেঃ—হেঃ—

[নেপথ্যে :—মেনকা। আর হাঁড়ী নিয়ে কতক্ষণ বসে থাক্‌বো? তোমার কি আসা হবে না?]

জগবন্ধু। (চীৎকার করিয়া) বসে থাক্‌তে না পারত শুয়ে পড়।

মেনকার প্রবেশ।

মেনকা শুয়ে না হয় পড়্‌লুম, পিণ্ডি বেড়ে দেবে কে? তিনকুলে কাকে রেখে এসেছ?

জগবন্ধু। কেন? তোমাকে। তুমি বেড়ে দেবে। তুমি কি আমার পর? সহধর্ম্মিণী, আমি ম'লে সহমরণে যাবে।

মেনকা। ব'য়ে গেছে সহমরণে যেতে। আহা! কত সোহাগ! গয়নাগুলো দিয়েছিলে, তাও তুলে রেখে দিয়েছ। আবার কথা কইছে ?

জগবন্ধু। গয়না তোমার কাছে সব। আমি তোমার কেউ নই ? এই গয়না কেন তুলে রেখে দিয়েছি জান ? জান কি এর গোপন রহস্য ? আচ্ছা—ধর, তোমার পঞ্চাশ ভরির গয়না আছে। তুমি যদি এক বছর ধরে পর, এক বছর পরে ওগুলো ওজন করিয়ে দেখবে অন্ততঃ দু-আড়াই ভরি কমে গেছে। তাতে কতগুলো টাকা লোক্‌সান বল দিকিন্‌ ?

মেনকা। ও,—এই জন্যই গয়না পরতে দাওনি—খ'য়ে যাবে ব'লে ? তবে তুমি যে ব'লছিলে, চোর-ডাকাতের ভয়ে—

জগবন্ধু। প্রথম প্রথম ওরকম বল্‌তে হয়। তা না হ'লে তুমি গয়না ছাড়্‌তে রাজী হবে কেন ?

মেনকা। ও। চল, এখন গয়না বার ক'রে দেবে চল।

জগবন্ধু। কি করবে ?

মেনকা। করবো আবার কি ? পরবো।

জগবন্ধু। ছিঃ-ছিঃ, মেনকা, অমন কাজটী ক'রো না! এই দুর্ভিক্ষের বাজারে এত গয়না তোমার গায়ে দেখলে, নির্ঘাৎ ডাকাতি হবে।

মেনকা। তা হয় হবে। গয়না আমার চাই-ই।

জগবন্ধু। অবুঝ হ'য়ো না মেনকা, কথা বোঝ।

মেনকা। না-না, গয়না না দিলে আমি আজই বাপের বাড়ী চলে যাব।

জগবন্ধু। ঘ্যাঁ—বাপের বাড়ী! মেনকা—লক্ষ্মী আমার!

মেনকা। আমি কোনও কথা শুন্‌বো না।

জগবন্ধু। শুনবে না যখন, তখন চল, গয়না বার ক'রে দিইগে চল। তবে সবগুলো না নিয়ে—

মেনকা। আমি বাপের বাড়ী যাবই—

জগবন্ধু। না-না, আমি গয়না বার ক'রে দেবই। চল—চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশ্বনাথ ও নবীনের প্রবেশ।

বিশ্বনাথ। দাদাঠাকুর, বাড়ী আছ কি ?

[নেপথ্যে ঃ—জগবন্ধু। কে—বিশু নাকি ? বসো, যাচ্ছি।]

নবীন। তাড়াতাড়ি এসো দাদাঠাকুর। তুমি তো আস, এখানে কি মনে হয় টাকা পাবো ?

বিশ্বনাথ। দেখ না, কি হয়।

নবীন। টাকা না পেলে কি হবে ভাই ? বৌটা যে—

জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। কি বিশু, খবর কি ? টাকা এনেছিস্ তো ?

বিশ্বনাথ। না দাদাঠাকুর, এখনো যোগাড় হয়নি, যত শীগ্‌গির পারি দিয়ে দেব। নবীন তোমার কাছে এসেছে দাদাঠাকুর, ওর বৌ মর-মর, টাকার অভাবে ডাক্তার আন্‌তে পারেনি। তুমি একটু দয়া কর দাঠাকুর।

নবীন। তোমার চরণের দাস হ'য়ে থাক্‌বো। আমাকে একটু দয়া কর দাদাঠাকুর, দশটা টাকা আমাকে দিতেই হবে।

জগবন্ধু। বেশ তো—বেশ তো, বসো—বসো। টাকা—বেশ, দেবো। কি জিনিষ এনেছ ?

নবীন। জিনিষ তো কিছু নেই দাদাঠাকুর।

জগবন্ধু। আমার গুরুর নিষেধ, শুধু হাতে টাকা দিই না।

নবীন। আমার যে কিছু নেই দাদাঠাকুর। কি বাঁধা রাখ্‌বো ?

জগবন্ধু। কোনও জিনিষ যদি নেই তো আমার কাছে এসেছ কেন? আমার ওসব ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই, সাফ কথা। শুধু হাতে একটী পয়সাও পাবে না।

নবীন। তাহ'লে কি হবে? পয়সা অভাবে আমার বৌটা মারা যাবে তোমাদেরই চেখের সামনে! ডাক্তার বল্লো যে পয়সা নিয়ে এসো, অথচ—

জগবন্ধু। কেন, পাড়ার গণ্যমান্য কালীভক্ত রামপ্রসাদের কাছে যাও না তিনি জলপড়া দিয়ে তোমার বৌকে খাড়া ক'রে দেবেন।

নবীন। টাকা না পেলে বাধ্য হ'য়ে আমাদের অনাথের সম্বল মায়ের জলপড়া খাইয়েই রোগীকে খাড়া ক'রে তুলবো। তুমি এমন অর্থ-পিশাচ জানলে তোমার কাছে কখনই আসতাম না—কখনই আসতাম না।

[প্রস্থান।

জগবন্ধু। কি রে বিশু, বাড়ীতে বসে অপমান! তোদের দুঃখ দেখে চুপ ক'রে থাকতে পারি না, তাই তোদের উপকার করি।

বিশ্বনাথ। ওর বৌএর অসুখ, মাথার ঠিক নেই দাদাঠাকুর, তাই—

জগবন্ধু। আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি বিশু, যাকে তাকে এনে তার হ'য়ে ওকালতি করিস্‌নি। জানিস্‌, তোদের টিকি বাঁধা। বেশী চালাকি ক'রেছ কি দোব এক নম্বর রুজু ক'রে। কাচারী ঘর করতে করতে নাজে-হাল হ'বি।

বিশ্বনাথ। তোমারই তো দয়ায় বেঁচে আছি দাদাঠাকুর। আমার ভুল হ'য়ে গেছে। আর কখনও এমন হবে না।

জগবন্ধু। বেশ, ক্ষমা ক'রেছি। তবে নব্‌নে ব্যাটাকে জানিয়ে দিস্‌,—বিপদের সময় এ শর্ম্মার দ্বারস্থ না হ'য়ে কারুর রেহাই নেই।

বিশ্বনাথ। আচ্ছা, আসি দাদাঠাকুর, পেন্নাম। [প্রস্থান।

জগবন্ধু। যাদু, ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি, মায়ের কাছে মাসীর গল্প! একি! কি হ'ল! হঠাৎ মেনকা সুন্দরী জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে কি? না, চুপি চুপি দেখ্‌তে হ'ল। (উদ্দেশ্যে) কার দিকে এমন ক'রে চেয়ে আছ মেনকা? ও,—রামপ্রসাদ চলেছে, তারই আশাপথ চেয়ে—

[নেপথ্যে :— মেনকা। এ কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা করে না?]

জগবন্ধু। (উদ্দেশ্যে) না। এখন মানে মানে গয়নাগুলো খুলে রেখে বাপের বাড়ী বিদেয় হও। বেরোও—বেরোও বাড়ী থেকে।

মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। তাহ'লে সত্যই আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

জগবন্ধু। না, তোমার সঙ্গে রসিকতা ক'রছি।

মেনকা। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

জগবন্ধু। খবরদার, গয়নাগুলো খুলে দিয়ে, তারপর চৌকাট ডিঙ্গুবে!

মেনকা। যদি গয়না না দিই?

জগবন্ধু। মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবো—রক্তগঙ্গা বয়াবো—কুরুক্ষেত্র করবো।

রামপ্রসাদের প্রবেশ।

রামপ্রসাদ। কি হ'য়েছে দাদা, হঠাৎ এমন চেঁচামেচি? একি, বৌঠান্! আপনি?

মেনকা। হ্যাঁ ঠাকুর, আমি। আমার স্বামী আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

রামপ্রসাদ। কারণ কি বৌঠান?

মেনকা। কারণ, কারণ বলতে আমার মুখে বাধ্‌ছে।

জগবন্ধু। বাধলে চল্‌বে না। কাঁটা যখন আট্‌কেছে, নামিয়ে দাও।

মেনকা। বেশ, যখন অভয় দিচ্ছ, তখন আমার লজ্জা কি! ঠাকুর, এর সূচনা আপনাকে নিয়েই।

রামপ্রসাদ। আমাকে নিয়ে! ব্যাপার কি দাদা?

মেনকা। আপনি যখন আমাদের বাড়ীর দিকে আস্‌ছিলেন, জান্‌লা দিয়ে আপনার আসার পথে তাকিয়েছিলাম,—এই আমার অপরাধ।

রামপ্রসাদ। ছিঃ-ছিঃ, এরকম অপমান তুমি নিজের স্ত্রীকে করতে পারলে দাদা! যে নারী পরস্ত্রী, অন্য পুরুষের কাছে তিনি মায়ের মর্য্যাদাই পেয়ে থাকেন। সেই মায়ের সম্বন্ধে কোনও কিছু বল্‌বার আগে তোমার রসনা জড়িত হ'লো না ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! মা, তুমি দুঃখ ক'রো না—অভিমান করো না। ও ভুল ক'রেছে, ওকে তুমি ক্ষমা কর মা।

মেনকা। আমি ক্ষমা করলেও, ভগবান্ ওকে ক্ষমা করবে না বাবা। ওকে ওর কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করতেই হবে।

রামপ্রসাদ। যে লক্ষ্মীকে অবহেলায় পথে বার ক'রে দিচ্ছিলে, তাকে ধূপ-ধূনা দিয়ে আবাহন ক'রে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এতে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না। চুপ ক'রে থেকো না। এই দীন-দরিদ্রের কথা শোন। পরস্ত্রীকে মা ভিন্ন অন্য কিছু ভাববার আগে মা যেন আমায় অন্ধ ক'রে দেন।

মেনকা। আমার স্বামী না বুঝে যে কথা ব'লেছেন, তাতে রাগ ক'রবেন না ঠাকুর। মায়ের কাছে জানাও, ওর যেন সুমতি হয়। (প্রণাম করিল)

রামপ্রসাদ। প্রণাম ক'রে আমাকে অপরাধী ক'রো না দেবি।

মেনকা। যোগ্যজনে আমি প্রণাম দিয়েছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

হাঁপাইতে-হাঁপাইতে নবীনের প্রবেশ।

নবীন। ঠাকুর—ঠাকুর—ঠাকুর, তুমি এখানে! তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলাম ঠাকুর। আমার বৌ-এর বড়ো অসুখ—বাঁচবে না। তোমার পায়ে পড়ি, আমার বৌকে বাঁচিয়ে দাও। (পদধারণ)

রামপ্রসাদ। ওরে বোকা, আমি বাঁচাবার কে? মা মহামায়াকে প্রাণভরে ডাক্। মায়ের কৃপায় ভাল হয়ে যাবে। চ নবীন, চ; মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়বি চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

জগবন্ধু। বাঃ-বাঃ, কি যাদুই জানো তুমি ওগো রামমণি, তোমার যাদুর গুণে মেনকা আমাব খায় যে নাকানি চোবানি!

[প্রস্থান।

মেনকা। ঠাকুর! তুমি এদের মতন মহাপাপীদের সৃষ্টি ক'রে তোমার সৃষ্টির গৌরব তুমি নিজেই নষ্ট করছো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রামপ্রসাদের বাটী।

ভজহরি ও পরমেশ্বরীর প্রবেশ।

পরমেশ্বরী। ভজুকাকা?

ভজহরি। কি, মা?

পরমেশ্বরী। ঠাকুরদা মারা যেতে বাবা যেন কেমন হ'য়ে গেছে।

ভজহরি। হবে না মা! কম দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে লড়্‌তে হচ্ছে দাদাকে! পয়সা অভাবে শেষটা কর্ত্তাবাবু বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেল। গিন্নীমাও বেশীদিন এ শোক সইতে পার্‌বেন না মনে হয়।

পরমেশ্বরী। ঠাকুরমারও তো কাল থেকে জ্বর হ'য়েছে। বল্‌লুম, কব্‌রেজ ডেকে আনি ঠাকুমা। ঠাকুমা বারণ কর্‌লো—"না রে না—ও সামান্য জ্বর, নাইতে-খেতেই সেরে যাবে।"

ভজহরি। দাদা কোথায় মা!

পরমেশ্বরী। কি জানি। বাবাও যেন কেমন হ'য়ে গেছে। বাবা সেদিন মাকে বল্‌ছিল, চাক্‌রী-বাক্‌রীর জন্যে বিদেশে যাবে।

ভজহরি। মুখে বল্‌লেও দাদা বাড়ী ছাড়্‌তে পার্‌বে না সহজে। বাড়ীর মাকে ফেলে দাদা কোথাও যেয়ে থাকতে পার্‌বে না মনে হয়।

পরমেশ্বরী। ঠাকুমার মত আছে কিনা বাবা জিজ্ঞেস ক'রেছিল। ঠাকুমা বল্‌লো, তুই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি; কবে বল্‌তে কবে ম'রে যাবো, তোর হাতের জলটা পাব না। বাবা বল্‌লো, তবে থাক, যাবো না মা।

ভজহরি। দাদার মতন লোক দেখ্‌তে পাওয়া বিরল। তার সদয়

ব্যবহারে আজ সবাই মুগ্ধ। দাদার মনের বলও অনেক। দাদা সদা-সর্ব্বদাই বলে, আমি মায়ের ছেলে। মা যত দুঃখ দিক্, আমি হাসি-মুখে বরণ ক'রে নেবো।

পরমেশ্বরী। তা আবার বল্‌তে! বাবার মা ছাড়া আর কে আছে। বাবার মায়ি হ'লো ধ্যান-জ্ঞান—মায়ি হ'লো ইষ্ট-নিষ্ঠ, মায়ের চরণই হ'লো একমাত্র বাবার ভরসা।

ভজহরি। এই মায়ের সাধন-ভজনে যখন দাদা আমার আত্মহারা হ'য়ে যায়, তখন দাদাকে আর মানুষ ব'লে মনে হয় না। তার ইহ-জগতের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। মনে হয়, তিনি একজন অসাধারণ লোক।

[নেপথ্যে :—সর্ব্বাণী। মা পরমেশ্বরি, কোথায় গেলি মা।]

পরমেশ্বরী। মা ডাক্‌ছে, আমি যাই ভজুকাকা।

ভজহরি। এসো মা।

পরমেশ্বরী। মা, ডাক্‌ছো? আমি যাচ্ছি মা।　　　　[প্রস্থান।

ভজহরি। গরীব হ'য়ে জন্মানোটা কি অভিশাপ? মা—মা গো! যে তোমার ভাবে বিভোর, তুমি ছাড়া যার গতি নেই, তাকে তুমি এত কষ্ট দাও কেন? সেই জন্যেই কি তোর আর নাম হ'য়েছে পাষাণী? বল মা—বল মা, দাদাকে দুঃখ দিয়ে তুই কি দুঃখ পাস্ না?

গীতকণ্ঠে রামপ্রসাদের প্রবেশ।

গীত।

রামপ্রসাদ।—

সামাল সামাল ডুবলো তরী।
আমার মনে রে ভোলা গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥

প্রবঞ্চনার কিকি-কিনি ক'রে ভরা কৈলে ভারি ।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধর্‌লে পাড়ি॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হ'ল ভারী।
যদি পার হ'বি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরুব্রহ্ম সার কর মন, যিনি হ'ন ভব-কাণ্ডারী॥

ভজহরি। দাদা, তুমি কাঁদছো—চোখের জল ফেল্‌ছো? বাপ-মা কি লোকের চিরকাল বেঁচে থাকে? তোমার চোখের জল যে সহ্য কর্‌তে পারি না দাদা। তুমি যে মায়ের ছেলে! তোমার চোখে কি জল শোভা পায়? তুমি চুপ কর দাদা।

রামপ্রসাদ। তা সবই বুঝি ভাই ভজহরি, তবুও চোখে জল আসে। জন্মদাতা পিতা লোকের চিরকাল বেঁচে থাকে না, তা জানি। সৃজন-কর্ত্তা তাঁকে সৃষ্টি ক'রেছিলেন, ত্রাণকর্ত্তা ত্রাণ ক'রে মুক্তি দিয়েছেন। এ সবই মায়ের খেলা। মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কাজই হয় না। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হ'লে জীবের ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না। আমরা মায়াময় সংসারে জন্মগ্রহণ ক'রে মায়ামোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছি। এই মায়াপাশ হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌বো কি ভাই?

ভজহরি। সে চিন্তা তুমি পরে ক'রো। এখন কর্ত্তার অবর্ত্তমানে তোমাকেই দেখা শোনা কর্‌তে হবে। তুমি তোমার সব বুঝে পড়ে দেখে নাও।

রামপ্রসাদ। আমি সংসারের কিছুই জানি না ভাই। পিতা-মাতার অনুরোধে সর্ব্বাণীকে ঘরে এনেছি; মায়ের দয়ায় লাভ ক'রেছি একটি পুত্র—একটি কন্যা। মা তাদের পাঠিয়েছেন—মায়ি আহার জোটাবেন। তবে আমার অনুরোধ, তুমি আমার বন্ধু,—তোমারও আপন বল্‌তে

কেউ নেই; তুমি যদি তোমার সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত না কর, মা তোমার প্রতি সদয় হবেন। আমার অনুরোধ ভাই, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।

ভজহরি। ছাড়বার চেষ্টা করলেও কি তোমাকে ছাড়তে পারবো ভাই! তোমার সাহায্য ক'জন পেতে পারে! তবে আমার অনুরোধ ভাই, তুমি যেন আমাকে তোমার সঙ্গছাড়া ক'রো না। আমি সাধন ভজনের কিছুই জানি না; ইহকাল-পরকাল সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই। যদি তোমার সাহায্যে আমার মুক্তির পথ দেখতে পাই, তুমি পথ-প্রদর্শক হ'য়ে আমাকে নিয়ে চলো ভাই। আমার বড় আশা ছিল সংসার করবো—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাড়ী-ঘর বেঁধে সুখে বসবাস করবো; কিন্তু আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে চলেছে অন্যপথে। তাই তোমার মত বন্ধু পেয়ে আমি নিজে ধন্য হ'য়েছি। আর আমিও তোমায় কথা দিচ্ছি ভাই, যতদিন বেঁচে থাকবো, তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবো না।

রাম। আমি তো আশ্রয়-কর্ত্তা নই ভাই, আশ্রয় দেবেন মা! আর তুমি যখন আমার বন্ধু, তখন তুমি তো আমার ভাই। ভাই হ'য়ে মিনতি ক'রে আশ্রয় চাইতে নেই, আশ্রয় নিতে হয় ভাইয়ের দাবীতে।

ভজহরি। দাবী আমার অন্য কিছু নেই; দাবী এই,—তুমি আমার বন্ধু, মায়ের সাধক। তুমি আমায় দীক্ষাদানে বঞ্চিত ক'রো না।

রাম। আমি তো ব্রাহ্মণ নই ভাই। দীক্ষা দেবার ক্ষমতা এক ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো নেই। তুমি এক ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে বরণ করো। আমি তোমায় অন্য বিষয়ে সাহায্য করবো।

ভজহরি। জানি না ভাই, কি তোমার অধিকার। যে মায়ের ছেলে, সে যদি ব্রাহ্মণ না হয়, কি এসে যায়। যজ্ঞোপবীত ধারণ করলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? আমি তো ব্রাহ্মণে আর তোমাতে কোনও প্রভেদ দেখি

না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম্ম সন্ধ্যা-আহ্নিক সবই তোমার মধ্যে বর্ত্তমান; আর তুমি বলছো কিনা—

রাম। হ্যাঁ ভাই, তবু আমি ব্রাহ্মণ নই; পবিত্র বৈষ্ণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। তুমি দুঃখ ক'রো না ভাই। যার কাজ, তাকে তা করতেই হবে।

ভজহরি। বেশ, তা হ'লে তুমি অনুমতি দাও ভাই, আমি গুরুর সন্ধানে যাব।

রাম। তুমি যখন গুরুলাভের আশায় এত ব্যাকুল হ'য়েছ, তোমায় তো আমি বাধা দিতে পারি না ভাই। তুমি যাও, তোমার মনোমত গুরুর সন্ধান ক'রে দীক্ষা নিয়ে ফিরে এসো।

ভজহরি। আচ্ছা, তা হ'লে আসি ভাই। বিদায়।

[প্রস্থান।

রাম। মা, নামের কি মহিমা তোমার! যে রূপ দেখতে পাই না, নাম শুনে মন মজে যায়, প্রাণ ভাব-তরঙ্গে নাচতে নাচতে উধাও হ'য়ে নাম-সাগরে আপনহারা হ'য়ে পড়ে। মা, এমনি ক'রে তুমি আমাকে হাসাও—নাচাও—কাঁদাও; তাতে দুঃখ করবো না—কোনও কথা বলবো না; কিন্তু সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ ক'রে আমার নিজের কাজে এমন ক'রে বাধা দিও না। নাক-ফোঁড়া বলদের মত তোমার সংসারলীলার কাজগুলো আমাকে দিয়ে বেশ করিয়ে নিচ্ছো, নাও; কিন্তু আমার কাজের বেলা—সাধন-ভজনের বেলা এত নারাজ হও কেন? এত বাধা-বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় কেন? তার উত্তর—তার উত্তর তোমার কাছ থেকে পাবো কি পাষাণি?

[নেপথ্যে :—আগম। রামপ্রসাদ!]

রাম। কে, গুরুদেব! আসুন—আসুন গুরুদেব!

আগমবাগীশের প্রবেশ।

রাম। দীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

আগম। এস, বৎস! আশা করি, তোমরা কুশলে আছ।

রাম। হ্যাঁ গুরুদেব। তবে পিতাকে হারিয়ে আমার মনে সুখ নেই প্রভু।

আগম। কেন বৎস? তোমার পিতা রামরাম, তিনি ছিলেন একজন মহাপুরুষ; মাতা সিদ্ধেশ্বরী মহীয়সী নারী। তোমার মত সুপুত্রকে গর্ভে ধারণ ক'রে তিনি জগতের চক্ষে প্রাতঃস্মরণীয়া হ'য়ে আছেন। তুমি তাঁদের সুযোগ্য পুত্র। সেই পিতার জন্য শোক করা তোমার তো শোভা পায় না বৎস! মানুষ হ'য়ে জন্মেছ যখন, তখন মৃত্যুকে তো ভয় করলে চলবে না বৎস! মৃত্যুকে জয় করবার চেষ্টা কর; তখন ইচ্ছামৃত্যুর বাসনা হ'লে ইচ্ছা-মৃত্যুই হবে।

রাম। তা কি এই অধীনের দ্বারা সম্ভব হবে গুরুদেব?

আগম। কেন হবে না বৎস! তুমি মুক্তি-সাধক। তোমার তো অসম্ভব কিছু নেই। আমি জানি, আমি আগমবাগীশ, আমি কেবল নামে তোমার গুরু; তোমার আসল গুরু ওই জগৎ-জননী—উমা—তারা। তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে, তোমার যশঃখ্যাতি সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হবে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তোমার নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে।

রাম। আপনি এসব কি বলছেন গুরুদেব! আমি একজন সামান্য মানুষ—

আগম। সামান্য তো তুমি নও বৎস! তোমার ভিতর অনেক

অসামান্য গুণ বর্ত্তমান ;—যার প্রভাবে তুমি একদিন সবাইয়ের পূজনীয় হ'য়ে উঠবে, আর সেই সঙ্গে আমিও ধন্য হবো তোমার গুরু হ'য়েছি ব'লে।

রাম। তা যদি সম্ভব হয়, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য গুরুদেব! এখন চলুন, পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করবেন চলুন।

আগম। তোমার দর্শনেই আমার ক্লান্তি দূর হ'য়ে গেছে বৎস! আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারবো না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জরুরী তলবে তারই ওখানে যাচ্ছি; আসতে আসতে তোমার কথা মনে পড়ে গেল, তাই তোমায় দেখতে এলাম।

রাম। তা কি হয় গুরুদেব! আপনি এই দীনের কুটীরে এসে এখনই চলে যাবেন, তাতে আমার ছেলেমেয়ের অমঙ্গল হবে না?

আগম। ওরে বেটা, মা সর্ব্বমঙ্গলা যার ঘরে বাঁধা, তার কি কোন অমঙ্গল হ'তে পারে? তুমি রাগ ক'রো না বৎস! তোমার ডাক পেলেই আবার আমায় আসতে হবে।

রাম। আমার ডাক কি আপনি শুনতে পাবেন প্রভু?

আগম। হ্যাঁ বাবা, ডাকার মত ডাকলে আমি স্থির থাকতে পারবো না। যদি আমার মৃত্যুও হয়, তবুও আমায় দেখা দিতেই হবে। আর বিলম্ব করতে পারি না। ওদিকে যে ভক্ত আমার আশা-পথ চেয়ে বসে আছে, তাকে আর কষ্ট দিতে পারি না। তুমি আমায় বিদায় দাও বৎস!

রাম। গুরুদেব, বহুদিন পরে যদিও আপনার দর্শন পেলাম, তাও ক্ষণিকের জন্য! মনে আশা ছিল, গুরুসঙ্গ লাভ ক'রে, আপনার মুখের উপদেশাবলী শ্রবণ ক'রে, নিজেকে ধন্য মনে করবো। সে আশাও দেখছি আমার পূরণ হ'ল না।

আগম। যে নিত্য মহামায়ার উপদেশ শ্রবণ করছে, তাকে আমি

আর কি উপদেশ দেবো বৎস! এ তোমার মনের ভ্রম। তুমি একবার চক্ষু মুদে চিন্তা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবে, আমার কথা ঠিক কিনা। আচ্ছা, আমি আসি বৎস! মা মহামায়া তোমাদের মঙ্গল করুন।

রাম। অধীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

আগম। সুখী হও বৎস! [প্রস্থান।

ধীরে ধীরে সর্ব্বাণীর প্রবেশ।

সর্ব্বাণী। প্রভু কি ব্যস্ত আছেন?

রাম। কেন সর্ব্বাণি?

সর্ব্বাণী। না, কিছু নয়। আমি যাই।

রাম। কোনও কথা জানতে এসে সেটা যদি লুকুতে চেষ্টা কর, তাতে মা রাগ করেন।

সর্ব্বাণী। চাল দিয়ে যাবার কথা ছিল, সে তো দিয়ে যায়নি; অথচ এদিকে—

রাম। বাড়ীতে চাল নেই। বেশ তো, তার জন্য কি হ'য়েছে! আজকে একাদশী করা যাবে।

সর্ব্বাণী। (হাসিয়া) বেশ তো। তবে আমি বলছিলাম কি, একবার তার কাছে বেরুলে হ'তো না?

রাম। তুমি কি পাগল হ'য়েছ সর্ব্বাণি! এমন সময়ে—

সর্ব্বাণী। তবে থাক্, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।

রাম। পেটের চিন্তার জন্য আমি কখনও ব্যস্ত হইনি সর্ব্বাণি। আমি ভাবছিলাম শুধু, তুমি আমার হাতে পড়ে কতই না কষ্ট পাচ্ছ।

সর্ব্বাণী। তুমি অমন কথা ব'লো না, ওতে আমি দুঃখ পাই।

রাম। দুঃখ আমারও হয়। এক এক সময় মনে হয়, যেমন

একবার দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়েছিলাম, তেমনি আবার চলে যাই। কিন্তু মায়ের জন্য তা পারি না। তুমি ভেবো না সর্ব্বাণি। মায়ের চরণ ভরসা ক'রে যখন পড়ে আছি, মায়ী আমাদের সব দুঃখ দূর ক'রে দেবেন নিশ্চয়ই।

[নেপথ্যে :— নবীন। দাদাঠাকুর আছ নাকি বাড়ীতে ?]

রাম। কে—নবীন ? এসো ভাই—এসো ! কি খবর ?

নবীনের প্রবেশ।

নবীন। খবর আর কি দাদাঠাকুর। নতুন ধানের চাল, আর ক্ষেতের আলু দুটী এনেছি। শিবির মা বল্লে, নতুন জিনিষ আগে গিয়ে দেবতাকে দিয়ে এস। দেবতার খাওয়া না হ'লে আমরা কি নতুন জিনিষ খেতে পারি ? তাই ছুটে ছুটে আস্‌ছি দাদাঠাকুর। দয়া ক'রে এগুলো নিয়ে যাও।

রাম। ওরে পাগল, তোরা আমাকে দেবতা দেবতা করিস্‌নি ! আমি তোদেরই মতন রক্তমাংসে গড়া মানুষ। কি এনেছিস্, দিয়ে যা। না নিলে তো আবার রাগ ক'রবি।

নবীন। না নিলে রাগ ক'রবো শুধু দেবতা ! আমি হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবো।

রাম। না ভাই, তোমায় হত্যে দিতে হবে না ; তাতে মা আমার রাগ করবে। আমি হাসিমুখেই তোর জিনিষ নেবো।

নবীন। এই নাও ঠাকুর, (জিনিষ প্রদান) পায়ের ধুলো দাও ; আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণে যেন মতি থাকে।

রাম। ওরে পাগল, আশীর্ব্বাদ চাইতে হয়তো আমায় না চেয়ে, মায়ের কাছেই চা ; মাই মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

নবীন। আমরা মুখ্খু—ছোট জাত, আমাদের কথায় কি মা কাণ দেবে দেবতা? তুমি বরং আমাদের হ'য়ে মায়ের কাছে জানাও, যেন ভাত কাপড়ের কষ্ট আর না পাই।

রাম। মাকে আমি দিন রাত জানাই ভাই। তবে যার যা কর্ম্মফল, তা ভোগ করতেই হবে।

নবীন। আমি আসি দেবতা। [প্রস্থান।

রাম। এসো ভাই। সর্ব্বাণি, অবাক হ'য়ে গেছ—নাঃ? আমি জানি, মা তার ছেলেকে উপরাসী রাখতে পারে না। এইজন্যই মায়ের আর এক নাম অন্নপূর্ণা। যাও, দেরী ক'রো না, দু'টো ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাওগে। তারা—তারা—[সর্ব্বাণীর প্রস্থান] তারা—তারা!

গীত।

রামপ্রসাদ।—

এমন দিন কি হবে তারা
(যবে) তারা তারা তারা ব'লে, তারা ব'য়ে পড়বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হবো সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে, আঁখি অন্ধ দেখ রে মাকে, তিমিরে তিমিরহরা॥

গানের মাঝে রমার প্রবেশ।

রমা। (গীত শেষে) তোমায় ডেকে দেখা পাইনি ব'লে, আমি নিজে দেখা করতে এসেছি। তুমি আমায় বিমুখ ক'রো না—

রাম। কি বল্‌তে চাও, বলো।

রমা। আমার ইচ্ছা, তোমাকে আমি—

রাম। থাম্‌লে কেন জমীদার-কন্যা. বলো—

রমা। এই জমীদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমি। তোমাকে খুসী করার জন্য তোমার চরণে আমি নিজেকে আহুতি দেবো।

রাম। কোন্ প্রয়োজনে?

রমা। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি, তখন থেকে তোমার মুখ ভুল্‌তে পারিনি। তুমি আমায় বঞ্চিত ক'রো না।

রাম। তোমার এই অদ্ভুত আচরণে আমি বিশ্বাস করতে পার্‌ছি না যে, তুমিই সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জমীদারের কন্যা কিনা? তা না হ'লে, তুমি নিজে এসেছ অযাচিত ভাবে এই দীন-দরিদ্রকে এই কথা নিবেদন কর্‌তে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, নারীজাতির উপর তুমি কলঙ্ক এঁকে দিও না!

রমা। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। যদি তুমি আমাকে—

রাম। তুমি কি অবগত আছ জমীদার-কন্যা, যে আমি বিবাহিত, পুত্রকন্যা আছে, এবং তাদেরই নিয়ে এ পর্ণকুটিরে বাস করি?

রমা। আমি সবই জানি; তবু আমাকে বঞ্চিত ক'রো না।

রাম। তুমি সমস্ত জেনেও এই গরীবকে তার দারিদ্রের মধ্য থেকে ঐশ্বর্য্যের অট্টালিকায় নিয়ে যেতে চাও? তার খুদ-অন্নের পরিবর্ত্তে, তার মুখে পরমান্ন তুলে দিতে চাও? তুমি মোহে পড়ে ভুল পথে চলেছ। মায়ের কাছে কামনা করি, তুমি মোহপাশ মুক্ত হও।

রমা। মা!

রাম। হ্যাঁ—মা, জগৎ জননী। তোমার আর মায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখতে পাই না। মাই যেন তোমাকে পাঠিয়েছে আমার সঙ্গে

ছলনা কর্‌তে। মা—মাগো, একি তোর খেলা মা? কেন আমার সঙ্গে চাতুরী খেলছিস্‌! আমাকে দয়া কর—দয়া কর মা।

রমা। একি হ'লো? ঠাকুর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর ঠাকুর—আমাকে চরণতলে ঠাঁই দাও!

রাম। আমার কাছে তুমি অপরাধী নও মা। মায়ের চরণে তুমি ক্ষমা চাও, মা তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

রমা। মা—মাগো, আমার যা কিছু কামনা তোমার চরণে ডালি দিলাম, তুমি আমায় কামনা মুক্ত করো মা—কামনা মুক্ত করো! আজ থেকে জগৎ জানুক, আমি তোমার মা—তুমি আমার ছেলে। বাবা—বাবা—

রাম। চলো মা,। চলো—মায়ের চরণে কামনাহীন হ'য়ে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়বে চল। মায়ের পথ-নির্দ্দেশেই পাবে মা মনের শান্তি।

রমা। মা, মাগো, এ অভাগিনীকে দয়া কর মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ, নবাব-দরবার।

সিরাজ, মোহনলাল ও মীরজাফর।

সিরাজ। জাফর আলি খাঁ।

মীরজাফর। কি, নবাব সাহেব!

সিরাজ। তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ শুন্‌তে পাই, সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে?

মীরজাফর। কি অভিযোগ, নবাব সাহেব?

সিরাজ। তুমি নাকি দেশের সর্ব্বনাশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছ?

মীরজাফর। এ সংবাদ কে তোমার কাছে পরিবেশন ক'রেছে নবাব সাহেব? এত বড় একটা মিথ্যা অপবাদ! যদি আমাকে অনুপযুক্ত মনে কর, আমি সিপাহ্‌শালার পদ হাস্‌তে হাসতে ত্যাগ কর্‌বো। এতবড় দুর্নাম মাথায় নিয়ে আমি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাক্‌তে চাই না। যে কোনও যোগ্য লোককে এই কাজের ভার দেওয়া হোক্; আমি সানন্দে এই পদ ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি।

সিরাজ। পদত্যাগের প্রশ্ন এখানে জাগে না, সিপাহ্‌শালার। প্রশ্ন জেগেছে, তুমি কেন—কোন উদ্দেশ্যে এই অঘটন ঘটাতে চলেছ। তুমি আমার স্বজাতি—স্বগোত্র। কোন অপরাধে আমি অপরাধী তোমার কাছে? যদি কোনও দোষ ত্রুটী থাকে আমার, তুমি অকপটে আমাকে জানাও; আমি সাধ্যমত তার প্রতীকারের চেষ্টা কর্‌বো। অহেতুক

দেশের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিও না। সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হ'য়ে বাণিজ্য করতে এসেছে তারা,—তাদের কাছে আমাদের এই সোনার বাংলা জন্মভূমি মায়ের মাথা হেঁট ক'রে দিও না।

মীরজাফর। আমি তো বুঝতে পারছি না নবাব সাহেব, কি জন্য তুমি এত উত্তেজিত! আমি এমন কি গর্হিত কাজ করেছি, যার জন্য—

মোহন। গর্হিত অগর্হিত কাজ নয় সিপাহশালার। আপনি, শেঠজী, উমীচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি মহান্ মহান্ ব্যক্তি কোম্পানীর দুয়ারে কি কারণে ঘন ঘন যাতায়াত করেন? তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? যদি নবাবকে জানান, নবাব হয়তো কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'তে পারেন। আপনার যদি কোনও অসুবিধা থাকে, আপনি নবাব সমীপে জানান; সে বিষয়ে নবাব নিশ্চয় যথাযথ ব্যবস্থা করবেনই।

মীরজাফর। শুনে আশ্বস্ত হ'লাম বীর, হিন্দু মোহনলাল। আমার মনে হয়, তুমিই বোধ হয় এই সুসংবাদটা নবাবের কর্ণগোচর ক'রেছ,—যার ফলে, নবাব আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। আমি জানি, বহুদিন থেকেই তুমি আমার হিতৈষী বন্ধুর মত আমার সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী আছ। কিন্তু, কি ফল হিন্দু, এই মিথ্যার বেসাতিতে?

মোহন। মিথ্যা! কি বলছেন সিপাহশালার!

মীরজাফর। হ্যাঁ—মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি জানি, যেদিন নবাব সাহেব তোমার উপর একান্ত নির্ভর ক'রেছে, সেইদিন থেকেই তুমি আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জাল রচনা করছো। কিন্তু কি ফল তোমার? তুমি হিন্দু—হিন্দুই থাকবে, আমি মুসলমান—মুসলমানই থাকবো। এই কারণেই তোমাদের সহিত আমাদের এই মিলনে নবাবকে বলেছিলাম—হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন কখনই সম্ভবপর নয়। নবাব সে কথা শোনেনি, তার ফল তাই এতদূর গড়িয়েছে।

সিরাজ। কি বল্‌ছো সিপাহ্‌শালার! মোহনলাল সম্বন্ধে তোমার এ কথা বল্‌তে একটু বাধছে না! যে আজ নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে—

মীরজাফর। আমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হ'য়েছে। হিন্দুরা চিরকালই মুসলমানদের ছোট ক'রে দেখে থাকে। তাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য—

মোহন। হাস্‌তে হাস্‌তে জীবন ডালি দেয় পরের হিতার্থে। আপনার অনুমান একান্ত মিথ্যা, সিপাহ্‌শালার। মোহনলালের প্রকৃতি সেভাবে গড়া নয়। তার স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন বল্‌তে কেউ নেই—সে একা। তার বিষয় বৈভবের কোনই প্রয়োজন নেই। নবাবের সান্নিধ্য তার ভাল লেগেছিল, তাই নবাবকে সে মাথার মণি ব'লে বরণ ক'রেছিল। সে হিন্দু ভাবেনি, মুসলমান ভাবেনি; "হিন্দু-মুসলমান সব ভাই ভাই" এই বাণী কণ্ঠে ধারণ ক'রে নবাবের সাহায্যার্থে তার দক্ষিণ হস্ত রূপে তাঁর আজ্ঞা পালন ক'রে এসেছে এবং প্রতিজ্ঞা ক'রেছে নবাবের হিতার্থেই তার এই নগন্য জীবন হাস্‌তে হাস্‌তে দান করবে। যদি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে, নবাব বলুন, এ অধম হিন্দু হাস্‌তে হাস্‌তে এখানকার মায়া মমতা ত্যাগ ক'রে চলে যাবে।

সিরাজ। তা কি কখনও হয় মোহনলাল। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠতে পারে; কিন্তু সিরাজ কখনও বেইমানী করেনি, আর কর্‌বেও না—সে অপরের কথা শুনে কখনই কর্ত্তব্যচ্যুত হবে না। যতদিন সিরাজ থাক্‌বে, বীর মোহনলালও তার পাশাপাশি থাক্‌বে। (আলিঙ্গন)

মোহন। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রবেন নবাব সাহেব।

সিরাজ। না ভাই না, তুমি এসো। আমাদের এই হিন্দু-মুসলমানের মিলন ইতিহাসের পাতায় অমর—অক্ষয় হ'য়ে লেখা থাক্‌বে চিরকাল।

[মোহনলালের প্রস্থান।

মীরজাফর। বাঃ-বাঃ নবাবসাহেব, মোহনলাল তোমাকে যাদু ক'রেছে!

সিরাজ। তোমারও কার্য্য-কলাপে আমাকে তুমি যাদু কর্‌তে পার সিপাহশালার। মিথ্যা ক্ষণিকের ভুলে তুমি দেশের—দশের—সমগ্র বাংলার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'রো না। মানুষ মাত্রই ভুল-ক্রটী ক'রে থাকে। সেই ভুলের মাশুল দিতে আমাদের বাংলা মায়ের চোখে স্বেচ্ছায় বান ডাকিও না। আমাদের সুজলা—সুফলা—শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশ। এর প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। এর মাটীতে সোনা ফলে। তা লুট কর্‌বার জন্য বঙ্গ-জননীকে অনেক লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হ'য়েছে। কত দুর্দ্ধর্ষ জাত এর উপর হাম্‌লা চালিয়েছে,—তবুও মা জননীর অঙ্গহানি হয়নি কোনও দিন। তাই বলি ভাই, সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে আমরা হাতে হাত মিলাই। অনর্থক যেন আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা ডেকে না আনি।

মীরজাফর। কি তোমার বক্তব্য নবাব?

সিরাজ। বক্তব্য এই, "আমরা সকলে ভাই, ভাই হ'য়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসাবো না"—এই প্রতিজ্ঞা তোমায় করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে দেশের দুর্নীতি দূর ক'র্‌তে হবে। বিদেশীর আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে হবে। (মীরজাফর নীরব) চুপ ক'রে থেকো না ভাই! আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলো—

বঙ্গজননি—বঙ্গজননি, শোনো ওগো বাণী,
কীর্ত্তি তোমার রাখিতে অটুট যেন গো জীবন দানি"।

মীরজাফর। তাই হবে নবাব সাহেব, তাই হবে; বঙ্গ-জননীর জন্য এ জীবন আমি একদিন আহুতি দেবই!

সিরাজ। ধন্য—ধন্য সিপাহশালার! তোমার আদর্শে আজ যেন সবাই মুগ্ধ হয়। বিদায় বন্ধু—বিদায়।   [প্রস্থান।

মীরজাফর। বন্ধু—বন্ধুই বটে আমি। বন্ধুত্বের নিদর্শন আমি একদিন হাতে হাতে দেব। তখন জগৎ মুগ্ধবিস্ময়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবে। সেদিন আস্‌তে আর কত দেরী, তুমি বল্‌তে পার খোদা?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জগবন্ধুর বাটী।

হাহাকার ও মিঃ গ্রেহামের প্রবেশ।

গ্রেহাম। কি নাম বলিলে ডেবশর্ম্মা?

হাহাকার। জগবন্ধু। মনির কুমীর স্যার, আইরন সেফ ফুল স্যার, মনি গোল্ড পাহাড় স্যার। ইফ জগবন্ধু মাইণ্ড স্যার, অল্ ক্যান্ স্যার।

গ্রেহাম। ইয়েস্ ইয়েস্, ইউ কল্‌ড হিম্, টুমি টাহাকে ডাকো।

হাহাকার। ইয়েস্ স্যার, ইয়োর অনার স্যার, আই কল স্যার। ও জগবন্ধু, জগবন্ধু ভাই, বাড়ীতে আছ নাকি।

সহসা মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। কে—কে? তিনি তো বাড়ীতে নেই। (হঠাৎ গ্রেহামকে দেখিয়া ঘোমটা দিয়া) এ কি! জাম্বুবানটা—

হাহাকার। কখন ফির্‌বে বল্‌তে পার? কোথায় গেছে?

মেনকা। সে সব ব'লে যান না তিনি। "ধর্ম্মের ঘরে কুঠের অভাব নেই"। [প্রস্থান।

গ্রেহাম। বাঃ—বাঃ, বিউটিফুল—সুণ্ডর লেডী আছে! এ কোন্ আছে?

হাহাকার। এ লেডী জগবন্ধুর ওয়াইফ—মানে ইস্ত্রী আছে?

গ্রেহাম। টুমি উহার সাটে হামার ডেকা করাতে পারে?

হাহাকার। ফর দিস্ আই কেম স্যার, ইয়োর মিটিং লেডী প্লিজড স্যার। সি লাভ ইউ স্যার।

গ্রেহাম। টুমি সত্য বলিটেছ? দি লেডী উইল লাভ মি—মানে ও লেডী হামাকে ভালবাসিবে!

হাহাকার। ইয়েস্ ইয়েস, আই টেল স্যার, সি লাভ ইউ স্যার, ফ্রম টুডে স্যার। সি সেকেণ্ড ওয়াইফ স্যার।

গ্রেহাম। ওহো-হো, জগবন্ধু, ওল্ডম্যান আছে—মানে বুড়া আছে। আই মাষ্ট ম্যারি হার, হামি উহাকে সাডি করিবে।

মেনকার পুনঃ প্রবেশ।

মেনকা। গুষ্টির মাথা করিবে সাহেব। তোমার মুখে ঝাঁটা মারিবে।

গ্রেহাম। হোয়াট, হোয়াট? সে কোন্ চিজ আছে?

মেনকা। বড় মোলায়েম চিজ সাহেব, একবার খেলে আর কখনও ভুল্‌তে পারবে না।

গ্রেহাম। টাই নাকি? টাহ'লে ওটা আচ্ছা চিজ আছে?

হাহাকার। নো স্যার নো, লেডী জোক্ স্যার—লেডী ঠাট্টা কর্‌ছে।

মেনকা। বাঙ্গালী মেয়েদের তুমি জাননি সাহেব। দাঁড়াও, তোমাকে চর্‌কী-নাচন নাচাবো। [প্রস্থান।

গ্রেহাম। হোয়াট? নাচনে ওয়ালী?

হাহাকার। ইয়েস্—ইয়েস্, ড্যান্‌সার ভেরী ভেরী গুড স্যার।

গ্রেহাম। হয়্যার ইজ জগবন্ধু? হামার টাকার বিশেষ ডরকার আছে। টাকা না পাইলে—

হাহাকার। ডোন্‌ট নারভাস স্যার। আই প্রমিশ, ইউ গেট মনি—আমি ব'ল্‌ছি আপনি টাকা পাবেন।

সহসা জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। মেনু—মেনু—। এ কি, চক্কোত্তি—। সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কি মনে ক'রে?

হাহাকার। সাহেব বড় ঠেকায় পড়ছে দাদা, তাই—

জগবন্ধু। কি ঠ্যাকা হে? ঠ্যাকাটা বোধ হয় টাকার?

হাহাকার। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ—সাহেবের এই আংটীটা রেখে শ'-তুই টাকা দিতে হবে।

জগবন্ধু। আংটী? কিসের আংটী হে?

হাহাকার। হীরের আংটী—দাম কিন্তু হাজার টাকা।

জগবন্ধু। তাই নাকি! দেখি—দেখি আংটী-টা (আংটী গ্রহণ)। কিন্তু সাহেব, তোমার টাকার কি দরকার? তোমরা এ দেশে এসেছো কোমরে টাকার হাণ্ডিল বেঁধে, এখন—

হাহাকার। সাহেবের হেড-অফিস থেকে টাকা আস্‌তে দেরী আছে, অথবা সাহেবের হাতে পয়সা নেই; সেই জন্য দাদা, তোমার তুয়ারে ধর্ণা দিতে আসা। নাও দাদা, একটা বিলি ব্যবস্থা করো সাহেবের।

গ্রেহাম। হ্যালো ব্রাদার জগবণ্ডু, প্লিজ অ্যারেঞ্জ মাই লোন—মানে, হামার টাকার বণ্ডবস্ত করিয়ে।

জগবন্ধু। টাকায় কত ক'রে সুদ দেবে সাহেব?

গ্রেহাম। সুড! সে আবার কি চিজ আছে?

জগবন্ধু। সে কি সাহেব! টাকা ধার নিতে এসেছ, অথচ সুদ দিতে হয় জান না? টাকায় দু'আনা ক'রে সুদ চাই।

হাহাকার। পাবে দাদা, পাবে। দু'আনা—চার আনা যা চাইবে, তাই পাইবে। এখন নিয়ে এসো টাকাটা।

জগবন্ধু। সাহেবকে বুঝিয়ে দাও, বিনাসুদে পয়সা পাবে না। যদি রাজি থাকে—

হাহাকার। রাজী দাদা, রাজী। তুমি তাড়াতাড়ি টাকাটা—

জগবন্ধু। বেশ, অপেক্ষা কর, এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

গ্রেহাম। হোয়াট হ্যাপেণ্ড—কি হইয়াছে?

হাহাকার। জগবন্ধু স্যার টেল স্যার—টু আনাস্ ইনটারেষ্ট পার রুপি—মানে, টাকায় দু'আনা সুদ দিতে হবে।

গ্রেহাম। ডেবে—ডেবে, হামি সব ডেবে। যদি টুমি—

হাহাকার। আই ম্যানেজ স্যার, ডোণ্ট্ ঘাবড়াও।

জগবন্ধুর পুনঃ প্রবেশ।

জগবন্ধু। এই নাও সাহেব। মাসে মাসে সুদটা দিয়ে যেও।

গ্রেহাম। (টাকা লইতে লইতে) ইয়েস—ইয়েস। গুডবাই জগবণ্ডু।

হাহাকার। আসি দাদা। এসো সাহেব। [উভয়ের প্রস্থান।

জগবন্ধু। হে মা কালি, এই হীরের আংটীটা যেন আমার ভাগেই আসে। [প্রস্থান।

মেনকা, বিষাণ ও যুবকগণের প্রবেশ।

বিষাণ। দিদি, তালটা বড়ো ফস্‌কে গেল। আর একটু আগে এলে, ব্যাটাদের নাকানি-চোবানি খাওয়াতুম।

মেনকা। বিষাণ ভাই, সাহেব আমাকে সাদি করবে ব'লেছে। তার কথা শুনে আমিও সাহেবের মুখে ঝাঁটা মার্‌বো ব'লে দিয়েছি।

বিষাণ। শুনে সাহেব কি বল্‌লো ?

মেনকা। বল্‌লো, ও কি চিজ আছে ? আমি বল্‌লুম, বড়ো মোলায়েম চিজ সাহেব। একবার খেলে, ভুলতে পারবে না।

বিষাণ। ঠিক ব'লেছ দিদি, ঠিক ব'লেছ। ওদের বাড় আমাদের ঘোচাতেই হবে। আমাদের এই দল গঠনে অনেকের সাহায্য। পেয়েছি এবং আরও পাবো। তুমিও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করছো। তুমি দিদি মেয়েদের গ'ড়ে তোলো। তারা আর কনে-বৌ সেজে ঘরের কোণে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না—দেশের এই সমস্যার সমাধান ক'র্‌তে হবে মেয়ে পুরুষ সবারই হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে। মেয়েরা পুরুষদের নির্য্যাতন সয়ে এসেছে চিরকাল,—আজ তাদের সে দুর্দ্দিন কেটে গেছে। আমরা মেয়ে-পুরুষ ভাই-বোনের মত একজোট হ'য়ে দেশ-মাতৃকার সেবা করবো।

মেনকা। জীবেনদা তোমাদের দলের ভার নিয়ে লাঠি সড়্‌কি তরোয়াল খেলা শেখাচ্ছে। আমিও জমিদারের মেয়ে রমাদেবীর সঙ্গে কথা ব'লেছি ; সে অলক্ষ্যে থেকে আমাদের সব বিষয়ে সাহায্য করবে ব'লেছে। পয়সাকড়ির দিক থেকে কোনও অসুবিধেই হবে না।

বিষাণ। এই তো চাই দিদি। তা না হ'লে—সাহেবের ভয়ে—রান্না-ঘরে লুকিয়ে বসে থাক্‌বে—এ করা তো সাজে না। তাদের জাতকে বুঝিয়ে দিতে হবে, বাঙালী জাত এখনও মরেনি। তাদের মা-বোনের প্রতি অসম্মানের—প্রতিশোধ তারা কড়ায় গণ্ডায় তুলে নেবে।

মেনকা। এর মূলে চাই ভাই আত্মবিশ্বাস—। এখানে হিন্দু নেই—মুসলমান নেই। ভাই বোনের স্নেহের বন্ধনে নিজেদের এমনভাবে

গড়ে তুল্‌তে হবে, যাতে বিদেশী বণিকের দল আমাদের প্রীতির বন্ধন দেখে ভয়ে পেছিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ জয়নালের প্রবেশ।

জয়নাল। ঠিক ব'লেছ দিদি। আমরা হিন্দু-মুসলমান সব ভাই ভাই। আমাদের মা-বোনের অপমানে আমরা সবাই একজোট হ'য়ে রুখে দাঁড়াবো। বিদেশী বেনিয়াদের জানিয়ে দেবো, ভারতবাসীরা তাদের মা-বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে জানে।

মেনকা। ঠিক ব'লেছ জয়নাল দাদা। ওরা আমাদের মানুষ ব'লেই মনে করে না। ওদের সে ভুল আমরা একদিন ভাঙ্‌বোই ভাঙ্‌বো।

জয়নাল। ওরা চায় আমাদের মধ্যে জাতিভেদের জিগির তুলে বিভেদের সৃষ্টি কর্‌তে। তা আমরা কর্‌তে দেবো না। ওদের সে ভুল ভেঙে দেবো আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

বিষাণ। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরভেদী বিভীষণকেও জানিয়ে দিতে হবে এই কর্ম্মের এই ফল। সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হ'য়ে এখানে বাণিজ্যের নামে যারা আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নিতে চায়, তাদের ক্ষমা আমরা কখনই কর্‌বো না। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা তাদের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে,—এই তাদের জানিয়ে দিতে হবে। যারা নেমকহারামী ক'রে তাদের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কুকুরের মত লেজ নেড়ে তাদের পা চাটতে যায়, চাটুক; কিন্তু তাদের এই লেজনাড়া ও পা চাটার ঔষধ আমরা একদিন দেবোই।

মেনকা। বিষাণদা—জয়নালদা, তোমরা তোমাদের কাজ ক'রে যাও। ফলের কামনা ক'রো না। ভাগ্যলক্ষ্মী যদি প্রসন্না হ'ন, ফল আমরা একদিন পাবোই পাবো। বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় কর্‌তে হয়—

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। যারা আজ ভুল ক'রে বিপথে চলেছে, তাদের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে সুপথে আনবার চেষ্টা কর্‌তেই হবে। জগতে কোনও জিনিষই ফেলা যায় না। তার গুণাগুণ অনুযায়ী সকলকেই কাজে লাগান যায়। যদি তাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তখন বলপ্রয়োগে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্‌তে হবে।

জয়নাল। দিদিমণি ঠিক কথাই বলেছে বিষাণ। জীবেনদার অভিমতও ঠিক দিদিমণির মত। নিজেদের মধ্যে গোলযোগ না পাকিয়ে, সমস্যা সমাধানের চিন্তা কর্‌তে হবে। একান্ত যদি সমাধান না হয়, তখন নিজেদের পথ নিজেদেরই বাদ্‌লে নিতে হবে।

সহসা ছোটুর প্রবেশ।

ছোটু। বিষাণদা—জয়নাল মিয়া, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

জয়নাল, বিষাণ। কি হ'য়েছে?

ছোটু। সেই বেনিয়া সাহেব হারাধনদার মেয়ের গায়ে এঁটো পেয়ারা ছুঁড়ে মেরেছে এবং তাকে তাড়া ক'রেছে।

বিষাণ। য়্যাঁ—সে কি!

মেনকা। বিষাণদা, দিন দিন অরাজক হ'য়ে উঠেছে। এর প্রতিকার কর, নইলে—

জয়নাল। চলো বিষাণ ভাই, আল্লার নাম নিয়ে সেই সম্বন্ধীকে কবরখানায় দিয়ে আসি। আসি দিদি। [সকলের প্রস্থান।

মেনকা। সাহেবের মৃত্যুখবর যেন তোমাদের মুখে শুন্‌তে পাই। বাঙালী মেয়েকে অপমান ক'রে তুমি পার পাবে না সাহেব। তোমার চামড়ায় আমরা আমাদের পায়ের জুতো বানাবো। [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, গোপালভাঁড় ও অমাত্যগণ।

গীত।

ভারত।—

জয়তু জয়তু জয়তু ভূপাল।
নামের মহিমা তব, গাহি গান অবিরত,
পাপীতাপী কতশত, দুয়ারে হ'য়েছে নত,
লোকমুখে মুখরিত, তুমি যে কৃপাল॥
তোমার করুণা পেয়ে, নরনারী চলে ধেয়ে,
সবার বিষণ্ণমুখে, হাসি সদা উঠে ফুটে,
তোমাতেই তুমি যে গো, তুলনা যে নাই,
তুমি ছাড়া আর কোথা মিলিবে গো ঠাঁই,
কীর্ত্তি-মহিমান্বিত তুমি মহীপাল॥

গোপাল। জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল গোপাল!

গোপাল। ছিঃ-ছিঃ, অমন অলক্ষুণে কথা ব'লো না রাজা মশাই! আমার মাথা খারাপ হ'লে, আমার গিন্নীর কি দুর্দ্দশা হবে বলতে পার। আহা, সরলা—অবলা, আমা বই কিছু জানে না। আমার

মাথা খারাপ হ'লে তার কি অবস্থা হবে আমাকে নিয়ে! সে আমার এই অবস্থা দেখে নির্ঘাত আত্মহত্যা করবে। তখন আমি কি করবো?

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমাকে কবরেজ ডেকে দেখিয়ে ভাল ক'রে, তোমার মাথায় টোপর পরিয়ে গলায় ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসব। কি বল ভারতচন্দ্র?

ভারত। ভালই তো মহারাজ। এ যুক্তি মন্দ নয়।

গোপাল। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। রাজামশায় শালিসী মানলেন, কবি ভারতচন্দ্র নির্ব্বিবাদে সায় দিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা যদি মহারাজের বিষয়ে করা হয়, তাহ'লে রাণী-মা—

কৃষ্ণচন্দ্র। আঃ, গোপাল, তুমি রহস্য বোঝ না! অথচ দেশ-বিদেশে তুমি রসিক গোপালভাড় ব'লে পূজা পেয়ে আসছো।

গোপাল। আর পূজার দরকার নেই রাজামশাই, যথেষ্ট হ'য়েছে। এখন যেতে পারলেই হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। সে কি গোপাল! এখনি এত বৈরাগ্য কেন? তুমি গত হ'লে আমার সভা যে অন্ধকার হ'য়ে যাবে! অমন অলক্ষুণে কথা বলতে আছে গোপাল!

ভারত। আমার মনে হয়, গোপালবাবু কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি, তাই বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেছেন। এখনও ওঁর আশা আকাঙ্ক্ষা মেটেনি, এরই মধ্যে—

কৃষ্ণচন্দ্র। গোপাল, আগে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দাও, বৌ জামাই ঘরে নিয়ে এস, নাতি-নাতনীর মুখ দেখ, তারপর তো বৈরাগ্য। তখন দু'জনে মিলে লোটা কম্বল নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়বো। কি বল?

গোপাল। সে আমি এখনি পারি রাজামশাই। কারণ, বিষয়-বিষে আমার শরীর জর-জর হয়নি। এইদণ্ডে আমি সব ছেড়ে চলে যেতে

পারি। কিন্তু তোমার বিষয়ে সন্দেহ আছে। তোমার এই রাজৈশ্বর্য্য —রাজপ্রাসাদ—ধনরত্ন—আত্মীয়-স্বজন তোমাকে ছাড়তে চাইবে না; ছিনে-জোঁকের মত তোমার পেছু লেগে থাকবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। না গোপাল, তোমার সঙ্গে তর্কে কেউ কোনদিন পারবে না। তুমি মানুষ হ'লেও, একজন অসাধারণ মানুষ।

গোপাল। এ কি রকম কথা হ'ল রাজামশাই! মানুষের মধ্যে অসাধারণ মানুষ, মানে—আমি বনমানুষ?

কৃষ্ণচন্দ্র। আহা, তা হ'তে যাবে কেন! অসাধারণ মানুষ, মানে —তুমি মহামানব,—দেবতাও হ'তে পার।

গোপাল। দেবতা লোকালয়ে এসে অধম মানবের মাঝে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করে না রাজামশাই।

কৃষ্ণচন্দ্র। কেন! ত্রেতায় ভগবান্ রামচন্দ্র চার অংশে বিভক্ত হ'য়ে মানব-সমাজে এসে বাস করেন নি? দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে গোপরাণী যশোদার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হ'য়ে মথুরা বৃন্দাবনে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন নি? সেই কৃষ্ণই পাণ্ডবদের সহায় হ'য়ে এই ভারতযুদ্ধে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন নি? এতেই তিনি মহামানবরূপে পরিচিত হ'য়েছেন ইতিহাসে।

গোপাল। আমার মনে হয় রাজামশাই, সেই মথুরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণই আজ নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররূপে বিরাজমান।

কৃষ্ণচন্দ্র। না-না গোপাল, তাঁর পবিত্র নামের সঙ্গে এ অধমকে জড়িও না। তিনি গুণাতীত; তাঁর গুণের তুলনা করা যায় না। শ্রীভগবান্ যুগে যুগে মানুষের মাঝে এসে কত লীলাই ক'রে যান; আমরা অধম মানব সেই লীলা-কীর্ত্তন শুনে ধন্য হই।

ভারত। আহা! শ্রীভগবানের সেই লীলারহস্য ভেদ করবার শক্তি

অধম মানবের নেই। মানুষ এখনও মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। সেই মোহভাব বিদূরীত হ'তে পারে একমাত্র তাঁরই করুণায়। হে করুণাময়! তুমি মানবের হিংসা দ্বেষ ভাব দূর ক'রে দাও—দয়া মায়া মমতায় তাদের বিগলিত ক'রে দাও, তারা আজ যথার্থ মানুষরূপে পরিচয় দিক লোকসমাজে!

গোপাল। কবিবর! মাহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, ভক্তের কাতর ডাকে—দীর্ঘ সাধনায় ভগবান্ আবির্ভূত হন কারু কারু কাছে। কিন্তু আসতে হবে—দেখা দিতে হবে—কেন দেবে না দেখা,—এই দাবী নিয়ে যারা প্রার্থনা ক'রেছে, তারাই মুক্তি পেয়েছে আগে। রামায়ণের রাবণ মুক্তি পাবার বসানায় কোন্ পথ অবলম্বন ক'রেছিলেন? যার ফলে জন্মান্তর গ্রহণ ক'রে ভগবানের পাদ-পদ্মে বিলীন হ'য়ে গিয়েছিল।

সহসা আগম বাগীশের প্রবেশ।

আগম। ঠিক কথা বলেছিস্ গোপাল। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে কবে বিলীন হবো, সে কথা বলতে পারিস? মা, তারা—তারা—

কৃষ্ণচন্দ্র। আসুন—আসুন গুরুদেব! প্রণাম গ্রহণ করুন। (সকলে প্রণাম করিলেন)

আগম। মা জগৎজননী তোমাদের মঙ্গল করুন। বৎস গোপাল! রাজসভায় প্রবেশকালে রাবণের জন্মান্তর সম্বন্ধে কি বলছিলে, বলতো।

গোপাল। কবি ভারতচন্দ্র বলছিলেন, ভগবানকে কাকুতি-মিনতি ক'রে ডাকলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। আমি বলছিলাম, দাবী নিয়ে যদি ভগবানকে ডাকা যায়, তাঁর সাড়া পাওয়া যায় শীঘ্রই। রাবণ ভগবানের কম ভক্ত ছিলেন না। তিনি হিংসার মধ্য দিয়ে তাঁর করুণা পেয়েছিলেন।

আগম। সে কথা ঠিক। সাধক বামাক্ষ্যাপা উগ্র তপস্যায় মায়ের কাছে দাবী ক'রেছিল, মা সে দাবী পূর্ণ ক'রেছিলেন। তার দাবী ছিল স্বতন্ত্র। আমার ভক্ত রামপ্রসাদ, তার দাবী হ'ল আলাদা। মায়ের চরণে সে লুটিয়ে তার মনের বাসনা জানাচ্ছে। মা তার বাসনা পূর্ণ করবেনই। আর রাবণ,—স্বর্গের দ্বারী জয়-বিজয় অভিশাপগ্রস্ত হ'য়ে তিনজন্মে শীঘ্র উদ্ধারের আশায় হিংসার পথই বেছে নিয়েছিল। সেই কারণ হিরণ্যকশিপু রাবণ ও কংস হ'য়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে শ্রীভগবানের হাতে মুক্তি পেয়ে আজ স্বর্গে ফিরে গেছে তারা। শ্রীভগবানের করুণা পেলে, মানুষ আর তখন মানুষ থাকে না; তারা তখন অবতার ব'লে খ্যাতিলাভ করে লোকসমাজে।

কৃষ্ণচন্দ্র। থাক্ গোপাল, গুরুদেব পথশ্রমে কাতর। ওঁকে আর বিরক্ত ক'রো না।

আগম। না বৎস! ভগবৎ-আলোচনায় বিরক্তিভাব কখনই আসতে পারে না। ভক্ত রামপ্রসাদ, তারও গুরুভক্তি প্রগাঢ়। সে ভগবৎ-আলোচনায় দিবারাত্র কাটিয়ে দেয়। নইলে, খাবার কথা তার মনে থাকে না! দেখবে, সে এককালে মহাজ্ঞানী গুণীলোক হবে—সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াবে ওর পায়ে।

কৃষ্ণচন্দ্র। সে তো আপনারই করুণায় গুরুদেব। আপনি চরণে যাকে ঠাঁই দেবেন, সে তো মুক্তি পাবেই পাবে।

আগম। না বৎস! আমি নামে তার গুরু; তার আসল গুরু মা মহামায়া। তিনিই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ান। তাদের মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। এতে বিচ্ছেদ ঘটাতে কেউ কোন দিনই পারবে না। কয়েকজন দুষ্টপ্রকৃতির লোক তার অনিষ্ট চিন্তায় আছে। কিন্তু আমি জানি, মা তাকে সব বিপদ থেকেই মুক্ত ক'রে দেবেন।

আর সেই কারণেই মায়ের আর এক নাম বিপদবারিণী—বিপদতারিণী মা মহামায়া।

গোপাল। আচ্ছা, গুরুদেব! আমার বিপদ কবে কাটবে, বলতে পারেন?

আগম। তোমার আবার কি বিপদ গোপাল? যতদিন ভক্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আছে, তুমি তো পর্ব্বতের আড়ালে আছ। বিপদ-আপদ ঝড় ঝাপ্টা সবই পর্ব্বতের গায়ে গিয়ে লাগবে, তোমার গায়ে আঁচটীও লাগবে না।

কৃষ্ণচন্দ্র। তা যা বলেছেন গুরুদেব। ওর বাক্যবাণে কার্য্যকলাপে সময়ে সময়ে আমিই বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ি। একদিনের একটি ঘটনাকে আপনার কাছে না ব'লেও থাকতে পারি না। আমি একদিন রহস্য ক'রে একটী লোককে ব'লেছিলাম, এই মাঘ মাসের শীতে তুমি এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে রাত কাটাতে পার? সে তাতে সম্মত হ'য়ে সারারাত কাটিয়েছিল। পরদিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জেনেছিলাম, একমাত্র রাজ-বাড়ীর একটী আলো সে জল থেকে দেখেছিল। আমি তাকে রহস্য ক'রে বলেছিলাম, সে আলো থেকে সে উত্তাপ গ্রহণ ক'রেছে। এই কথা শুনে গোপালভাঁড় হেসেছিল।

গোপাল। হাসবো না কেন বলুন! এক গলা জলে থেকে রাজ-বাড়ীর আলোর উত্তাপ কি সংগ্রহ করা যায়?

আগম। হুঁ, তারপর?

কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর, একদিন জরুরী তলপে গোপালকে ডাকতে লোকের পর লোক পাঠাই। সবাই এসে বলে, ভাতটা নামিয়ে আসছেন। অতিষ্ঠ হ'য়ে নিজেই ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, একটা উঁচু গাছের ডালে একটী ভাতের হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে গোপালচন্দ্র নীচে থেকে খুব

জ্বাল দিচ্ছে। আমি বললাম, কি হচ্ছে গোপাল? জবাব দিল, ভাত রাঁধছি। আমি বললাম, সেকি! এইভাবে রান্না করলে তোমার কোন জন্মেই ভাত রান্না হবে না। গোপাল জবাবে বললো, কেন হবে না রাজামশাই! রাজবাড়ীর আলোর উত্তাপ যদি ঐ পুকুরের সেই লোকটা সংগ্রহ করতে পারে, তাহ'লে এই ভাবেই বা আমার রান্না হবে না কেন? তখন বুঝলাম, আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই এই ফন্দী করা হ'য়েছে। তখন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ধন্য গোপাল, ধন্য তোমার বুদ্ধি!

গোপাল। আর সেই সঙ্গে যে পুরস্কার দিলে, সে কথা তো বললে না।

কৃষ্ণচন্দ্র। তা অবশ্য দিয়েছিলাম।

ভারত। সেই পুরস্কারের লোভেই তো এক একটা উদ্ভট কার্য্য ক'রে বসেন, যাতে সবাই আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়।

আগম। এও হ'ল ভগবানের দান। হাসি তামাসা রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায় এবং তাতে লোক-শিক্ষার পথ প্রশস্তও হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। তা আমি জানি গুরুদেব। ওর ঋণ অপরিশোধ্য। যাক্, চলুন আপনি। বিশ্রাম নেওয়া আপনার একান্ত প্রয়োজন। বিশ্রাম নিতে নিতে আপনার উপদেশাবলী আমরা সকলেই শ্রবণ করবো।

আগম। বেশ, তাই চলো বৎসগণ! তোমাদের বাসনা আমি অপূর্ণ রাখবো না।

কৃষ্ণচন্দ্র। চলুন। এসো গোপাল—এসো কবিবর।

গোপাল। আমি তো এসেই আছি রাজামশাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

সাগর, তৎপশ্চাৎ রজনীনাথের প্রবেশ।

রজনী। দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর—

সাগর। কি, রজনীনাথ?

রজনী। কোথায় চলেছ দাদাঠাকুর হন্‌হনিয়ে? মেয়ের বাড়ী নাকি?

সাগর। হ্যাঁ, রজনি। মেয়েটা রোজই একবার ক'রে আসে। দু'দিন আসেনি কেন, তাই সংবাদ নিতে যাচ্ছি। কোনও অসুখ-বিসুখ ক'র্‌লো না কি, কে জানে?

রজনী। না-না, অসুখ কর্‌বে কেন। এই তো আসার পথে আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। তোমার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লো। আজ বৈকালে আস্‌বে বলেছে।

সাগর। তাই নাকি? বেশ—বেশ! জান রজনি, মেয়েটাকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছিলাম। যাক্‌ ভাই, তুমি আমার যে উপকার ক'রেছ, তা ভোলবার নয়। তা না হ'লে —

রজনী। বিধাতার ভবিতব্য দাদাঠাকুর, বিধাতার ভবিতব্য। তুমি আমি কে? উপলক্ষ্য মাত্র। যাক্‌, দাদাঠাকুর, মেয়েটা সুখে আছে জেনেও সুখী।

সাগর। না, খাবা-পর্‌বার কোনও কষ্ট নেই। তবে জামাইটা বড় কৃপণ।

রজনী। এখনকার দিনে কৃপণই ভাল দাদাঠাকুর। দলিলি হ'য়ে

শেষে পরের দোরে হাত পাততে হয়। যা কিছু থাক্‌বে, সবই তো তোমার মেয়েরই থাক্‌বে। টাকাকড়ি ধনদৌলত তো কম নয়। তেজারতিতে ফলাও কারবার। যদি মায়ের ভাগ্যে একটী সন্তান আদি হয়, তাহ'লে নাতির মুখ দেখে দাদাঠাকুর মর্‌তে পার্‌বে।

সাগর। সে ভাগ্য কি ক'রেছি রজনি।

রজনী। ফল থাক্‌লে, ফল পেতেই হবে। এ যে শ্রীভগবানের দান! সে দানকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না।

হাহাকার চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ।

হাহাকার। তা যা ব'লেছ ঘটক। সবই ভগবানের দান।

রজনী। আসুন—আসুন, চক্রবর্ত্তী মশাই! প্রণাম। খবর কি?

হাহাকার। খবর তো খবরের কাগজে বেরুচ্ছে। আমার কাছে আর নতুন খবর কি ঘটক? তা—তোমার ঘটকালি ব্যবসা আজকাল কেমন চলছে?

রজনী। মায়ের দয়ায় চলছে এক রকমই।

সাগর। আচ্ছা রজনি, তুমি কথা বলো, আমি এগোই—মাকে একবার দেখেই আসি।

[প্রস্থান।

রজনী। আমিও তো যাবো দাদাঠাকুর। (প্রস্থানোদ্যত)

হাহাকার। দাঁড়াও ঘটক। অত তাড়া কিসের? তোমার সঙ্গে একটু দরকারী কথা আছে।

রজনী। বলুন, চক্রবর্ত্তী মশাই।

হাহাকার। সাগরের মেয়েটীকে তো উদ্ধার করলে। আমার একটা বিলি-ব্যবস্থা করো না ঘটক?

রজনী। আপনার আবার কি বিলি-ব্যবস্থা? ছেলে নেই—পুলে নেই—

হাহাকার। সেই জন্যেই তো তোমাকে ধরা। জগবন্ধুকে উদ্ধার করলে এই বুড়ো বয়সে, আমারও একটা—

রজনী। সে কি চক্রবর্ত্তীমশাই! এই বয়সে বিয়ে করতে চান? তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে—

হাহাকার। কালটাই দেখ্‌ছো ঘটক,—কিন্তু কূল-কিনারা তো দেখ্‌ছো না! সব যে আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে। শেষ বয়সে—

রজনী। হ্যাঁ, শেষ বয়সের অবলম্বনের জন্য চাই সুশ্রী—সুবেশা—তরুণীভার্য্যা।

হাহাকার। ঠিক ধ'রেছ ঘটক, ঠিক ধ'রেছ। তুমি কি জ্যোতিষী-টোতিষী জান?

রজনী। ঘটকালির কাজ করলে, ঐ বিদ্যেটা একটু জানা দরকার। কে কার পতি-পত্নী হবে, একটু গুণে-গাণে দেখে তবে কাজে হাত দিই। বৃথা খেটে তো কোনও লাভ নেই।

হাহাকার। তা বাবা ঘটক, আমার হাতটা একটু দেখো তো আর বিবাহের যোগ আছে কি না। (হাত বাড়াইল)

রজনী। (হাত দেখিতে দেখিতে) যোগ তো রয়েছে চক্রবর্ত্তী-মশাই। তবে—

বিষাণ সহ কয়েকজন যুবকের প্রবেশ।

বিষাণ। ঘাট-খরচার কড়ির বন্দোবস্ত করবে কে?

হাহাকার। শুন্‌ছো ঘটক, শুন্‌ছো—বে-আক্কেলে চ্যাংড়ার কথা শুন্‌ছো?

রজনী। আহা, চ'টেন কেন চক্রবর্ত্তীমশাই! এখনকার ছেলেরা এই রকমই হয়। ওদের কথায় রাগ কর্‌লে—

বিষাণ। পস্তাতে হবে। যাক্‌ খুড়ো, তুমি সত্যই বিয়ে করতে চাও?

হাহাকার। বিয়ের আর সত্যি মিথ্যে কি বাবা! বিয়ে—বিয়ে।

বিষাণ। তা বটে। খুড়ো যখন এই বয়সে দারপরিগ্রহ—মানে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছুক হ'য়েছে, তখন আমরা উপযুক্ত ভাইপোর দল চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি না। কি বলো হে তোমরা?

সকলে। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

বিষাণ। কেষ্ট, তোর দিদির বিয়ে দিতে পার্‌ছিস্‌ না। বামুনের মেয়ে শেষে বিয়ে দিতে না পেরে, ঠেকো হ'য়ে থাক্‌বি সমাজে। তার চেয়ে খুড়োর সঙ্গে—

কেষ্ট। দূর! এই বুড়ো—

হাহাকার। না-না, বুড়ো নয় বাবা, বুড়ো নয়—রোগে এমন চেহারা হ'য়েছে। বয়েস খুব বেশী নয়। ওষুধ খেয়ে সামনের দাঁতগুলো গেছে। পাঁচ সাত মাইল হাঁটতে পারি। গাছে উঠে ডাব পাড়্‌তে পারি, পাতকুয়া থেকে জল তুল্‌তে পরি।

বিষাণ। আর,—কোথাও অঘটন না ঘট্‌লে ঘটাতে পারি। খুড়োর আমার যে গুণে ঘাট নেই। তা যাক্‌। কেষ্ট, তুই অন্যমত করিস্‌নি। তোব পয়সা খরচা হবে না একটাও। গয়নাগাঁটী, খরচা-পত্তর, সবই কব্‌বে খুড়ো। তুই অন্যমত করিস্‌নি।

হাহাকার। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিষাণ, আমি সবেতেই রাজী বাবা।

বিষাণ। ঘটক, তুমিও ঘটকালি পাবে। চলো, মেয়ে দেখে আস্‌বে চলো। মেয়ে দেখে পছন্দ হ'লে এড্‌ভ্যান্স টাকা দিয়ে আস্‌তে হবে খুড়ো। ওকে সব যোগাড়-জাত ক'র্‌তে হবে তো!

হাগাকার। তা দেবো বাবা, তা দেবো। চলো, তোমরা মেয়ে দেখাবে চলো।

বিষাণ। চলো খুড়ো। এসো ঘটক মশাই। ওরে, তোরা উলু দে-উলু দে—খুড়োর বিয়েতে কব্জি ডুবিয়ে খেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জমীদার-বাটী।

হরনাথ ও পিয়ারীলাল।

পিয়ারী। আপনি অমন কথা বলবেন না বাবু। এ অসম্ভব, হ'তে পারে না।

হরনাথ। আমারও প্রথম প্রথম তাই মনে হ'য়েছিল পিয়ারি। তারপর যখন খবর নিয়ে জানলাম, তাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হ'য়েছে, সবই সত্য—একবর্ণ মিথ্যা নয়।

পিয়ারী। কিন্তু পরের মুখের কথা শুনে, ঐ মহাপুরুষের নামে এত বড় একটা দুর্নাম—

হরনাথ। মহাপুরুষ কাকে বলে, জান পিয়ারি? মহাপুরুষ যারা, তারা সংসার করে না—স্ত্রী-পুত্র থাকে না, আর এ রকম ভণ্ডামি ক'রে মায়ের জপ-তপ করে না। মহাপুরুষ—মহাপুরুষ। তোমরা কি ভেবেছো? ঐ রকম একটা লম্পটকে মহাপুরুষ বলতে লজ্জা করে না? আমি রূপসিংকে পাঠিয়েছি তাকে ধরে আনতে।

পিয়ারী। কোন কিছু করবার আগে একটু ভেবে চিন্তে করবেন বাবু,—এই অনুরোধ আমার।

হরনাথ। তোমার অনুরোধ সাধ্যমত রাখতে চেষ্টা করবো, অবশ্য যদি স্মরণে থাকে।

গীতকণ্ঠে যোগমায়ার প্রবেশ।

গীত।

যোগমায়া।—

ওরে, মায়ের ছেলে আস্‌ছে ধেয়ে,
　　　　মায়ের প্রসাদ পেয়ে।
মা কি কভু সন্তানেরে দেখে নাকো চেয়ে ?
　অন্ধ যে জন তাহার কাছে,
　আলোর বাহার কিবা আছে,
চিন্‌লি না রে পেয়ে ওরে নিকট কাছে,
　মায়ের ছেলে জানিস্ যে রে,
　মায়ের কোলে নেবে ওরে,
মিছে কেন ভুলের পথে চলিস্ রে তুই ধেয়ে।

[প্রস্থান।

হরনাথ। মায়ের ছেলে! হুঃ—, এই যে, মূর্ত্তিমান আসছেন।

দরোয়ান সহ রামপ্রসাদের প্রবেশ।

রাম। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

হরনাথ। হ্যাঁ।

রাম। কারণ ?

হরনাথ। কারণ কি তুমি অবগত নও? (রামপ্রসাদ নীরব) কি হে, চুপ ক'রে যে? কথার জবাব দাও।

রাম। আমি বুঝতে পারছি না, কি আপনার বক্তব্য।

হরনাথ। ঠিকই বুঝতে পারছো, তবে না বুঝতে পারার ভান ক'রছো।

রাম। আমাকে তিরস্কার করার আগে আমার অনুরোধ, আপনি কি বলতে চান, দয়া ক'রে জানান।

হরনাথ। তোমার জন্যে আমার বংশে কলঙ্ক রটেছে।

রাম। আমার জন্য!

হরনাথ। হ্যাঁ, তোমার জন্য সমাজে মুখ দেখান দায় হ'য়েছে। আমি জানতে চাই, কি তোমার উদ্দেশ্য?

রাম। আপনি ভুল বুঝছেন জমিদারবাবু। আপনার বংশে দুর্নাম রটবার মত কাজ আমি কখনও করতে পারি না।

পিয়ারী। আমি কি বলেছি বাবু, মিলিয়ে পেলেন?

হরনাথ। তুমি থামো। দ্যাখো, ওরকম বড় বড় বুলি অনেক শুনেছি। এখন তোমার মতলব কি বলো? কি তুমি চাও?

রাম। মায়ের কাছে ছাড়া আমি কারুর কাছে কিছুই প্রার্থনা করি না।

হরনাথ। তোমার মুখের কথা জানতে না পারলে আমি এই চাবুকের সাহায্যে কথা বার করবো।

রাম। তা আপনি পারেন জমিদারবাবু, কারণ আপনি বড়লোক, টাকা আছে—লোকবল আছে—চাবুক আছে। আর আমরা গরীব,—পয়সা নেই—লোকবল নেই, কুঁড়ে ঘরে বাস করি। আপনি মনে করলে কি না পারেন?

হরনাথ। হ্যাঁ, আমরা অসাধ্য সাধন করতে পারি ; "না" কে "হ্যাঁ" করাতে পারি।

রাম। তবে সেটা আমার উপর দিয়ে হবে ব'লে যদি মনে ক'রে থাকেন, ভুল ক'রেছেন।

হরনাথ। ভুল যদি করে থাকিতো সে ভুলের সংশোধন হ'য়ে যাবে। শোন, আমার শেষ কথা। আমার মেয়ের নামে দুর্নাম রটার মূলে তুমি। সে কারণ, তোমাকে এ দুর্নাম থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে।

রাম। আমি তাকে কেমন ক'রে রক্ষা করবো ?

হরনাথ। তা যদি না পারো, তোমাকে এইদণ্ডে চুপি চুপি এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে এ দেশে ফিরবে না।

রাম। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, তাদের কি হবে ?

হরনাথ। তাদের আজীবনের ভরণপোষণ আমি বহন করবো।

রাম। আমি যদি তাতে রাজী না হই ?

হরনাথ। এই চাবুক তোমায় রাজী করাবে।

রাম। চাবুক কি সবাইয়ের মুখ দিয়ে কথা বলাতে পারে, জমিদারবাবু ?

হরনাথ। হ্যাঁ, পারে। চাও তার প্রমাণ ?

পিয়ারী। বাবু—বাবু—

রাম। নায়েবমশাই, দয়া ক'রে আপনি এখান থেকে চলে যান। এ দৃশ্য আপনি দেখতে পারবেন না। করযোড়ে আমি মিনতি করছি, আপনি যান—যান এখান থেকে।

পিয়ারী। হ্যাঁ, তা যাচ্ছি ; কিন্তু বাবু—

রাম। কাকে অনুরোধ করছেন নায়েবমশাই ! ক্রোধে উনি বিবেক হারিয়েছেন, কোনও ফল হবে না। আপনি যান। [পিয়ারীর প্রস্থান।

হরনাথ। ফলাফলের হিসাব-নিকাশ তোমার কাছে চাই না বেয়াদপ, আমি জবাব চাই!

রাম। এই কুৎসিত ইঙ্গিতের জবাব দেওয়ার মত ভাষা আমার নাই। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, পিতা হ'য়ে আপন কন্যার সম্বন্ধে এ কথা বলতে—

হরনাথ। বটে, এতদূর স্পর্দ্ধা! বেইমান— (প্রহারোদ্যত)

দরোয়ান। জমিদারবাবু—জমিদারবাবু—

হরনাথ। যা—যা এখান থেকে। [দরোয়ানের প্রস্থান।

রাম। মা—মাগো, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ কর মা!

হরনাথ। তোমার ঐ ডাকে প্রাণহীন মায়ের আবির্ভাব কখনও কি সম্ভব? না-না-না। তোমার এই পাগলামী দেখে লোকে না একটা ঢেলাকে পূজা করতে আরম্ভ ক'রে না দেয়।

রাম। মা আমার প্রাণহীন মাটীর ঢেলা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হরনাথ। রামপ্রসাদ! আমি তোমার বিদ্রূপের পাত্র নয়। মনে থাকে যেন, তোমার আমার মধ্যে সম্বন্ধ কি।

রাম। সম্বন্ধ? ধনী—দরিদ্র; ধনী দরিদ্রকে লুণ্ঠন ক'রে তাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আত্মতত্ত্ব ভুলে যায়,—তাই তারা অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, রাজ-অট্টালিকায় সোনার সিংহাসনে বিগ্রহ বসিয়ে, সোনার থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে, বিগ্রহের পূজা করিয়ে লোকের কাছে বাহবা নেয়। কিন্তু মা চান শ্রদ্ধাভক্তির পূজা। তাই তার ভক্তেরা প্রতীয়মান হয় ধনীর চক্ষে গরীব।

হরনাথ। রামপ্রসাদ, এতবড় স্পর্দ্ধা তোমার! লম্পট—ব্যভিচারি—কামান্ধ—কুলাঙ্গার! তোমার ওই মুখ জমিদার হরনাথ চিরদিনের মত বন্ধ ক'রে দেবে।

সহসা রমার প্রবেশ।

রমা। বাবা—বাবা, ওঁর কোন অপরাধ নেই—ওঁকে মেরো না।

হরনাথ। "ওঁর কোন অপরাধ নেই, যত অপরাধ আমার!" সর্ব্বনাশি! দূর হ'য়ে যা আমার সাম্‌নে থেকে। (ধাক্কা দিল)

রমা। উঃ! মা, মাগো— (পতন ও মূর্চ্ছা)

সহসা পরমেশ্বরীর প্রবেশ।

পরমেশ্বরী। বাবা—বাবা, এরা তোমাকে মারবে! মার না—মার না দেখি, কেমন সাধ্যি।

রাম। মা—মা, তুই এসেছিস মা! আয় মা—আয়, আমার বুকে আয়! (বক্ষে ধারণ)

হরনাথ। একি—একি হ'ল আমার! আমার শক্তি হরণ করলো কে? না-না, জমিদার হরনাথের মন এত কোমল নয় যে, সামান্য দু'ফোঁটা চোখের জলে গ'লে যাবে। না-না-না, সাজা আমি দেবই। এর আঘাত সহ্য কর রামপ্রসাদ। (প্রহারোদ্যত) উঃ!— একি হ'ল —একি হ'ল! উঃ— (পতন ও মূর্চ্ছা)

পরমেশ্বরী। চলো বাবা, চলো।

গীত।

রামপ্রসাদ।—

মন রে, কৃষিকাজ জান না।
এমন মানবজমী রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোণা॥

কালীনামে দেও রে বেড়া,
ফসলে তছ্রুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
(ক্ষেপা মন রে আমার)
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥

[রামপ্রসাদের হাত ধরিয়া পরমেশ্বরীর প্রস্থান।

রমা। (সংজ্ঞাপ্রাপ্তে উঠিয়া) বাবা—বাবা, এ কী হ'লো তোমার বাবা! ঠাকুর—ঠাকুর! কোথায় গেলে তুমি ঠাকুর? আমার বাবাকে তুমি ক্ষমা কর ঠাকুর, ক্ষমা কর!

[বলিতে বলিতে দ্রুত প্রস্থান।

হরনাথ। (সংজ্ঞাপ্রাপ্তে উঠিয়া) কোথায় গেল সব! পালিয়েছে—পালিয়েছে, শয়তান আমার মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। রূপসিং, বাঁধ! ওদের ধর্—ধর্! পালিয়ে যেতে দিসনি—পালিয়ে যেতে দিসনি। বেইমান—শয়তান—

[চীৎকার করিতে করিতে দ্রুত প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

জগবন্ধুর বাটী।

মেনকা একাকী ভাবিতেছিল।

মেনকা। মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের বিপদ নিজেই ডেকে নিয়ে আসে। তা না হ'লে বিদেশী-তোষণে নিজেদের এইভাবে বিলিয়ে দেয়! বোঝে না, যে ভুল আজ করছে, তার ফল সারাজীবন এই ভারতবাসীকে ভোগ করতে হবে।

বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। দিদি—দিদি—

মেনকা। কি ভাই? এসো। সাহেবের কি খবর?

বিষাণ। সাহেব বেকায়দায় প'ড়ে ক্ষমা চেয়েছে দিদি। তা না হ'লে—

মেনকা। তোমরা তাকে ক্ষমা ক'রলে! এতবড় অপরাধ—

বিষাণ। অপরাধ বড়ই হোক আর ছোটই হোক্, যদি অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে, করযোড়ে ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করার অধিকার সকলেরই আছে। কারণ ক্ষমাই মানুষের ধর্ম্ম।

মেনকা। আমাদের এই দুর্ব্বলতার জন্যই পরিণামে অনুতাপ করতে হবে ভাই।। কারণ যে শয়তান, তার সঙ্গে শয়তানি করাই আমাদের উচিত।

[নেপথ্যে :—গ্রেহাম। মিঃ জগবন্ধু আছে?]

বিষাণ। সাহেব এসেছে দিদি, আমি একটু গা আড়াল দিই। যদি বেগড়বাঁই করে, সাহেবকে জ্যান্ত রাখ্‌বো না।

[প্রস্থান।

মেনকা। (চীৎকার করিয়া) না সাহেব, তিনি বাড়ীতে নেই।

গ্রেহামের প্রবেশ।

গ্রেহাম। ওহো, জগবণ্ডু না আছে, তার লেডী ভি আছে। হামি টাকার ইনটারেষ্ট, মানে সুড দিতে আসিয়াছে।

মেনকা। তাই নাকি?—তা সুদ দিয়ে যাও সাহেব। (হাত বাড়াইল)

গ্রেহাম। হাঁ-হাঁ, তা ডিবে—সুডভি ডিবে—আউর—(নোট বাহির করিয়া হাতে দিতে গিয়া হাত ধরিল)

মেনকা। খবরদার সাহেব! যদি প্রাণের মায়া থাকে—(হাত ছিনাইয়া লইয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তরবারী বাহির করিয়া) এসো সাহেব, হাত ধরবে এসো!

গ্রেহাম। তুমি বাঙালী লেডী, হামার সাটে যুড্ড করিবে?

মেনকা। কেন সাহেব, বাঙালী কি মানুষ নয়?

গ্রেহাম। না-না, মানুষ না আছে, জানোয়ার আছে।

মেনকা। সেটা তোমরা, সাহেব। আজ তোমার মাথাটা উড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবো, আমরা মানুষ, তোমরা জানোয়ার।

গ্রেহাম। টাই নাকি? ডেখা যাক্ লেডী।—

[উভয়ে তরোয়ালে যুদ্ধ; কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর
মেনকার তরবারী হস্তচ্যুত হইল]

গ্রেহাম। এইবার লেডি, কে টোমাকে রক্ষা করিবে?

বিষাণ ও যুবকগণের প্রবেশ।

বিষাণ। বোনের ভায়েরা বোনকে রক্ষা করবে সাহেব তোমার মাথাটা নিয়ে।

[সকলে একসঙ্গে আক্রমণ করিল, তাহাদের সহিত গ্রেহামের কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল; গ্রেহাম বিপর্য্যস্ত অবস্থায় পড়িয়া গেল]

গ্রেহাম। হালো! টোম্‌রা ডাড়ায়ে কি ডেখিতেছে, হামাকে সাহায্য করো।

[সকলে অন্যমনস্ক হইয়া অপর দিকে চাহিল; গ্রেহাম সেই ফাঁকে ছুটিয়া পলাইল, সকলে পশ্চাৎ-অনুসরণ করিল।]

মেনকা। ও শয়তানকে সহজে ছোড়ে না বিষাণ দা! ওর মুণ্ডটা আমাকে উপহার দাও। [দ্রুত প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বৈরাগীর প্রবেশ।

গীত।

বৈরাগী।—

ওরে ও অভয়, নাহি ভয়,
সংগ্রামেতে হবে জয়—হবে জয়।
ক'রে দাও দূর লজ্জা ও সরম,
করাও অকপটে মৃত্যুরে বরণ,
ছল ও চাতুরীতে ভুলো নাকো যেন,
ওদের অসাধ্য নাহি কাজ হেন;
মোদের মিলিত দীর্ঘশ্বাসে হবে যে রে ওদের ক্ষয়॥

মেনকার পুনঃ প্রবেশ।

মেনকা। ঠিক্ কথা ব'লেছ বৈরাগীঠাকুর! জয় আমাদের হবেই হবে। ওদের এই নিরবিচ্ছিন্ন অত্যাচারের প্রতিফল ওরা পাবেই পাবে।

বৈরাগী। হ্যাঁ মা, আমিও সেই কারণেই ভিক্ষা করি। ভিক্ষা ক'রে আমার আশ্রমের ছেলেদের ভরণ-পোষণ করি। এরাই ভবিষ্যতে এক-দিন পাঁচজনের একজন হবে—লোক সমাজে যথার্থ মানুষ ব'লে পরিচিত হবে।

মেনকা। আপনার উদ্দেশ্য কি? এই মুষ্টি-ভিক্ষায় আপনার আশ্রম চলে?

বৈরাগী। চালাতে হয় মা। উপায় কি! তবে ব্যবসাদার হরিহর-বাবু আমাদের আশ্রমে প্রতি মাসে সাহায্য করেন। আরও দু'একজনের দান আমরা প্রতি মাসেই পেয়ে থাকি। তার উপর, ভিক্ষেয় যা জোটে, কোনও রকমে চলে যায়। যাক্ মা, যদি ইচ্ছেই হয়, কিছু ভিক্ষে দাও।

মেনকা। নিশ্চয়ই দেবো বাবা। দাঁড়াও। (প্রস্থান, ক্ষণপরে থালায় করিয়া কিছু চাউল লইয়া আসিল) এই নাও বাবা, (চাউল প্রদান) আর এই দুটো টাকাও নাও। মাঝে মাঝে এসে তুমি সহায্য নিয়ে যেও বাবা।

বৈরাগী। তা আসবো বৈকি মা। ঠাকুরের কাছে কামনা করি, তুমি রাজ-রাজ্যেশ্বরী হও মা! আর্ত্তজনের সেবায় তোমার যেন মতি থাকে চিরকাল। (প্রস্থানোদ্যত)

জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। কে বাবা তুমি নন্দের চাঁদ, একেবারে অন্দরে এসে

ঢুকেছো! ওঃ— ছিটে ফোঁটার যে খুব বহর দেখছি! কিছু বাগিয়েছ নিশ্চয়ই। ঝুলিতে কি আছে?

বৈরাগী। ভিক্ষের চাল।

জগবন্ধু। আর কিছু নেই সোনার চাঁদ? তরলিকা—

বৈরাগী। তরলিকা মানে?

জগবন্ধু। মানে? শুনেছি, তোমাদের ঝুলিতে তরলিকা—গন্ধলিকা—চরসিকা, অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

মেনকা। আচ্ছা, তুমি কি? ওর সঙ্গে এরকম ক'রতে তোমার লজ্জা করে না?

জগবন্ধু। লজ্জা ঘেন্না থাকলে কি এই সুদখোরের কাজ করতে পারতুম মেনকা? আরে ব্যাটারা বলে কিনা,—আমার নাম ক'রলে হাঁড়ী ফেটে যায়। তা যায় যদি রে ব্যাটারা, তবে টাকা ধারের বেলায় এ 'শর্ম্মাব' দোরে ধন্না দিতে লজ্জা করে না! দেখেছো তো, কেমন হন্যে কুকুরের মত হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে সব? "না" বলি, তবু ব্যাটারা ছাড়ে না। যাই হোক্, সোনার চাঁদ, আমার অনেক কষ্টের পয়সা! ভড়্কীবাজী দিয়ে কতগুলো বার ক'রেছ বলতো যাদু?

মেনকা। কি আর দেবো, দুটী চাল দিয়েছি।

বৈরাগী। না-না, শুধু চাল নয়, দু'টো টাকা—

জগবন্ধু। কি ক'রেছ মেনকা! দু-দু'টো টাকা দিয়েছ! সর্ব্বনাশ ক'রেছ! ওরে ব্যেটা ছিটে-ফোঁটা! পেটে এত বুদ্ধি? মেয়েমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে টাকা নিয়ে যাবে? ব্যাটা, পাজি—শয়তান! বের কর—বের কর টাকা হারামজাদা! ব্যস, এইবার পেয়েছি। আহা, আমার কত সাধের টাকা! সেই টাকা কিনা ভড়কীবাজী দিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল?

মেনকা। ওরে বাবারে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে—নিজের স্বামী কি শত্রুতাই না করলো রে!

জগবন্ধু। ও গিন্নি, চেঁচাচ্ছো কেন? চুপ কর—চুপ কর।

মেনকা। চুপ যে আমি করতে পারছি না গো। ওগো বাবা গো—

জগবন্ধু। আঃ, কি করছো! এই নাও তোমার টাকা।

মেনকা। ও টাকায় আমার কি পিণ্ডি হবে। আমি যে ওকে দিয়েছি—। আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হবো—রক্তগঙ্গা হবো (মাথা খুঁড়িতে লাগিল)

জগবন্ধু। আঃ, করছো কি—করছো কি! কি জ্বালায় পড়লুম! আচ্ছা, থামো—থামো। ওরে ও ব্যাটা নদেরচাঁদ! হারামজাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছো! এই নাও, ধরো। এই চারটে পয়সা নিয়ে সরে পড় বাবা। জন্মে এ মুখ আর দেখিও না এখানে।

বৈরাগী। আচ্ছা বাবা। তোমার মঙ্গল হোক্।

[প্রস্থান।

জগবন্ধু। যাক্ বাবা, বাঁচা গেল! যেন ছিনে জোঁক! নাও, এখন উঠো মেনকা। যা হবার তো হ'য়েছে—ওঠো, আমার উপর আর রাগ ক'রো না।

[নেপথ্যে :—রামপ্রসাদ। দাদা, বাড়ী আছ নাকি?]

জগবন্ধু। কে? রামপ্রসাদ? মেনু, বাড়ীর ভেতর যাও। [মেনকার প্রস্থান।] কি খবর? এসো ভাই, এসো।

রামপ্রসাদের প্রবেশ।

রাম। তোমার কাছেই একটা দরকারে এসেছি দাদা।

জগবন্ধু। দরকার-টা বোধ হয় টাকার?

রাম। হ্যাঁ, টাকার। তবে ভয় নেই, শুধু হাতে নয়। বিনিময়ে, আমার সাধনার বিনিময়ে—

জগবন্ধু। ওটা কি হে ?

রাম। এটা গানের খাতা, আমারই রচিত। এতেই আছে আমার অন্তরের অভিব্যক্তি—এতেই আছে আমার মায়ের নাম।

জগবন্ধু। ও খাতা কি হবে ?

রাম। এতে আছে একশো খানা মায়ের নাম। এইটে রেখে তোমায় টাকা দিতে হবে। টাকার আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জগবন্ধু। গান বাঁধা রেখে টাকা! তুমি হাসালে—হাসালে।

রাম। আমি বাঁধা রাখ্‌তে চাই না, বিক্রি ক'রতে চাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে এ গান নিয়ে গেলে, তিনি আমায় নায্যমূল্য দিতেন। কিন্তু আমার যাবার সময় নেই। সেইজন্য দাদা তুমি যদি—

জগবন্ধু। কতগুলো গান আছে বল্‌লে ?

রাম। একশো খানা।

জগবন্ধু। ৫০ টাকা দিতে পারি। যদি রাজী হও, রেখে যাও।

রাম। তুমি যা দেবে দাদা, তাতে আমি না বলবো না।

জগবন্ধু। আচ্ছা, দেখি খাতাখানা। (লইয়া) আচ্ছা দাঁড়াও, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

রাম। মা, আমার অপরাধ নিও না—তোমারই আদেশ পালন ক'রছি মা।

জগবন্ধুর পুনঃ প্রবেশ।

জগবন্ধু। এই নাও টাকা, গুণে দেখো।

রাম। গুণতে হবে না। আচ্ছা, আসি দাদা।

[প্রস্থান।

জগবন্ধু। মেনকা বলে কিনা আমি মানুষ নই, অমানুষ। আরে দেখে যাও মেনকা, তোমার অমানুষ স্বামী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গিয়ে নিজেকে শুধু মানুষ ব'লে পরিচয় দেবে না; তার সঙ্গে থাক্‌বে সঙ্গীত-রচয়িতা—বিদ্বান—পণ্ডিত—মহাকবি। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গঙ্গার ঘাট।

রামপ্রসাদ আপনমনে গাহিতেছিল।

গীত।

রামপ্রসাদ।—

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলি না মা তনয় ব'লে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে।

গানের মধ্যে অদূরে সপারিষদ সিরাজ ও মাঝির প্রবেশ।

সিরাজ। এমন সুন্দর গান,—যার জন্য নৌকা ছেড়ে তীরে নামতে বাধ্য হ'য়েছি! কে—কে ইনি?

মাঝি। আমদের এই কুমারহট্টের মায়ের ছেলে, সাধক রামপ্রসাদ।

সিরাজ। রামপ্রসাদ! বাঃ, কি সুন্দর গলা! (নিকটস্থ হইয়া) গান থামালেন কেন ঠাকুর! গান গান, আপনার গান শুনে মুর্শিদাবাদ-যাত্রা স্থগিত রেখে আমি ছুটে এসেছি।

পারিষদ। ইনি কে, জানেন?

রাম। কে ইনি? কি পরিচয় এঁর?

পারিষদ। ইনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাহাদুর আপনার গান শুনে ছুটে এসেছেন। আপনি গান শোনান ওঁকে।

রাম। নবাব বাহাদুর! দীনের প্রতি এত মেহেরবাণী। বেশ, গান শুনুন। (সুরে) মেরে আঁখে মে নন্দদুলাল—

সিরাজ। না-না, এ গান নয়; যে গান আপনি গাইছিলেন, সেই গান গান।

পূর্ব্বগীতাংশ ঃ

রাম।—

তোমার পিতামাতা যেমনি দাতা,
তেমনি দাতা আমায় হ'লে॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥

সিরাজ। বাঃ, সুন্দর—অতি সুন্দর! ঠাকুর, যে মায়ের আপনি নাম করেন, সে মাকে দেখ্‌তে কেমন?

রাম। মায়ের রূপের বর্ণনা—মুখে প্রকাশ করা যায় না নবাব

সাহেব। মায়ের রূপ আমার অন্তরের মধ্যেই আঁকা আছে। তার কালো রূপের মধ্যেই আলো আমি দেখ্‌তে পাই।

সিরাজ। ঠাকুর, আপনার গানে ও কথায় আমি প্রীতি হ'য়েছি। উপহার স্বরূপ আপনাকে একখানা জায়গীর ও আমার গলার এই মুক্তার হার দিতে চাই। আপনি তা কি গ্রহণ করবেন?

রাম। এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ নবাব সাহেব। কিন্তু, আপনার দান আমি গ্রহণ ক'রতে পারবো না। কারণ, আমি দীন-দরিদ্র, এ নেওয়া আমার শোভা পায় না। আপনি বরং আমার দেশের অনাথ আতুরদের জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য করতে পারেন। এতে আপনারই গৌরব বৃদ্ধি হবে—আপনার নাম অমর অক্ষয় হ'য়ে থাকবে আমার দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অন্তরে।

সিরাজ। ধন্য—ধন্য আপনি মহাপুরুষ! আপনার কথা শুনে বাংলার নবাবের শির শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ছে। এ যুগে আপনার মত চরিত্রের লোক বিরল। দেওয়ান সাহেব! আপনি এই মহাপুরুষের সঙ্গে যান। এই গ্রামে যত অনাথ আতুর আছে, তাদের নামের খস্‌ড়া ক'রে নিয়ে আসুন। তারা আমার ধনাগার থেকে যথাযথ সাহায্য পাবেই। যান আপনি। দেখবেন, আমার আদেশ যেন যথাযথ পালিত হয়।

পারিষদ। আপনি কি—

সিরাজ। আপনার না ফেরা পর্য্যন্ত আমি বজরাতেই অপেক্ষা করবো। দেখবেন, কেউ যেন বাদ পড়ে না।

[মাঝি সহ প্রস্থান

পারিষদ। না, নবাব সাহেব। চলুন আপনি সাধক।

রাম। চলুন।

গীত।

রাম।—

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলি না মা তনয় ব'লে ॥

[গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ।

বরবেশী হাহাকার ও ক'নে সহ বিষাণ
ও যুবকদের প্রবেশ।

সকলে। ওরে উলু দে রে উলু দে রে, শাঁক বাজা রে,
আজ আমাদের খুড়োর বিয়ে—
আয় রে সবে দলে দলে
কিবা মানান মানিয়েছে রে।

বিষাণ। যাক্, কেষ্টটা আজ ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার হ'লো। খুড়োর মত মহানুভব আর একটীও নেই। বিয়ের জন্য একটী কাণা-কড়িও কেষ্টকে খরচ করতে হয় না। বরযাত্রী কন্যা-যাত্রীতে প্রায় একশোজন বেশ ভূরি-ভোজন ক'রেছে। নগত টাকাও কেষ্ট শ'পাঁচেক পেয়েছে। গয়না-গাঁটী খুড়ো নিয়ে এসে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছে। কাঁদিসনি দিদি, কাঁদিসনি। খুড়ো তোকে সুখেই রাখবে।

হাহাকার। না-না, কোনও কষ্ট তোমায় সহ্য করতে হবে না। আমি ঝি রাখবো, রাঁধুনি রাখবো, তুমি শুধু বসে বসে হুকুম চালাবে।

বিষাণ। হুকুম-হাকিম সবই চলবে খুড়ো। এখন এরা বারোয়ারীর ব্যাপারে কিছু চাইছে। কি দেবে দাও। ছোটেটা গাড়ী ডাক্‌তে গেছে —কখন। তারও যেন আঠারো মাসে বছর। আহা, খুড়ো ব্যাচারা কাল সারারাত বাসর-ঘরে কম কষ্টই ভোগ ক'রেছে! কোথায় সকাল-সকাল বাড়ী যাবে—। ও ছোটে—ছোটে হারামজাদা! নাও খুড়ো, বারোয়ারীর ব্যাপারে—

হাহাকার। কি দিতে হবে বাবাজি?

বিষাণ। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও।

হাহাকার। নাও বাবা, নাও। (ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া দিল) এখন তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থাটা—

বিষাণ। সবই তাড়াতাড়ি হচ্ছে খুড়ো। সবুরে মেওয়া ফলে। কেষ্ট ব্যাচারী এ বিয়েতে রাজী নয়; জোর জবরদস্তি ক'রে এ কাজ করা হ'য়েছে। সে না একটা কিছু ক'রে বসে। তাকে সন্তুষ্ট ক'রতে কিছু টাকা ছাড়ো খুড়ো।

হাহাকার। কত টাকা চাই?

বিষাণ। শ'খানেক।

হাহাকার। এঁ্যা—শ'খানেক! এখনও?

বিষাণ। উপায় নেই। তার বোন,—যদি সে থানা-পুলিশ ক'রে বসে?

হাহাকার। না-না, দরকার নেই—দরকার নেই, নাও বাবা টাকা।

দৌড়িতে দৌড়িতে ছোটুর প্রবেশ।

ছোটু। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বিষাণ দা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

বিষাণ। কি হ'য়েছে ছোটু ?

ছোটু। কেষ্ট থানায় গেছে। সে দারোগা নিয়ে আস্‌ছে।

বিষাণ। এঁ্যা—সেকি রে! এত ক'রে বারণ করলুম, শুন্‌লো না! হতভাগা ছেলে কোথাকার! না খুড়ো, হেঁটেই চলো তাড়াতাড়ি। দারোগা আসার আগে গা-ঢাকা দিতে হবে।

হাহাকার। হ্যাঁ বাবা—হ্যাঁ।

বিষাণ। চল্‌ দিদি, চল্‌—কাঁদিস্‌নি। এই ঘর জন্ম-জন্মই করতে হবে। তুমি একটু বলো না খুড়ো।

হাহাকার। চলো রাধু, চলো—দেরী ক'রো না। (ক'নে দাঁড়াইয়া রহিল)

বিষাণ। যদি কথা না শোনে খুড়ো—আমাদের অপমান করে, তুমি যেমন ক'রে পারো ওকে নিয়ে যাও। আমরা ওর ভার তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি। তুমি মার কাট, আমাদের কিছু বলবার নেই। আমরা ওদিকে কেষ্টকে ঠেকাইগে যাই, যাতে দারোগা সাহেব না এসে পড়ে।

হাহাকার। তাই এসো বাবারা।

বিষাণ। গুড্‌ বাই খুড়ো—গুড্‌ বাই! হিপ্‌-হিপ্‌-হুর্‌রে, খুড়োর আজকে বিয়ে।

সকলে। হিপ্‌-হিপ্‌-হুর্‌রে—খুড়োর আজকে বিয়ে।

[প্রস্থান।

হাহাকার। রাধু, তুমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? তোমার ঘরে যাবে না রাধু? কথা কও রাধু, কথা—কও! তোমার মুখের একটী কথা শোনবার জন্যে কাল রাত থেকে উৎকণ্ঠায় কাল কাটাচ্ছি। আমাকে বিমুখ ক'রো না রাধু। (জোর জবরদস্তি

করিতে করিতে কনের মাথার চুল খুলিয়া গেল—কেষ্টর স্বরূপ মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল)

হাহাকার। এ কি! কেষ্ট?

কেষ্ট। হ্যাঁ, তোমার বাবা।

হাহাকার। খুন করবো—খুন করবো—

কেষ্ট। কলা করবে।

[প্রস্থান।

হাহাকার। পুলিশ—পুলিশ! আমার সব লুটে নিয়ে গেল—আমার সব লুটে নিয়ে গেল। হায়—হায়! কি ক'রলুম—কি ক'র্‌লুম।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজধানী।

কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, গোপালভাঁড় ও অমাত্যগণ।

গোপাল। কবিবর বেনিয়া কোম্পানীর সম্বন্ধে একটা গান বেঁধেছে রাজামশাই।

কৃষ্ণচন্দ্র। তাই নাকি? কই ভারতচন্দ্র, সে গানটী তো আমায় শোনাওনি। নাও, শুনিয়ে দাও।

গোপাল। অতি অপরূপ গান রাজামশাই, অতি অপরূপ!

কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি থাম গোপাল। রূপই নেই, তা আবার অপরূপ।

নাও ভারতচন্দ্র, এখন গাও দেখি! গোপালের অপরূপের রূপ ফেরান যায় কিনা দেখি।

ভারত। বেশ, শুনুন মহারাজ।

ভারত।—　　　　গীত।

ওগো, ও বেনিয়া কোম্পানি,
　তোমার লীলা বোঝা ভার।
তোমরা কখন হাসাও কখন কাঁদাও,
　　করবে যে ছারখার॥
ঘরের পয়সা খরচ ক'রে,
বাবুয়ানায় দিচ্ছ ভরে,
স্বদেশী পোষাকে পড়েছে ভাটা,
　　চোকা চাপকান হ'য়েছে সার।
হ্যাট্ নেকটাইয়ে বেড়েছে কদর,
ফতুয়া চাদরের নেইকো আদর,
সিগারেট মুখে যেন বেড়েছে মান,
　　চাযের নেশায় মেতেছে মন সবার॥
আচার-বিচার গিয়াছে উঠে,
হোটেল রেস্তোঁরায় নিয়ত ছোটে,
মেয়ে ও পুরুষে মিলিত হ'য়ে,
　　সমাজে আনিছে ঘোর হাহাকার॥

কৃষ্ণচন্দ্র। বাঃ-বাঃ, সুন্দর ভারতচন্দ্র! তোমার লেখনী আজ সত্যই পূজা পাবার যোগ্য। আমি জানি, এই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করতে এসে স্থঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরুবে একদিন। বাংলার নবাবের এই অবিমৃশ্যকারিতার ফল আমাদের সকলকেই ভোগ করতে হবে। কি গোপাল, তুমি কি আমার উপর রাগ করলে নাকি?

গোপাল। রাগ ক'রে আর যাবো কোথায় রাজামশাই! নাহি ভাবি—নাহি চিন্তি, দাসখৎ লিখে দিয়েছি হায়!

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমারও কি ভারতচন্দ্রের মত কবি হবার ইচ্ছা জেগেছে গোপাল?

গোপাল। সে সাহস কোনদিনই করি না রাজামশাই। কারণ, আমি অতি নগণ্য জঘন্য অতি ঘৃণ্য—দীনাতিদীন—অতি হীন—বিচার-বিহীন কীটানু-কীট অরসিক গোপালভাঁড়। আপনি যে কৃপা পূর্ব্বক এ অধীনকে রাজসভায় স্থান দিয়েছেন, তাতে আমি ধন্য—আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন ধন্য, এমন কি, আমার চোদ্দ-পুরুষ ধন্য। আপনি যদি এ অভাগাকে স্থান না দিতেন, কে চিন্‌তো আমাকে!

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ গোপালের এই ভাবাবেগ কেন, বল্‌তে পার কবিবর ভারতচন্দ্র?

ভারতচন্দ্র। মাঝে মাঝে দুষ্টা সরস্বতী যখন মাথায় চাপে, তখন এরূপ আবোল-তাবোল বলতে শোনা যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র। মাথায় পোকা আছে ওর। পোকাগুলো যখন কিলবিল ক'রে উঠে, তখন—

গোপাল। গোব্‌রেপোকা রাজামশাই, গোবরেপোকা। গোবরে ভর্ত্তি মাথা। আপনাদের মাথায় যেমন ঘিয়ে ভর্ত্তি, এ তো সে মাথা নয়! রাজা-রাজড়ার মাথা—আর চাকর-বাকরের মাথা, অনেক তফাৎ।

কৃষ্ণচন্দ্র। ছিঃ-ছিঃ, গোপাল, আমাকে ব্যথা দেওয়া উচিত হয়নি।

ধৃত ব্লেচ সাহেবকে লইয়া অনুচরের প্রবেশ।

কৃষ্ণচন্দ্র। কি খবর? হঠাৎ এই সাহেবকে ধরে এনেছ কেন?

অনুচর। পুকুরঘাটে মেয়েরা স্নান কর্‌ছিল, তখন এই সাহেব

তাদের স্নানের ব্যাঘাত ক'রে, একজনকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য পিছু নিয়েছিল। সেই নারীর আর্ত্তনাদ শুনে, তাকে এর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে একে বন্দী ক'রে এনেছি।

কৃষ্ণচন্দ্র। সেকি! সাহেব, এ বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে?

ব্রেচ। না, হামি কিছু বলিবে না রাজা। হামি অপরাডী, বিচার করিয়া হামারে ডণ্ড দাও।

কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোক।

ব্রেচ। হামি টাই আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র। এখানে কি জন্য এসেছিলে সাহেব?

ব্রেচ। ফর ওয়াকিং—বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।

কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু আমার রাজ্যে এরূপ কাজ করার জন্য কি শাস্তি পাবে জান?

ব্রেচ। কি শাষ্টি ডিবে রাজা?

কৃষ্ণচন্দ্র। শাস্তি—মৃত্যু। যে নরাধম মা-বোনের সম্মান রাখ্‌তে জানে না, তার প্রতি এরূপ শাস্তিই বিধেয়।

ব্রেচ। নো-নো—রাজা, মার্‌সি, ক্ষমা—ক্ষমা—

কৃষ্ণচন্দ্র। কি গোপাল, সাহেবকে কি করা উচিত?

গোপাল। উচিত শাস্তি তো মৃত্যু। তবে—

কৃষ্ণচন্দ্র। কি গোপাল?

গোপাল। বীরবল, যে নারীর প্রতি এই নরপিশাচ এই অভদ্র ব্যবহার ক'রেছে, একে তার কাছে নিয়ে যাও। সে যদি একে ক্ষমা করে, ক্ষমা পাবে; নচেৎ ওর শাস্তি—মৃত্যু।

অনুচর। চলো সাহেব।

গোপাল। হাঁ, একটা কথা। সেই নারীর কাছে ক্ষমা পেলেও,

একে অক্ষত শরীরে ছেড়ে দেবে না। একে মাথা মুড়িয়ে ন্যাড়া ক'রে তবে ছেড়ে দেবে, বুঝেছ? কি ব'লেন রাজামশাই?

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমার উপর কথা বলবার আমার কিছুই নেই। তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে, তাই করবে।

ম্লেচ্ছ। রাজা—রাজা—

কৃষ্ণচন্দ্র। না-না, যাও নিয়ে যাও। সাহেব, একটা কথা শুনে যাও। তোমাদের মেয়েরা মাতৃত্ব লাভ ক'রে সন্তানদের কাছে পিতৃ-পরিচয় দেবার কোনও অধিকার রাখে না, আর আমাদের মেয়েদের সন্তানেরা পিতৃ-পরিচয়ের গর্ব্বে গর্ব্ব অনুভব করে; কারণ, ব্যভিচার তাদের স্পর্শ করতে পারে না।

অনুচর। চলো সাহেব—চলো, এখন কবরে যাবার পথ প্রশস্ত করবে চলো।

[সাহেবকে লইয়া প্রস্থান।

কৃষ্ণচন্দ্র। গোপাল, কারণে অকারণে তোমার বুদ্ধির তারিফ না ক'রে থাকতে পারি না।

জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। মহারাজ—মহারাজ—

কৃষ্ণচন্দ্র। কে—কে তুমি? কি চাই তোমার?

জগবন্ধু। আমি জগবন্ধু। আপনি গান ভালবাসেন, তাই কয়েকখানা গান লিখে এনেছি; যদি গানগুলো রাখেন—

কৃষ্ণচন্দ্র। দেখি। (খাতাটী লইল) এ সবই তোমারই রচনা?

জগবন্ধু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কৃষ্ণচন্দ্র। একশোখানা গান আছে। কত টাকা দিতে হবে?

জগবন্ধু। যা দেবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র। গোপাল, খাজাঞ্চিখানা থেকে একে পাঁচশো টাকা দাও।

[ভারতচন্দ্র সহ প্রস্থান।

জগবন্ধু। পাঁচশো টাকা!

গোপাল। হ্যাঁ। কেন, আরও বেশী কিছু আশা কর ?

জগবন্ধু। না-না, মহারাজের দয়া অসীম।

গোপাল। দয়ার অবতার ইনি—অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না ক'রেই কাজ ক'রে ফেলেন। চলো জগবন্ধু, তোমারই আজ পোয়া বারো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রামপ্রসাদের বাটী।

গীতকণ্ঠে পরমেশ্বরী ও বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

সকলে।—

আমরা সবাই মিলে খেল্‌বো আজি
শ্যামা মায়ের খেলা।
(আমরা) কেউ সাজবো শ্যামা আজি,
কেউ সাজবো ভোলা॥
অসুরদলে করবো বিনাশ, যাবো যেথা খুশি;
নিষেধ কারু মানবো না আর,
প্রলয় নাচন নাচবো এবার,
মহেশ্বরের বুকের পরে সাজবো এলোকেশী,
সেজে-গুজে পরিপাটী, হবে নাকো দেরী অতি,
কাজ সেরে নে তাড়াতাড়ি, বাড়ছে যে রে বেলা॥

১ম বালিকা। আজকে আমরা ভাই ঠাকুর-ঠাকুর খেল্‌বো।

পরমেশ্বরী। কি ঠাকুরের খেলা খেলবি ?

১ম বালিকা। কেষ্ট ঠাকুরের খেলা। বীণা সাজবে কেষ্ট, মায়া সাজবে রাধা।

পরমেশ্বরী। সাজ-পোষাক কোথায় পাবি ?

১ম বালিকা। সাজের আর কি ? ধড়া-চূড়া-বাঁশী, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

২য় বালিকা। তার চেয়ে কালী কালী খেল্‌লে হয় না ?

১ম বালিকা। দূর, ওটা বড় শক্ত। মহাদেব হবে কে ? তার বুকের উপর জিব বার ক'রে দাঁড়াতে হবে।

২য় বালিকা। কেন, মহাদেবের ভাবনা কি। আমি সাজবো মহাদেব, কিন্তু পরমেশ্বরীকে কালী সাজতে হবে।

পরমেশ্বরী। না ভাই, আমার দ্বারা তা হবে না।

২য় বালিকা। হবে না বল্লে ছাড়্‌বে কে ? তোকে হ'তেই হবে। তোর বাবা কালীর ভক্ত, আর তুই কালী সাজ্‌তে পারবি না ?

পরমেশ্বরী। না ভাই, বাবা শুনলে রাগ কর্‌বে।

২য় বালিকা। তবেই তো মুস্কিল হ'ল। কালী পাওয়া যায় কোথায় ?

পরমেশ্বরী। না ভাই, এ খেলা ভাল নয়। বাবা বলেন, ঠাকুর দেবতা সেজে খেল্‌তে নেই। তাতে ঠাকুর রাগ করে।

২য় বালিকা। কেন ? এতে দোষ কোনখানটায়, তা তো দেখ্‌তে পাই না। এই যে যাত্রা থিয়েটারে ঠাকুর দেবতা সব সাজে, তাতে কি ঠাকুরকে অপমান করা হয় ?

সর্ব্বাণীর প্রবেশ।

সর্ব্বাণী। (বলিতে বলিতে) পরমেশ্বরি, কি ক'রছো মা তোমরা ?

পরমেশ্বরী। খেল্‌ছি মা।

সর্ব্বাণী। কি খেলা খেল্‌ছো মা ?

পরমেশ্বরী। এরা বল্‌ছে ঠাকুর ঠাকুর খেল্‌তে। আমাকে কালী সাজ্‌তে বলছিল মা। আমি বলেছি, সাজবো না।

সর্ব্বাণী। না-না, ও খেলা খেল্‌তে নেই।

২য় বালিকা। বেশ, আমরা ও খেলা খেল্‌বো না কাকি-মা। মা পরমেশ্বরীকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে বলেছে। ওকে নিয়ে যাচ্ছি কাকি-মা।

সর্ব্বাণী। বেশ তো মা, যাও। বেশী দেরী ক'রো না, শীঘ্র ফিরো।

পরমেশ্বরী। না মা, দেরী হবে না, শীগগির চলে আসবো।

[সর্ব্বাণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। নাও মা, যে ক'দিন এ দীনের কুটীরে আছ, হেসে-খেলে নাও। তোমাকে তো বেশীদিন ধরে রাখ্‌তে পার্‌বো না মা। তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

গীত।

[নেপথ্যে :—রামপ্রসাদ।—

মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন, ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥

দড়ি কাস্তে হাতে ডাকিতে ডাকিতে রামপ্রসাদের প্রবেশ।

রাম। পরমেশ্বরি—পরমেশ্বরি, কোথায় গেলি মা?

সর্ব্বাণী। পরমেশ্বরীকে খোঁজ কেন? সে তো খেল্‌তে গেছে।

রাম। সেকি! সে তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে বেড়া বাঁধছিল। আমাকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দড়ি গলিয়ে দিচ্ছিল।

সর্ব্বাণী। না প্রভু, সে এতক্ষণ এইখানেই তো ছিল; এইমাত্র চলে গেল।

রাম। এইমাত্র চলে গেল! তবে কি—তবে কি আমার জননী আমার সঙ্গে চাতুরী খেল্‌লো? মা-মা, তোকে এত কাছে পেয়েও চিন্‌তে পার্‌লাম না—চিন্‌তে পার্‌লাম না।

রামপ্রসাদ।— **গীত।**

মন কেন মার চরণছাড়া।
ও মন, ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥
থাক্‌তে নয়ন দেখলে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। মা জগতজননি, একি খেলা তুমি খেল্‌ছো মা আমাদের সঙ্গে? তোমার লীলা-খেলা বোঝবার শক্তি যে নেই জননি!

মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। কি করছো মা তুমি?

সর্ব্বাণী। এই যে মা, এসো! কিছুই করিনি। ছেলেমেয়েরা কেউ বাড়ীতে নেই, তাই—

মেনকা। পরমেশ্বরী কোথায় মা?

সর্ব্বাণী। খেল্‌তে বেরিয়েছে মা।

মেনকা। যাঃ, মায়ের সঙ্গে দেখা হ'লো না! আমি যে তার জন্যে সন্দেশ ক'রে এনেছি মা। সাধ ছিল, মাকে নিজের হাতে খাইয়ে যাবো।

সর্ব্বাণী। কেন মা, আবার সন্দেশ এনেছ? উনি রাগ করেন।

মেনকা। রাগ ক'রতে বারণ ক'রো মা। ভগবান পেটে একটা দেননি, তাই ছুটে ছুটে আসি মাকে দেখ্‌তে। ইচ্ছা হয়, ওকে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ীতে রেখে দিই।

সর্ব্বাণী। বেশ তো মা; ওতো তোমাদেরই। যে আদর করে, তাকে ও ছাড়্‌তেই চায় না। কিন্তু তোমার স্বামী এ তো পছন্দ করে না; তিনি জানেনও না এই ভাবে তুমি এখানে আস ব'লে।

মেনকা। হ্যাঁ মা, আমার স্বামীকে আমি লুকিয়ে আসি।

সর্ব্বাণী। স্বামীকে লুকিয়ে কোনও কাজ করতে নেই মা।

মেনকা। তা আমি জানি মা। কিন্তু যে স্বামী ভালমন্দ বোঝে না, হিতাহিত জ্ঞান যার নেই, পয়সাই যার কাছে বড় জিনিষ, সে স্বামীর কথা শুন্‌তে গেলে তো চলে না মা। ভগবান কি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শুধু টাকা রোজগার ক'রে টাকার গাদির উপর বসে থাকতে? তার সঙ্গে ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌তে নিষেধ একেবারে ক'রে দিয়েছেন?

সর্ব্বাণী। না, তা দেন্‌নি। ভগবান আমাদের সৃষ্টি ক'রেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন; সেই বিবেক অনুযায়ী কাজ করা আমাদের উচিত।

মেনকা। কিন্তু আমার স্বামীর বিবেকের বালাই নেই। তিনি পয়সা পেলে অনেক গর্হিত কাজ কর্‌তে পারেন। এত ক'রে বোঝাই, তবু কথা কানে নেন্‌ না। বলি, বয়েস হ'য়েছে, ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দাও। কথা হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, ধর্ম্ম আবার কি? কি ক'রে ওঁর সুমতি ফির্‌বে, বল্‌তে পার মা?

সর্ব্বাণী। মাকে ডাকো মা, তিনিই ওর মতি ফিরিয়ে দিবেন।

মেনকা। আমার কম দুঃখ মা! আমার সব থেকেও আমি বঞ্চিত। আমি পারবো না আমার মনোমত কাজ কর্‌তে, পার্‌বো না দান-

ধ্যান ক'রতে, আর পারবো না কাউকে পেটপুরে খাওয়াতে। এত ক'রে বলি, ধন অর্থ নিয়ে আসনি—ধন অর্থ নিয়ে যাবেও না। তবু কি শোনে আমার কথা! আমার মনে মনে কত ইচ্ছাই হয়,—আমার বাড়ীর সাম্‌নে দেবালয় তুল্‌বো, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে পূজো হবে, অতিথি নারায়ণের সেবা হবে—নিজে পেটপুরে তাদের খাওয়াবো। এ কি আমার কম আনন্দ মা! কিন্তু—

সর্ব্বাণী। ইচ্ছা থাক্‌লে, তা পূর্ণ হবে বৈকি মা। ইহজন্মে না হয়তো পরজন্মে হবেই হবে।

মেনকা। ইহজন্মের অভিলাষ পূরণ করবার জন্য পরজন্ম নিতে হবে মা!

সর্ব্বাণী। কি ক'র্‌বে বলো! কর্ম্মফল কেউ কোনদিনই খণ্ডাতে পারে না। এই কর্ম্মফলের জন্যই রাজাকেও সময়ে সময়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করতে হয়; পিতা মাতা বর্ত্তমানেও উপযুক্ত পুত্রকে হারাতে হয়, স্ত্রীর শত ভালবাসা তুচ্ছ ক'রে স্বামী চলে যায় দূরে—পরপারে, কেউ পারে না কোনওদিন তার রোধ করতে। আমরা তুচ্ছ জীব। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই দ্বারীরূপে দ্বার রক্ষা ক'রেছেন তাঁর কর্ম্মফলের জন্য।

মেনকা। একটা অনুরোধ করবো মা তোমার কাছে?

সর্ব্বাণী। কি মা?

মেনকা। মায়ের কাছে ওঁর জন্যে প্রার্থনা ক'রো মা, ওঁর যেন সুমতি হয়।

সর্ব্বাণী। আচ্ছা মা। তবে এটা জেনো মা, নিজে হ'তে যদি সুমতি না হয়, ভগবান উপযাচক হ'য়ে কাউকে সুমতি দেন না।

মেনকা। আচ্ছা, উঠি মা। পরমেশ্বরীকে এই সন্দেশের ঠোঙ্গাটা দিও। আজ তাকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও মা। দেখো মা, যেন ভুলে যেও না। আসি মা—(প্রণাম করণ)

সর্ব্বাণী। থাক মা, এসো। (মেনকার প্রস্থান) অমন স্বামীর অমন স্ত্রী—অশ্চর্য্য !

খাম হস্তে রামপ্রসাদের প্রবেশ।

সর্ব্বাণী। কার চিঠি গো ? কোথা থেকে এল ?

রাম। ক'লকাতা থেকে দুর্গাচরণ মিত্রমশাই লিখেছেন। আমাকে দেখা ক'র্‌তে ব'লেছেন। আমি ঠিক ক'রেছি সর্ব্বাণি, আমি যাব সেখানে। যাই না দিনকতক। দেখে আসি ক'লকাতার হালচাল। এখানে আর ভাল লাগ্‌ছে না।

সর্ব্বাণী। তুমি পার্‌বে তোমার মাকে ছেড়ে থাক্‌তে ?

রাম। কেন পারবো না! আর, মা কি ছেলে ছাড়া? ছেলের সঙ্গে মা যাবেই। ছেলের ডাকে মা কি দূরে থাক্‌তে পারে ?

সর্ব্বাণী। কিন্তু বাড়ীর মার পূজা।

রাম। কেন, রামদুলাল আছে! ছেলেকে তো সাধ্যমত শিক্ষা দিয়েছি। কেন, পার্‌বে না সে কর্‌তে ?

সর্ব্বাণী। তার বিষয়ে তুমিই বেশী জান। কিন্তু তোমার মেয়ে পরমেশ্বরী—

রাম। হুঁ—। তোমরা সাবধানে থাক্‌বে। ভজহরি সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, তোমাদের অসুবিধার জন্যে তাকে নিয়ে যাব না। ও থাকলে আমার মনে হয়, তোমাদের কোনও অসুবিধাই হবে না।

সর্ব্বাণী। আমাদের অসুবিধার জন্য ভাব্‌ছি না। আমি ভাব্‌ছি শুধু তোমার কথা। তোমার বড় কষ্ট হবে।

রাম। কষ্ট! সর্ব্বাণি; সংসারে মুটেগিরি করতে এসেছি,—এ তো আমাকে করতেই হবে। এই তো মায়ের ইচ্ছা। কিন্তু যারা কর্ত্তব্য

ভুলে গিয়ে সংসারবন্ধনে গুটিপোকার মত নিজেকে আবদ্ধ করে, তারাই নিজেদের বুদ্ধির দোষে নিজেরা কষ্ট পায়।

সর্ব্বাণী। আমি বুঝ্‌তে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করো।

রাম। বুঝেছ সর্ব্বাণি, আমি ব্যথা পাই তখনই, যখন মানুষ তার নিজের ভুলে মোহে মত্ত হ'য়ে নিজেকে ছোট করে—মানুষ হ'য়ে মানুষকে ঘৃণা করতে শেখে। নবীন দুঃখ ক'র্‌ছিল আমার কাছে; ব'লছিল —"সহর থেকে দু'জন বাবু এসেছিল। তাদের পাশ দিয়ে নবীনের মেয়েটা ময়লা কাপড় প'রে যাবার সময় একজন নাকি নাক সিঁটকে ব'লে উঠেছিল তার বন্ধুকে,—অসভ্য লোকগুলো কি নোংরা দেখেছ"। আমরা কত নীচেয় নেমে গেছি সর্ব্বাণি, মানুষ হ'য়ে মানুষকে ক'র্‌ছি ঘৃণা। জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তা আমরা ভুলে গেছি। মানুষের মধ্যেই ভগবান বিরাজ কর্‌ছেন না কি? তাই মানুষকে ঘৃণা ক'রে আমাদের অপরাধের বোঝা বাড়াই! এই দেখ না, ঐ চাষারা আছে ব'লেই, আমাদের সভ্য সমাজের লোকেরা দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পাচ্ছে। তা না হ'লে কি হ'তো? কোথায় পেতাম আমাদের ক্ষুধার অন্ন? কিন্তু কই, তারা তো আমাদের ঘৃণা করে না—আমাদের কাছে কোনও দাবী করে না? চাষার কর্ত্তব্য মজুরী খাটা; তাই তারা মজুরী খাটে। এ সবই মা মহামায়ার খেলা।

পরমেশ্বরীর প্রবেশ।

পরমেশ্বরী। হ্যাঁ বাবা, তুমি নাকি বিদেশে যাবে?

রাম। হ্যাঁ, মা।

পরমেশ্বরী। আমার জন্যে কি আন্‌বে বাবা?

রাম। কি তুমি চাও মা?

পরমেশ্বরী। আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে না?

রাম। কই, তুমি কি চাও, তা তো ব'ল্লে না? একি, তোমার চোখে জল! আচ্ছা—আচ্ছা, আমি তোমার জন্য ভাল ভাল জিনিষ নিয়ে আসবো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

উন্মুক্ত তরবারী হস্তে বিষাণ ও ছোটুর প্রবেশ।

ছোটু। আমার মনে হয় বিষাণ-দা, সাহেবটা বোধ হয় কোন ঝোপে-ঝাপে আত্মগোপন ক'রেছে।

বিষাণ। আজ আর তার নিস্তার নেই ছোটু। আমার হাতেই তাকে প্রাণ হারাতে হবে। তিন-তিন বার একই অপরাধে সে অপরাধী। তাকে জ্যান্ত ছাড়া হবে না। মা-বোনের সম্মান যারা দিতে জানে না, তাদের জ্যান্ত কবর দেওয়াই উচিত।

ছোটু। মেয়েটার আর্ত্তনাদ শুনে আমরা গিয়ে না পৌঁছুলে একটা মহা অনর্থ ঘটে যেতো।

বিষাণ। তোর চীৎকারে সে সজাগ হ'য়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। আমার মনে হয়, সে ব্যাটা পালাতে পারেনি। তুই এক কাজ কর ছোটু। এই ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে থাক্, দেখতে

পেলে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বি। আমি জাম্বুবানটাকে একটু খুঁজে দেখি।

ছোটু। আচ্ছা, তুমি এসো বিষাণ-দা। আজ তারই একদিন কি আমার একদিন।

বিষাণ। (যাইতে যাইতে) দেখিস্, যেন ভয়ে পিছিয়ে পড়িস্নি। মুণ্ডুটা আমার চাই-ই চাই। [প্রস্থান।

ছোটু। সাহেব! ভেতো-বাঙালী কত শক্তি ধরে বাহুতে, তা আজ বুঝিয়ে দেবে তোমাকে। আজ তোমার নিস্তার নেই।

জয়নালের প্রবেশ।

জয়নাল। ছোটু, বিষাণ—বিষাণ কোথায়?

ছোটু। সে শয়তানটার সন্ধানে গেছে।

জয়নাল। সেকি! একলা তাকে ছেড়ে দিয়েছো ছোটু! যদি তার দলবল নিয়ে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা'হলে—না-না, চলো—আমরাও তার সাথে মিলিগে চলো।

ছোটু। বেশ, চলো জয়নাল দা।

[উভয়ের প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে গ্রেহাম সহ
বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। ওরে শয়তান! আজ আর তোকে জ্যান্ত ফিরে যেতে হবে না।

গ্রেহাম। কালা আড্মীর মুরোড হামার জানা আছে। তারা আবার যুড্ড করিতে জানে।

বিষাণ। না, তা কি জানে, সাদা আদমি! তারা তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাবে। (উভয়ের যুদ্ধ)

গ্রেহাম। নেভার—নেভার, কালা আডমিকো হাম্ কোতল কর্‌বে। (যুদ্ধ করিতে করিতে বিষাণের তরবারী হস্তচ্যুত হইল, সেই অবসরে গ্রেহাম বিষাণকে আঘাত করিল)

বিষাণ। ওঃ— (পড়িয়া গেল)

গ্রেহাম। এইবার টোমাকে টোমার কোন বাবা রক্ষা করিবে?

বিষাণ। তোমাদের দয়ায় বাঙালীরা বাঁচতে চায় না সাহেব, তার চেয়ে—

[তরবারী ছুঁড়িয়া মারিল, গ্রেহাম সতর্কতার সহিত সরিয়া গেল]

সহসা জয়নাল ও ছোটুর প্রবেশ।

ছোটু। একি, বিষাণ-দা—বিষাণ-দা—

বিষাণ। আমার দিকে পরে চেয়ো, আগে শয়তানকে বধ করো।

উভয়ে। তবে রে শয়তান! (গ্রহামের সহিত উভয়ের যুদ্ধ)

গ্রেহাম। আংরেজ কখনও হার স্বীকার করে না, কালা আড্‌মি।

জয়নাল। করে কি না করে, তার পরিচয় এখানেই পাওয়া যাবে। দেখি, কি ক'রে তুই তোর জীবন নিয়ে ফিরে যাস্।

গ্রেহাম। জীবন নিটে হ'লে, আগে জীবন ডিটে হয়। তারপর—

দুইজন নবাবসৈন্যের প্রবেশ

সৈন্য। তারপর তোমার মুণ্ডপাত। (যুদ্ধে যোগ দিল)

গ্রেহাম। কাম অন, ওয়ান বাই ওয়ান। একজন একজন করিয়া আইস।

জয়নাল। তা হয় না রে শয়তান! তোদের মতন শয়তানকে এই ভাবেই শেষ কর্‌তে হয়। (যুদ্ধ করিতে করিতে গ্রেহামের তরবারী হস্তচ্যুত হইল)

জয়নাল। নবাব সাহেবের হুকুম, বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার। (বন্দীকরণ) চল সাহেব নবাব দরবারে। স্বয়ং নবাব তোমার বিচার কর্‌বেন।

গ্রেহাম। ড্যাম ইয়োর নবাব। হামি নবাবকে ডেখে নেবে।

সৈন্য। তা নিও সাহেব,—এখন চলো।

[গ্রেহাম ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

ছোটু। বিষাণ-দা—বিষাণ-দা।

বিষাণ। চলো ছোটু—চলো জয়নাল-দা, তোমাদের কাঁধে ভর দিয়ে আমি আমাদের আখ্‌ড়ায় ফিরে যেতে চাই। আমাদের আখ্‌ড়ার আমি বোধ হয় প্রথম শহীদ হ'লাম জয়নাল-দা।

জয়নাল। না রে না, তোকে আমরা মর্‌তে দেবো না। তোকে সেবা ক'রে আমরা ভাল ক'রে তুল্‌বো।

বিষাণ। তা বোধ হয় আর হবে না জয়নাল-দা। পারের ডাক এসেছে, যেতে হবে—যেতে হবে। মরে গেলে তোমরা আমার সৎকার ক'রো জয়নাল-দা।

জয়নাল। না রে না, ওকথা বলিস্‌নি ভাই, ওকথা বলিস্‌নি! আমার নিজের জীবন দিয়েও তোকে বাঁচিয়ে তুলবো। (উভয়ে ধরিয়া তুলিল)

বিষাণ। মা—মাগো, এ অধমকে তোর কোলে স্থান দিস্‌ মা!

ছোটু। বিষাণদা—বিষাণদা!   [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ।

সিরাজ ও মোহনলাল।

মোহন। নবাব সাহেব! সাহেবদের এই অবাধ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য আমি দিকে-দিকে সৈন্য প্রেরণ ক'রেছি। এর জন্য যদি আমাদের যুদ্ধ করতে হয়, তার জন্য আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি। তবু তাদের এই শয়তানী আমাদের বন্ধ করতেই হবে। মা বোনদের প্রতি এই নীচ আচরণ কখনই আমরা বরদাস্ত করবো না।

সিরাজ। তা করা কোনও দিনই উচিত নয় মোহনলাল। যা হ'তে পৃথিবী দেখলাম, সেই নারীজাতির প্রতি অসম্মান কোন ভদ্র-সমাজেই সহ্য করবে না। যারা এই পথের পথিক, তাদের প্রত্যেককে বন্দী কর। আমি যথাযথ বিচার ক'রে তাদের শাস্তি দেবো।

মোহন। আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রেই আমি এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছি। জানি, আমি আপনার অনুমোদন পাবোই পাবো। যদি কোনও—

সিরাজ। তুমি কিছুই অন্যায় করোনি মোহনলাল। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আমি কখনও হস্তক্ষেপ করি না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সবারই অধিকার আছে। সেই অন্যায়কে যে প্রশ্রয় দেয়, তাকে মানুষ ব'লে গণ্য করি না।

মোহন। সেই সব মানুষই অমানুষের কাজ ক'রে থাকে। ওদের সভ্যতা, ওদের আধুনিকতা, আমাদের সমাজকে কলুষিত ক'রে তুলেছে।

ওরা মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়ে বিপথে নিয়ে চলেছে। আমাদের সমাজের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিতে চায়। ওদের নগ্নতার ছবি আমাদের যুব-সমাজের কাছে তুলে ধরে, তাদের মনোবল হীন ক'রে দিতে চায়। এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রবল প্রতিরোধ প্রয়োজন নবাব সাহেব। তা না হ'লে বাঙ্‌লার ভাগ্যাকাশে রাহুর আবির্ভাব হ'য়ে সব তছনছ ক'রে দেবে।

সিরাজ। এর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, তা তুমি কর মোহনলাল। আমি জানি, তুমি বাংলার আদর্শ বাঙালী-সন্তান; কোনও কিছুর লোভে কোনও হীন কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই স্বেচ্ছায় তোমার উপর এ গুরু দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম।

মোহন। ঠিক আছে, নবাব সাহেব। বাঙালী মোহনলাল তার প্রভুর কতখানি উপকারে আস্‌তে পারে, তারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যাবে ইতিহাসের পাতায়,—যাতে ক'রে হিন্দু-মুসলমানের এই ভেদাভেদের স্বরূপ বুঝতে পারে সকলে। মানুষ হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়; শুধু মানুষ। মানুষের আচরণে এই পাশবিক বৃত্তিকে কেউ কোনও দিনই স্নেহের চক্ষে দেখবে না। এদের বিরুদ্ধে সকলেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে।

গ্রেহাম সহ দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈন্য। নবাব সাহেব, এই শ্বেতাঙ্গটী একটী নারীর প্রতি অত্যাচার কর্‌তে গিয়ে বাধা পায়। তারা দল বেঁধে আক্রমণ করে। কিন্তু এর অস্ত্র নিপুণতার কাছে তারা ঠিক ভাবে লড়্‌তে পারেনি। আমরা ঠিক সময়ে যেয়ে না পৌঁছিলে, এ শয়তানকে বন্দী করা যেতো না।

সিরাজ। মোহনলাল! এই অপরাধীর কি শাস্তি হওয়া উচিত, তুমি বিচার ক'রে সেই শাস্তির ব্যবস্থা করো।

মোহন। সাহেব! তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সে সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?

গ্রেহাম। নো। হামি অপরাধী।

মোহন। তোমার দেশে মা বোন নেই সাহেব? বিদেশে এসে মা-বোনেদের প্রতি এই অভদ্র আচরণ করতে তোমার লজ্জা করে না? তোমাদের সভ্যতাকে এদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে যাও কোন অধিকারে? তোমাদের দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা তোমাদের সমাজের অকল্যাণই ডেকে এনেছে। তাই তোমরা মেয়ে জাতকে খেলার বস্তু ব'লে মনে কর। কিন্তু একথা তো ভুল্‌লে চল্‌বে না সাহেব, তোমাদের বিলেত, আর আমাদের ভারত এক নয়!

গ্রেহাম। এস্‌কিউজ মি নবাব সাহেব। হামি অন্যায় করিয়াছে।

মোহন। এ অন্যায় তুমি একবার করোনি সাহেব, এ হচ্ছে তোমার তৃতীয় অপরাধ।

গ্রেহাম। ক্ষমা—প্লিজ।

জয়নালের প্রবেশ।

জয়নাল। না-না, ক্ষমা নয় নবাব সাহেব। আমাদের দেশভক্ত বিষাণ এর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এরই হাতে আহত হ'য়ে প্রাণ দিয়েছে।

সিরাজ। এঁ্যা, সেকি!

জয়নাল। হ্যাঁ নবাব সাহেব। এই শয়তান তাকে খুন ক'রেছে। ওকে ছেড়ে দেবেন না। তাহ'লে অপরাধী প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। রক্তের বিনিময়ে রক্ত চাই নবাব সাহেব, রক্ত চাই! ও আমার ভাইকে খুন করেছে। বিনা রক্তে প্রতিশোধ হবে না।

সিরাজ। কি সাহেব, চুপ ক'রে আছ যে! অবাক্ হ'য়ে গেছ, না? মুসলমান হিন্দুকে ভাই ব'লেছে। এদেশের রীতি-নীতি এই রকম। আর একটা দৃষ্টান্ত চেয়ে দ্যাখো,—এই বীর হিন্দু মোহনলাল, এই মুসলমান নবাবেরই দক্ষিণ হস্ত। শোনো মিয়া, এই সাহেবের যোগ্য শাস্তি মৃত্যু। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও মোহনলাল—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কার্য্য সমাধা করো। যারা এরই হাতে নিপীড়িতা—নির্য্যাতিতা, তাদেরও এ সংবাদটা জানিয়ে দিও।

[প্রস্থান।

জয়নাল। বিষাণ—বিষাণ, নায্য বিচার পেয়েছি বিষাণ! তোর-রক্তে মাটী লাল হ'য়ে গেছে। এর রক্তে মাটী লালে-লাল হ'য়ে যাবে। আমি যাই, এ সংবাদটা জানিয়ে আসি। ওরে, শয়তানের সাজা হ'য়েছে রে—শয়তানের সাজা হ'য়েছে!

[প্রস্থান।

গ্রেহাম। চলো, হামাকে কোঠায় নিয়ে যাবে, চলো।

মোহন। মৃত্যুদণ্ড পেয়ে তোমার ভয় কর্‌ছে না সাহেব?

গ্রেহাম। ভয়! অ্যাংরেজ ভয় কাকে বলে জানে না। টারা হাস্‌তে হাস্‌টে মৃট্যুকে বরণ করে।

মোহন। তাই নাকি ইংরেজ সাহেব! তাহ'লে বাঙালীরাও হাস্‌টে হাস্‌তে অপরাধীর গলায় ফাঁসীর দড়ি লটুকে দিতে পারে। এই দৃষ্টান্ত দেখে কোনও বিদেশী যেন মা-বোনেদের প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত না হয়। চলো, একে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলো সৈনিক। [প্রস্থান।

সৈনিক। চলো কিষ্কিন্ধ্যার ভূত—বাংলার মাটীতে আজ দেহ রাখ্‌বে চলো। [গ্রেহাম সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দুর্গাচরণ মিত্রের বাটী।

দুর্গাচরণ ও তুলসীদাস।

তুলসী। হ্যাঁ বাবা, তুমি কে একজন নতুন লোককে কাজে লাগিয়েছ? সে খুব ভাল লোক।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি?

তুলসী। হ্যাঁ, বাবা। একদিন তার ঘরে গিয়ে দেখি, মা কালীর পটের সাম্‌নে চোখ বুজে বসে আছে।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি! তারপর?

তুলসী। আমি তো চুপটী ক'রে জোড় হাত ক'রে তার পাশে বসে রইলাম।

দুর্গাচরণ। তারপর কি হ'লো?

তুলসী। ও বাবা! কিছুক্ষণ পরে চোখ চেয়ে আমাকে দেখেই কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কে তুমি বাবা—তোমার নাম কি? আমি ব'ললাম, আমার নাম তুলসীদাস। আমার তাকে বড় ভাল লাগ্‌লো বাবা। আমাকে মায়ের প্রসাদ দিল খেতে।

দুর্গাচরণ। বেশ। তাকে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে দিও।

তুলসী। তুমি না বল্‌লে—

দুর্গাচরণ। আমি তো ব'ল্‌ছি, তুমি তাকে নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে দিও।

তুলসী। আচ্ছা বাবা, আমি দেখছি, সে কি কর্‌ছে?

[প্রস্থান।

দুর্গাচরণ। বাবা মদনমোহন! এই তুলসী দাসকে পেয়ে আজ সব ভুলে আছি।

খাতাহস্তে নায়েবের প্রবেশ।

দুর্গাচরণ। কি নায়েব মশাই, কি খবর? কিছু বল্‌বে?

নায়েব। হ্যাঁ বাবু। যে নতুন লোকটাকে কাজে লাগান হ'য়েছে, সে সর্ব্বনাশ ক'রেছে বাবু।

দুর্গাচরণ। কেন, কি হ'য়েছে?

নায়েব। এই দেখুন বাবু, এই হিসেবের খাতায় তিনি কি ক'রেছেন। মা কালীর ছবি এঁকেছেন আর গান লিখেছেন।

দুর্গাচরণ। কই, দেখি (খাতা লইয়া কিছুক্ষণ পরে) হুঁ, তুমি যাও, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। (নায়েবের প্রস্থান) আরে, কাকে এনে চাক্‌রী দিয়েছি! লোকটা পাগল নাকি? অদ্ভুত ক্ষমতা তো!

তুলসী ও রামপ্রসাদের প্রবেশ।

তুলসী। বাবা, এ কিছুতেই আস্‌তে চায় না, জোর ক'রে এনেছি।

রাম। আপনি আমায় ডেকেছেন বাবু?

দুর্গাচরণ। হ্যাঁ, আপনি কতদিন এখানে কাজে লেগেছেন?

রাম। এখনও এক মাস হয়নি বোধ হয়।

দুর্গাচরণ। আপনাকে যে কাজের ভার দেওয়া হ'য়েছিল, আপনি সে কাজ কতদূর ক'রেছেন?

রাম। কাজের হিসাব তো আমার কাছে নেই, খাতায় আছে।

দুর্গাচরণ। আপনি এই খাতাটা নিজেই কাজ করেন? কিন্তু হিসাবের খাতায় এ কি?

রাম। কেন, আমি হিসেবের খাতায় হিসেব নিকেশই ক'রেছি।

দুর্গাচরণ। ছাই ক'রেছেন। খাতাটা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন।

রাম। (খাতা দেখিয়া) দেখুন, আমার অন্যায় হ'য়েছে, আমার দ্বারা কাজ করা হবে না; আমাকে ছুটী দিন।

দুর্গাচরণ। এত বড় একটা অন্যায় ক'রে ছুটী চাইলেই কি ছুটী পাওয়া যায়? আপনার এই অন্যায়ের জন্য আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।

রাম। বেশ, যে শাস্তি দেবেন, আমি মাথা পেতে নেবো।

দুর্গাচরণ। দেখেবেন, কথার নড়-চড়্ যেন না হয়। আমি আপনাকে আপনার কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ—আমি আপনাকে আপনার কার্য্য থেকে বরখাস্ত করলাম।

রাম। বেশ, তাই হবে। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

দুর্গাচরণ। দাঁড়ান, এখনও বাকী আছে। আচ্ছা, এ সমস্ত গান কি আপনি লিখেছেন? বলুন, লজ্জা কর্‌বেন না।

রাম। হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ। গানের সুর জানা আছে?

রাম। সামান্য সামান্য জানা আছে।

দুর্গাচরণ। আচ্ছা, একটা গান শোনান দেখি।

রাম। বেশ, গান শুনুন।

রাম।— **গীত।**

মনরে আমার ভোলা মামা।
ও তুই জানিস্ না রে খরচা জমা॥
যখন ভবে জমা হ'লি তখন হ'তে খরচ গেলি,
ওরে, জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥

বাদে হইলে অঙ্ক বাকী,   তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে, অন্তরেতে ভাব বসি, কালী তারা উমা শ্যামা॥

দুর্গাচরণ। একটা অনুরোধ কর্‌বো, আশা করি, রাখবেন।

রাম। কি, বলুন।

দুর্গাচরণ। আমি আপনাকে কাজ থেকে বরখাস্ত কর্‌লেও, আমি চাই আপনাকে বন্দী কর্‌তে।

রাম। বন্দী!

দুর্গাচরণ। হ্যাঁ ভাই, চিরতরে বন্দী। আপনি আমার কাছে বসে গান বাঁধবেন—গান গাইবেন, আমি আত্মহারা হ'য়ে আপনার গান শুন্‌বো।

রাম। বেশ, রাজী আছি আপনার প্রস্তাবে।

দুর্গাচরণ। তাহ'লে চলুন—চলুন আপনি আমার সঙ্গে। আপনারও যেমন আছে মা, আমারও তেমনি আছে মদনমোহন,—আমাদের গৃহদেবতা। চলুন, যাই তাঁর মন্দিরে। সন্ধ্যারতির সময় উপস্থিত, আর তো দেরী করা চলে না ভাই। আয় তুলসীদাস, আয় আমাদের সঙ্গে!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জমিদার বাটী।

হরনাথ ও পিয়ারীলাল।

পিয়ারী। আপনি মিছামিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। প্রকৃতিস্থ হোন্ বাবু।

হরনাথ। প্রকৃতিস্থ হবো? তুমি একথা বলতে পারলে পিয়ারি! আমার প্রাণের মধ্যে যে আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে, তা কি একটী কথায় নিভে যাবে? মেয়েটার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখেছো? সে যেন কেমন হ'য়ে গেছে। আহারে রুচি নেই, বেশ-ভূষার আড়ম্বর নেই; সদা-সর্ব্বদা কি যেন ভাবে। একবার ভাল ক'রে দেখেছো তার চেহারা? সোনার প্রতিমা কালি হ'য়ে গেছে। না-না পিয়ারি, আমার মায়ের এ অবস্থার জন্য যে দায়ী, তাকে আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি না।

পিয়ারী। বেশ, আপনার যা অভিরুচি, তাই করুন; আমার আর কিছু বলবার নেই।

হরনাথ। তাহ'লে দয়া ক'রে আমাকে একটু এক্‌লা থাকতে দাও।

পিয়ারী। বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

হরনাথ। তোমার যে বড় দরদ পিয়ারি। তোমার যদি নিজের মেয়ে হ'তো? পার্‌তে—পার্‌তে চুপ ক'রে থাকতে? না-না, তা হবে না। আমি দেখতে চাই, তার শয়তানী কতখানি।

জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। শয়তান। শয়তান। আমারও মহা সর্ব্বনাশ ক'রেছে জমিদার বাবু।

হরনাথ। তোমার আবার কি হ'লো ?

জগবন্ধু। হয়নি কি আবার ? আমার স্ত্রী আমাকে এখন পাত্তাই দেয় না। আমি যেন তার কেউ নই ; আর যত আপনার লোক হ'য়েছে রামপ্রসাদ। সদা সর্ব্বদা তাদের বাড়ী। পূজোর যোগাড় ক'রে দিচ্ছে—মেয়েকে নিয়ে বেড়াচ্ছে—ভাবে গদ-গদ হ'য়ে তত্ত্বকথা শুনছে ; আর পয়সাকড়ি যা মনে আস্‌ছে, তাই দিয়ে দিচ্ছে।

হরনাথ। সেকি ! স্ত্রীকে শাসন কর্‌তে পারো না ?

জগবন্ধু। শাসন ক'রেছি, ফল হ'ল বিপরীত ; দুদিন বাড়ীতেই এলো না, আশ্রমে বাস ক'রে এসো।

হরনাথ। এসব কথা আগে জানাওনি কেন ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, গাঁয়ের বুকের উপর বসে—

জগবন্ধু। আপনি একটা বিহিত ক'রে দিন বাবু, তবে যতটা চুপি চুপি হয়। কাক-পক্ষী কেউ জানবে না—অথচ এক ঢিলে দুই পাখী। হাজার হোক্, স্ত্রী তো ! তার বদনাম হওয়া, মানে—সে তো আমারই বদনাম। ওকে কোনও রককে গাঁয়ে ঢোকার পথ বন্ধ ক'রে দিন।

হরনাথ। কিন্তু—

জগবন্ধু। আমার মতলব যদি শোনেন জমিদারবাবু, তাহ'লে—

হরনাথ। কি মতলব্‌টা, শুনি ?

জগবন্ধু। রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমুবে, ঘরে শিকল তুলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। তাহ'লে বাছাধনদের জীবন্ত সমাধি হবে।

আর রামপ্রসাদ যখন শুনবে, তখন এ গাঁয়ে আর মাথা গলাতে আসবে না।

হরনাথ। মতলব মন্দ নয়, কিন্তু এ কাজ করবে কে?

জগবন্ধু। পয়সায় সব হয়। বলুন না, আমার সঙ্গে কাশী পালের ছেলে শিশুপাল এসেছে। সে মস্তবড় বাহাদুর—আমার খুব বিশ্বাসী। বাইরে অপেক্ষা করছে। বলেন তো—

হরনাথ। যদি কোনও রকমে আমার নাম প্রকাশ হয়?

জগবন্ধু। আরে, রামচন্দ্র! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবু। এ শর্ম্মার মুখ থেকে কথা বার করে কার বাবার সাধ্যি। আমি আন্‌ছি ডেকে, আপনি শুধু টাকার ব্যবস্থাটা— [প্রস্থান।

হরনাথ। কাজটা ভাল হবে কি মন্দ হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওর মতন ভণ্ড-তপস্বীর এরূপ হওয়া উচিত।

শিশুকে লইয়া জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। যা-যা বললুম, সব পার্‌বি তো?

শিশু। টাকা পেলে অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পারি দাদাঠাকুর,—সামান্য ঘরে আগুন দেওয়া তো তুচ্ছ জিনিষ!

জগবন্ধু। কিন্তু সাবধান! হুজুরের নাম যেন—

শিশু। সে কথা বল্‌তে হবে না। মুখ দিয়ে রক্ত তুললেও পেট থেকে কথা বেরুবে না।

হরনাথ। কত টাকা চাও?

শিশু। টাকার সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না, আপনি যা দেবেন।

হরনাথ। বেশ, এখন তিরিশ টাকা নিয়ে যাও, কাজ হাসিল হ'লে পঞ্চাশ টাকা পাবে, কেমন?

জগবন্ধু। আপনার খেয়েই তো মানুষ, জমিদারবাবু! আপনি যা দেবেন, তাতে না-টী বলবে না। কিন্তু, আমার বক্‌শিসটা—

হরনাথ। তুমি মোটা বক্‌শিস্ পাবে। দাঁড়াও আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

জগবন্ধু। দেখিস শিশু, কাজটা পণ্ড করিসনি। নিশুতি রাতে সবাই যখন ঘুমুবে—সেই ফাঁকে; রামপ্রসাদ ব্যাটা তো এখানে নেই। তারপর এসে যখন শুন্‌বে—ছেলে বৌ পুড়ে মরে গেছে, তখন ও এ দেশে থাক্‌বেই না। গাঁয়ের শত্রু নিপাত হবে।

রমার প্রবেশ।

রমা। কিসের গোপন পরামর্শ হচ্ছে?

জগবন্ধু। না-না, ওসব কিছু নয়—ওসব কিছু নয়।

রমা। কিছু নয়? গোপনে ঠাকুরের ঘরে আগুন লাগাবে, আর বলছো—

জগবন্ধু। কি করবো মা, তোমার বাবার হুকুম —

বলিতে বলিতে হরনাথের প্রবেশ।

হরনাথ। জগবন্ধু, এই নাও টাকা। (রমাকে দেখিয়া প্রস্থানোদ্যত, স্বগতঃ) একি, রমা!

রমা। পালিও না বাবা। আচ্ছা বাবা, তুমি কি পারো না তোমার প্রতিহিংসা ভালবাসায় পরিণত করতে? আমি জানি, তিনি তোমার কোনও ক্ষতি করেননি। তবে?—

হরনাথ। ক্ষতি করেনি? আমার পাঁজরগুলো চুরমার ক'রে দিয়েছে, আর তুই বলছিস্ কি না—

রমা। তোরার কথার জবাব আমি দিচ্ছি। তোমরা এখন যাও। তবে একটা কথা মনে রেখো, পরের অনিষ্ট চিন্তার আগে ভগবানের দেওয়া নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা ক'রো,—এটা ভাল, কি মন্দ করছি। বুঝেছো? [জগবন্ধু ও শিশুর প্রস্থান] বাবা, হিংসার দ্বারা কোন ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না। আমার কথা তুমি ভেবো না, আমার জীবন আমি কাটিয়ে দেবো ভগবানের পায়ে মতি রেখে।

হরনাথ। আমি তো ভাবতেই পারি না মা,—আমার একমাত্র বংশের দুলালী,—সে থাকবে সংসার-বন্ধনের বাইরে। ওরে, সে তোকে যাদু ক'রেছে রে—সে তোকে যাদু ক'রেছে! মা, এখনও আমার কথা শোন্। বল, তুই কি চাস?

রমা। আমি যা চাইবো, তাই দেবে বাবা? তাহ'লে আমাকে দাও বাবা—তোমার ধন দৌলত। আমি দু'হাতে বিলিয়ে দিই দীন দুঃখীর মাঝে। তারা দু'বেলা পেট ভরে খেয়ে তোমারই গুণগান করুক।

হরনাথ। তাতেও আমি রাজি আছি মা, যদি তোর মত বদলাস। যদি তুই—

রমা। না বাবা, তা হবে না।

হরনাথ। তাহ'লে আমার বুকে যে আগুন জ্বেলেছে, তাকে আমি ক্ষমা কর্‌বো না কোনও দিন।

রমা তুমি ভুল বুঝে একজন নিরীহের ঘরে আগুন লাগিয়ে, তাকে দেশত্যাগী কর্‌বে, এ আমি বেঁচে থাকতে হ'তে দেব না। তিনি দেবতা; আমার জ্ঞানচোখ খুলে দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি পথের নির্দেশ, মেনে নিয়েছি তাঁকে গুরু ব'লে; তিনি আমায় মা

ব'লে ডেকেছেন। আমি পারবো না বাবা তাঁর অমর্য্যাদা করতে। তুমি ভুলে যাও বাবা তোমার "রমা" ব'লে কেউ কোনও দিন ছিল।

হরনাথ। ভুলে যাও বল্লেই কি ভুলতে পারা যায় মা! মা-বাপের স্নেহ কি এতই ক্ষুদ্র! তুই পারলি মা অম্লানবদনে এই কথা বলতে? আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো, তুই পারতিস্ মা, তার প্রাণে এই নিদারুণ দুঃখ দিতে?

রমা। এতে দুঃখ দেওয়া হ'লো কোথায়, তা তো আমি বুঝতে পারছি না।

হরনাথ। বুঝবি কেমন ক'রে মা। বাপের অন্তরের ব্যথা—তুই সন্তান হ'য়ে কেমন ক'রে বুঝবি মা—কেমন ক'রে বুঝবি? তোর যা ইচ্ছা তাই কর মা। তোর স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেবো না—বাধা দেবো না।

[প্রস্থান।

রমা। বাবা, তুমি কি বুঝবে আমার কথা। আমি কি চেয়ে ছিলাম, কি পেয়েছি। জিতেছি কি হেরেছি, তা ভগবানই জানেন।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ।

শিশুলাল ও জগবন্ধু।

জগবন্ধু। তাহ'লে শিশু, লোকে যা বলছে, তাই ঠিক?

শিশু। নিশ্চয়ই ঠিক, ওর বাপ চোদ্দ পুরুষ ঠিক। এই যে গ্রামে মহামারী—মড়ক—দুর্ভিক্ষ, সবই ঐ রামপ্রসাদের পাপে হচ্ছে।

জগবন্ধু। নিশ্চয়ই হচ্ছে, আলবৎ হচ্ছে। কই, তার মাই যদি থাকবেন, পারে না এসব প্রতিরোধ কর্‌তে?

নবীন ও লখাইয়ের প্রবেশ।

নবীন। কি বল্‌ছো দাদাঠাকুর, কার নামে কি ব'ল্‌ছো?

জগবন্ধু। বল্‌ছি, তোদের দেব্‌তার নামে। তোদের দেব্‌তার পাপেই আজ তোদের এত কষ্ট।

নবীন। দেবতার পাপে, না জমিদারের পাপে?

জগবন্ধু। তোর যে বড় লম্বা লম্বা কথা হ'য়েছে নব্‌নে। ভুলে গেছিস্ বুঝি সে দিনের সেই কথাগুলো, গায়ের দাগ মিলিয়ে গেছে বোধ হয়?

নবীন। গায়ের দাগ মিলিয়ে গেলেও, মনের দাগ এখনও মিলোয় নি। মিলুবে ঐ জমিদারের পতন হ'লে।

জগবন্ধু। মুখ সামলে কথা কথা বল্‌বি নবনে। জমিদারের নামে যা তা বললে—

নবীন। জমিদার কি তোমার বাবা-খুড়ো নাকি? যার জন্য তোমার এত দরদ! তার হ'য়ে একজন দেবতার নামে যা তা বলছো? মুখ খসে যাবে, তাঁর নামে যা-তা বল্‌লে।

জগবন্ধু। আমার মুখ খসে, কি তোদের মুখ খসে, সে পরে দেখা যাবে।

পরমেশ্বরীর প্রবেশ।

পরমেশ্বরী। হ্যাঁগা, তোমরা আমার বাবার নামে যা-তা ব'লছো কেন? বাবা তোমাদের কি ক'রেছে? তোমাদের বাড়া ভাতে কি ছাই দিয়েছে?

জগবন্ধু। ঐটুকু পুটকে মেয়ের কথা শুনেছ? দেব' অমনি থাব্‌ড়ে।

পরমেশ্বরী। দাও না, দেখি ঘাড়ে ক'টা মাথা। বাবা ফির্‌লে তোমাদের ঢিট ক'রে দেবে।

জগবন্ধু। তোর বাবার বাবা এলেও পার্‌বে না।

নবীন। যা মা, যা,—এদের সঙ্গে পারবি না। এরা হচ্ছে নেমক-হারাম বেইমানের দল।

পরমেশ্বরী। মা-মা, দেখো না, এরা আমার বাবার নামে কত কি বলছে।

[প্রস্থান।

নবীন। সাবধান দাদাঠাকুর, ওই মহাপুরুষের নামে তোমরা বদনাম ক'রো না বলছি।

জগবন্ধু। মহাপুরুষ—মহাপুরুষ! সেইজন্যই বুঝি মহাপুরুষ এ সময় গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছেন, পাছে লোকে এসে ধরে ব'লে? তিনি মহাপুরুষ যদি, আসুন না দেশের সুদিন ফিরিয়ে।

নবীন। দরকার হ'লে, তাও তিনি করতে পারেন। তাঁর সে ক্ষমতা আছে।

জগবন্ধু। দরকার এখনও হয়নি বুঝি? প্রত্যেক বাড়ীতে যখন শকুন উড়্‌বে, তখন বুঝি তার টন্‌ক নড়বে?

মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। প্রত্যেক বাড়ীতে শকুন উড়বার আগে, তোমার বাড়ীতে কবে শকুন উড়্‌বে, সে কথা কি তুমি বল্‌তে পার?

জগবন্ধু। মেনকা, তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয়! ঘরের বৌ হ'য়ে—

মেনকা। যে ঘরের বৌ হ'য়েছি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য বলেই মনে হয়।

জগবন্ধু। তোমার দুর্ভাগ্য, আমারও দুর্ভাগ্য। আমি এখন জান্‌তে চাই, তুমি রামপ্রসাদের এখানেই বসবাস ক'রবে—না আমার ঘরে ফিরে যাবে?

মেনকা। স্বামীর ঘর ছেড়ে—পরের ঘরে বাস ক'রবার ইচ্ছা জাগে না কোনও দিন। কিন্তু তোমার ব্যবহার আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। তোমার পায়ে ধরে ব'লছি, তুমি ফেরো, নিজের দোষে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না

জগবন্ধু। পা ছেড়ে দে পিশাচি! তোর ছোঁওয়া লেগে আমার ব্রাহ্মণত্ব চলে যাবে।

মেনকা। না—আমার ছোঁওয়া লেগে তোমার কিছুই যাবে না। আমি যে তোমার স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী; তোমার ধর্ম্মের অংশ গ্রহণ ক'রবো। তাই চাই না আমার স্বামী পাপের ভারে ডুবে নরকের অতল তলে তলিয়ে যাক্। তুমি ফেরো, এখনও সময় আছে।

জগবন্ধু। আমি চাই না—স্বর্গের স্বর্গ-পারিজাত, আমি চাই নরকের অতল তল দেখতে।

রমার প্রবেশ।

রমা। তা দেখ্‌বার আর বেশী দেরী নেই। তুমি আর আমার বাবা, দুজনেই এক নৌকোতে পার হবে।

নবীন। আমাদের ঠাকুর তো এদের কোনও অনিষ্ট করেনি—তবে ?

রমা। আমি তো তাই ভাবছি ভাই। কিন্তু এটা তোমরা মনে রেখো, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো—কোনও অঘটন ঘটতে দেবো না। যাও দিদি, তুমি ঘরে যাও। তবে এটা জেনো, ভগবান্ নীরবে এত অত্যাচার সহ্য করবেন না। [মেনকার প্রস্থান।

নবীন। ঠাকুর দেশ ছেড়ে যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রাণে আর শান্তি নেই মা। মনে হয়, আমরা যেন কি অমূল্য জিনিষ হারিয়েছি।

রমা। আমিও তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি বাবা। তাই আমি যাব ক'লকাতা থেকে তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে। যদি না পারি, জীবনে এ মুখ আর দেখাবো না এখানে। [প্রস্থান।

নবীন। নাও, আর বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না—মানে মানে সরে পড়। চল্ রে নথাই, চল। [উভয়ের প্রস্থান।

জগবন্ধু। গাইলে ভাল, মন্দ শোনালো না—কি বলিস্ শিশু ?

শিশু। সে যা বলেছ দাদাঠাকুর। চল এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পরমেশ্বরী সহ সর্ব্বাণীর প্রবেশ।

পরমেশ্বরী। মা, ওরা আমার বাবার নামে এসব বলছে কেন মা ?

সর্ব্বাণী। বলুক মা, বলুক। তবে এর মূলে আছে জমিদারের চক্রান্ত।

পরমেশ্বরী। কিন্তু তার মেয়ে—

গীতকণ্ঠে যোগমায়ার প্রবেশ।

গীত।

যোগমায়া।—

মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব ক'রলে হয় না মাতা,
যদি না বোঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন, যন্ত্রণা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,
এলো পুত্র গেলো কোথা।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র ও গোপালভাঁড়।

গীত।

ভারত।—

ওগো, ও মহারাজাধিরাজ!
তব নাম মুখে মুখে গাহি অনিবার।
তোমারি সুশাসনে গায় গান জনে জনে,
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমিই সারাৎসার॥
দেশে দেশে তব বাণী,
প্রচারিত হয় জানি,
মহিমা অপার তব—তব কথা কব কত,
দয়ার দান পেতে যে গো চাই তোমার॥

গোপাল। (গান শেষে মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল)

কৃষ্ণচন্দ্র। কি ব্যাপার গোপাল, আজ একেবারে এত ভক্তি!

গোপাল। না মহারাজ, কালকের ঘটনার পর আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, এ ভাবের রসিকতা আর কর্‌বো না। আমি তার জন্য বড় ব্যথা পেয়েছি।

কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি যে আমাকে এই ভাবে ঠকাবে, তা আমি ভাবতে

পারিনি। আমার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'তে আমি আনন্দে তোমার কাছে সংবাদ জানাতে এসে ভয়ানকই দুঃখ পেয়েছিলাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম,—গোপাল, আমার পুত্র-সন্তান হ'য়েছে, তুমি কিরূপ আনন্দিত হ'য়েছো? উত্তরে ব'লেছিলে—"কোষ্ঠ পরিষ্কার হ'লে যেরূপ অনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দ হ'য়েছে"।

গোপাল। আমি কি কিছু অন্যায় কথা ব'লেছিলাম মহারাজ?

কৃষ্ণচন্দ্র। তখন খুবই অন্যায় বলে মনে হ'য়েছিল। কিন্তু কালকের নৌকা বিহারে বেরিয়ে সে ভুল দূর হ'য়ে গেছে।

গোপাল। তবে মহারাজ? কথায় বলে না, হাগাতে নাই বাঘের ভয়। নৌকা বিহারে বেরিয়ে আপনার পায়খানা পেয়েছে, এই কথা জানাতে, চালাকী ক'রে নৌকা তীরে না ভিড়িয়ে, আর একটু—আর একটু ক'রে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। শেষে আপনার বেগ অসামাল হ'বার উপক্রম দেখে নৌকা তীরে ভেড়াতেই আপনি নদী-কিনারে পায়খানা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই "আঃ" সূচক সম্বোধনটী সহজেই বার ক'রেছিলেন আপনার মুখ থেকে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন। এতেই বুঝতে পারছেন, আমি রহস্য ক'রে যে কথা বলি, তা মিথ্যা হয় না?

কৃষ্ণচন্দ্র। সে আমি বুঝি গোপাল। কালকের সেই দুরবস্থার কথা মনে হ'লে, আমার গায়ে জ্বর আসে। এ দিনটী আমি জীবনে ভুলবো না।

ভারত। সেই কারণেই আপনার সভায় আলোর প্রয়োজন হয় না। আপনার গোপালই আপনার সভার আলো।

কৃষ্ণচন্দ্র। তা যা বলছো ভারতচন্দ্র, গোপাল ছাড়া আমি এক দণ্ড থাকতে পারি না।

গোপাল। আমার বৌ রহস্য ক'রে বলে, তুমি মহারাজের দ্বিতীয়-পক্ষ নাকি ? আমি বলি, দ্বিতীয় প্রথম—যা বল, তাই।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমার স্ত্রীও খুব বুদ্ধিমতি, গোপাল ?

গোপাল। হ্যাঁ, সে বুদ্ধির দৌড় আমি একদিন ভেঙ্গে দিয়েছি। আমাদের পাড়ার ঐ খ্যান্ত পিসি মহা কৃপণ, হাত দিয়ে জল গলে না। ম'লে পাঁচ ভূতেই খাবে সব। আমার বৌয়ের সঙ্গে একদিন তর্ক হ'লো। বৌ বল্‌লো, তুমি ওর কাছ থেকে একটা পয়সা বার কর দিকি। আমি বল্‌লাম, পয়সা কি, টাকা—টাকা বেরুবে। এই ব'লে পিসির দুয়ারে ধর্না দিলাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

কৃষ্ণচন্দ্র। তাই নাকি ? তারপর ?

গোপাল। পিসি ব'ল্‌লো, কি গোপাল, খোঁড়াচ্ছো কেন বাবা ? আমি ব'ল্‌লুম, কি জানি পিসিমা, ক'দিন পায়ের ব্যথাটা কিছুতেই যাচ্ছে না। কাল স্বপ্ন দেখেছি, তোমার হাতের রান্না খেলে আমার পা সেরে যাবে। তুমি রাজী হও পিসিমা, আমি কিছু বাজার ক'রে দিয়ে যাই। পিসি রাজী হ'লো। আমি লাউ আলু বেগুন পটোল টমেটো কিনে নিয়ে পিসির দরবারে হাজির হ'লুম।

কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর—তারপর কি হলো ?

গোপাল। পিসি বল্‌লে, বেশী দেরী করিস্‌নি, হাঁড়ী নিয়ে আমি বেশীক্ষণ বসে থাক্‌তে পার্‌বো না। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরে রামায়ণ গান শুনতে যাবো। আমি দেরী করলুম না। স্নান সেরে লক্ষ্মী ছেলের মতন গিয়ে হাজির হ'লুম। পিসি বল্‌লে, আয় বাবা, আয়! যত্ন ক'রে আসন পেতে ঠাঁই ক'রে খেতে দিল। দু'তিনটে তরকারীও রেঁধেছিল ; তার মধ্যে লাউঘন্ট প্রধান। খাওয়ার মাঝে পিসি এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লো, আর কি চাই বাবা ? আমি চীৎকার ক'রে বললুম,

লাউ-চিংড়ীটা, বেশ ভাল হ'য়েছে। আর একটু দাও পিসিমা। পিসি-মা আঁতকে উঠলো—দৌড়ে পাতের কাছে দেখ্‌তে এলো। দেখে, লাউয়ের সঙ্গে লাল লাল চিংড়ীগুলি পাতে শোভা পাচ্ছে। পিসিমা তো কান্নাকাটী সুরু ক'রে দিল,—কাউকে যেন বলিস্‌নি বাবা, তোকে এই দশটা টাকা দিচ্ছি। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, বামুনের ঘরের বিধবা—দেখিস্‌ বাবা, কাউকে যেন—। তার কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লাম, হরে মাধব—একথা কি কাউকে বলতে পারি! এই ব'লে পিসির কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে একেবারে বৌএর কাছে হাজির হ'লুম।

ভারত। কিন্তু, ঐ মাছ এলো কোথা থেকে?

গোপাল। বাজার থেকে আধ-পো চিংড়ী কিনেছিলুম। বাড়ীতে ভেজে পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলুম।

কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি একখানি রত্ন গোপাল, তুমি একখানি রত্ন! তোমার মাথার মূল্য এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

গোপাল। মহারাজ, একবার খপ ক'রে তরোয়ালটা দিন!

কৃষ্ণচন্দ্র। তরোয়াল কি হবে?

গোপাল। আমার মাথার দাম যদি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হয়, মাথাটা আপনার চরণে দিয়ে দিই; আমার বৌকে টাকাটা দিয়ে দিবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র। না গোপাল, তোমার মাথার বিনিময়ে এ উপহার দিতে চাই না। তোমার বিনা মাথাতেই এ উপহার পাবে তুমি আমার কাছে। তার সব বন্দোবস্ত আমি—

সহসা রমার প্রবেশ।

কৃষ্ণচন্দ্র। কে তুমি মা? কোথা থেকে আস্‌ছো?

রমা। কুমারহট্ট থেকে।

কৃষ্ণচন্দ্র। কুমারহট্ট? আমার গুরুভাই রামপ্রসাদের কি খবর?

রমা। তিনি আমার বাবার অত্যাচারে দেশত্যাগী।

কৃষ্ণচন্দ্র। কে তোমার বাবা?

রমা। জমিদার হরনাথ রায়।

কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি হরনাথের মেয়ে?

রমা। হ্যাঁ, মহারাজ। ঠাকুর মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মিত্তিরের বাড়ীতে কাজে লেগেছেন। আমি নিজে সেখানে যাবো—তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। কিন্তু আপনাকে বিচার ক'রে আমার বাবার যে শাস্তি হওয়া উচিত, সেই শাস্তি তাকে দিতে হবে। আর এই জমিদারী চালানর ভার ঐ ঠাকুরের উপর দিতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। বেশ মা, আমি সুবিচার করবো—হরনাথকে যোগ্য শাস্তি দিয়ে, রামপ্রসাদকেই জমিদারীর ভার দেবো। এতে তুমি সুখী হবে মা? তোমার পিতা জমিদারীচ্যুত হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে—

রমা। এ ছাড়া বাবার মুক্তির দ্বিতীয় পথ নেই মহারাজ। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আসি মহারাজ। আমি এখনই কলকাতায় রওনা হবো। ঠাকুরের ফেরার আসায় সবাই পথ চেয়ে আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র। এসো মা! মা ভবতারিণী তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। [রমার প্রস্থান] চলো গোপাল, জমিদার হরনাথের বিচার ক'রে, যোগ্য লোকের হাতে জমিদারীর ভার দিতে হবে। চলো, কুমারহট্টে যাবার আয়োজন করবো চল।

[প্রস্থান।

গোপাল। আমাকে ছাড়া তুমি কোনদিন চলোনি—চলবে না—চলতে পারবে না।

[প্রস্থান।

ভারত। তোমরা যে, উভয়েই হরিহর আত্মা—এক মন, এক প্রাণ। তোমাদের বিচ্ছেদ অসম্ভব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গাচরণ মিত্রের বাটী।

দুর্গাচরণ ও রামপ্রসাদ।

দুর্গাচরণ। গাও প্রসাদ, তুমি মায়ের নাম গাও। আমি প্রাণ-ভরে শুনি।

গীত।

রামপ্রসাদ।—

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতা-যুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা ব'লে, ত'রে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কু-পুত্র অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখনো তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, যেন অন্তে থাকি পদানত॥

দুর্গাচরণ। ধন্য—ধন্য প্রসাদ, তোমার গান শুনে আজ আমি ধন্য!

রাম। এ সবই মায়ের ইচ্ছা। মাকে ছাড়া ছেলে থাকতে পারে না। মা আমার সদাহাস্যময়ী।

দুর্গাচরণ। তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছো প্রসাদ। আমার বড় দম্ভ ছিল আমাদের এই মদনমোহনকে নিয়ে। কিন্তু, তুমি প্রমাণ ক'রে দিয়েছ—কৃষ্ণ কালী ভিন্ন নয়। আমি ভাবতাম, আমার মদন-মোহনই বড়, কিন্তু তুমি প্রমাণ ক'রে দিয়েছ, পুরুষ আর প্রকৃতি ভিন্ন নয়।

রাম। ভিন্ন কি ক'রে হবে বলুন! শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার কলঙ্ক মোচন করতে বাঁশী ছেড়ে অসি ধ'রেছিলেন,— এ কথা তো মিথ্যা নয়! এ তো মানুষের মনগড়া জিনিষ নয়,—যেমনি হোক্ সাজিয়ে নিলাম। এ হ'লো দেবতার লীলাখেলা। তিনি যখন যে লীলা করেন, সেই লীলার কাহিনী মানুষের মাঝে প্রচারিত হয়।

দুর্গাচরণ। ধন্য—ধন্য তোমার শিক্ষা প্রসাদ! তোমার আচরণে মনে হয়, তুমি মানুষ নও, দেবতা। তোমার মুখের অমৃত বাণী শুনতে আমার বড় ভালো লাগে প্রসাদ; আমার ইচ্ছা, তুমি এখানে যুগ-যুগ ধরে থাক। তোমার সাহচর্য্য পেয়ে আমার লোকেরা ধন্য হোক্। তুমি এক কাজ কর প্রসাদ। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রী কন্যাদের এখানে নিয়ে এসো। তোমার কোন অভাব হবে না। মায়ের আদরে তাঁরা স্থান পাবেন।

রাম। আপনার মহানুভবতা কখনও ভুলবো না; কিন্তু আদেশ পালনে আমি অক্ষম।

দুর্গাচরণ। কেন প্রসাদ, আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পার না?

রাম। তা যদি ব'লি, আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে। তাদের

এখানে আনার বিশেষ অসুবিধা আছে। কারণ, বাড়ীতে আমার মা আছেন—নিত্য তাঁর পূজা হয়।

দুর্গাচরণ। তোমার মা রয়েছেন, এ কথা তো কোনও দিন বলোনি।

রাম। তিনি শুধু আমার মা নন্, সবাইয়ের মা—বিশ্বজননী। মা—মা, মাগো!

দুর্গাচরণ। তুমি আমাকে কথা দাও প্রসাদ, আমাকে না জানিয়ে তুমি চলে যাবে না।

রাম। দেখুন, আপনার আমার মাঝে যে পরিচয়, সে পরিচয় তো চিরদিন থাক্‌বে না। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কর্‌তে এসেছি, কর্ম্ম শেষ হ'লেই চলে যেতে হবে।

দুর্গাচরণ। তুমি চলে গেলে আমার তুলসীদাসের কি হবে প্রসাদ? আমি যে তার শিক্ষার ভার—

তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসী। বা রে! কাকাবাবু, তুমি এখানে, আমি তোমাকে সারা-বাড়ী খুঁজছি?

দুর্গাচরণ। বাবা তুলসি, তোমার এত তাড়া কিসের?

তুলসী। বা রে, কাকাবাবু মহাভারতের গল্প বল্‌ছিলেন! এখনও শেষ হয়নি যে—

দুর্গাচরণ। তাই নাকি? তার গল্প আমাকে কিছু শোনাতে পার্‌বে?

তুলসী। সব না পারলেও কিছু কিছু পারবো। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুই ভাই, হস্তিনাপুরের রাজা। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, তার একশত ছেলে; আর পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে, যথা—

দুর্গাচরণ। বেশ—বেশ, থাক বাবা। এখন কোনখানটায় শুনছ ?

তুলসী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিয়ে কোথায় যুদ্ধ করতে গেছে; কোথায়—কোথায় কাকাবাবু ?

রাম। সংসপ্তক রণে।

তুলসী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐখানে। তখন কুরুরা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। রাজা যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে পাঠাচ্ছে, উত্তরা বারণ করছে। অভিমন্যু অনেক বুঝিয়ে যুদ্ধে চলে গেল। তারপর—তারপর কি হ'ল ?

রাম। তারপর, তারপর অভিমন্যু যুদ্ধ করলো—এক একজন ক'রে সবাইকে হারিয়ে দিল।

তুলসী। বাঃ, বেশ হ'লো; অভিমন্যু বীর বটে !

রাম। কিন্তু শেষে অভিমন্যু যুদ্ধে হেরে গেল—রণক্ষেত্রে প্রাণ হারালো।

তুলসী। একি ! এই বললে কাকা, জিতলো—

রাম। হ্যাঁ বাবা, জিতেছিল। পরাজয়ের গ্লানি মেটাতে .তারা সাতজনে জোট বেঁধে—তাকে মেরে ফেললো।

তুলসী। ওঃ, এত নিষ্ঠুর তারা !

রাম। হ্যাঁ বাবা, এই নিষ্ঠুরতা না দেখালে যে মহাভারতের সৃষ্টি হ'তো না। এ সবই সেই লীলাময়ের লীলা।

[নেপথ্যে :—রমা। ঠাকুর—ঠাকুর—]

রাম। কে ?—কে ডাকে আমাকে ?

রমার প্রবেশ।

রমা। তোমার ঘরে তুমি ফিরে চলো ঠাকুর। আর কতদিন এমনি ক'রে এখানে পড়ে থাকবে ?

তুলসী। আমরা ওকে ছাড়্‌লে তো? তুমি কে গা, আমার কাকাবাবুকে নিতে এসেছো?

রাম। তুলসীদাস, তুমি একটু চুপ কর বাবা। আচ্ছা মা, তুমি কার অনুরোধে আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছো?

রমা। আমি এসেছি—আমার বিবেকের তাড়নায় বাবা। তুমি ফিরে না গেলে—

রাম। আমি কে মা, যে; আমি ফিরে গেলেই—

রমা। তুমি কে, তা জানি না ঠাকুর। তবে এইটুকু জানি, তোমার অদর্শনে দেশে আজ মহামারী লেগেছে। তোমার চোখের জল প'ড়ে দেশ আজ শ্মশান হ'তে বসেছে। আমি এসেছি তাদেরই প্রতিভূ হ'য়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তুমি যদি ফিরে না যাও,—তবে আমিও কথা দিয়ে এসেছি ঠাকুর, জীবনে এ মুখ আর দেখাবো না তাদের সাম্‌নে। তুমি কথা দাও ঠাকুর, মুখ ফিরিয়ে থেকো না। একজনের ভুলে তুমি দেশের এ বিপদ ডেকে এনো না।

রাম। আমি তো জীবনে কোনও দিন কারুর অমঙ্গল চিন্তা করিনি মা। তবে কেন হ'লো এসব? আমি চাই, সবাই সুখে থাকুক। তাদের সুখেই আমার সুখ।

রমা। তাই যদি চাও, তাহ'লে চলো ঠাকুর, আমি তোমার যাবার সব আয়োজনই ক'রে এসেছি। চল—চল ঠাকুর।

তুলসী। কাকাবাবু, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? আমরা কি দোষ ক'রেছি—কাকাবাবু?

রাম। তোমরা তো কোনও দোষ করনি বাবা।

তুলসী। তবে কেন যাবে? তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, তুমি চলে যেও না।

দুর্গাচরণ। এতক্ষণ আমি কোনও কথাই কইনি ঠাকুর, নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম—মাতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব। আমার কি সাধ্য যে, তোমাকে ধরে রাখি। আমি জানি, তুমি থাকবার জন্য আসনি—তুমি চলে যাবে। তবে যাবার আগে কথা দিয়ে যাও, প্রয়োজন হ'লে তুমি আবার আস্‌বে এখানে।

রাম। আপনাদের সুখ স্মৃতি অন্তরে গেঁথে—এখান থেকে বিদায় নিলেও, সেই স্মৃতির টানেই আমাকে আবার এখানে আস্‌তে হবে। চলো মা, চলো। বিদায়—বিদায়—

গীত।

রামপ্রসাদ।—

মা-মা ব'লে আর ডাকবো না।
তারা, দিয়েছো দিতেছো কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশি,
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব,
　　মা ব'লে আর কোলে যাব না॥
ডাকি বারে বারে মা—মা বলিয়ে,
মা কি র'য়েছে চক্ষু-কর্ণ খেয়ে,
মাতা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
　　মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না।
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের এ কি সূত্র,
মা হ'য়ে হ'লি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি,
　　দিবি দিবি পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা॥

[গাহিতে গাহিতে রমা সহ প্রস্থান।

তুলসী। বাবা, কাকাবাবু যে সত্যি সত্যি চলে গেল। ওকে ধরে রাখতে পারলে না বাবা?

দুর্গাচরণ। ওরে, উনি যে অসাধারণ পুরুষ—মহামানব। আমরা ক্ষুদ্র মানব হ'য়ে ওঁকে ধরে রাখতে পারি? চল বাবা, চল—অলিন্দ থেকে ওদের যাত্রাপথ দেখে চক্ষু সার্থক করিগে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাচারী বাটী।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, গোপালভাঁড় ও পিয়ারীলাল।

কৃষ্ণচন্দ্র। তাহ'লে প্রজাদের কাছে যা অভিযোগ শোনা গেল, সবই সত্য? কি বলো গোপাল।

গোপাল। আমি আর কি বল্‌বো বলুন রাজামশাই। তবে জানি, গরীবরা বড়লোকদের তুলনায় শতকরা নিরানব্বইটা সত্যকথা বলে। কি বলেন নায়েব মশাই?

পিয়ারী। আজ্ঞে, তা যা ব'লেছেন। আমিও জমিদার বাবুকে অনেক বুঝিয়েছি; কিন্তু কোন ফল হয়নি।

কৃষ্ণচন্দ্র। হরনাথের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে, তা আমি ধারণাই করতে পারি না গোপাল।

গোপাল। আজ্ঞে, পতন চিরকাল অধঃ লোকেরই হয় রাজা।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমাদের উচিত ছিল, এসব ব্যাপার আগে আমায় জানানো।

পিয়ারী। ভেবেছিলাম, উনি নিজের ভুল পরে বুঝতে পারবেন। সেই ভেবে—

গোপাল। ভাবনা যদি একটু কম ভাবতে, তাহ'লে হিসেব-নিকেশ অনেক আগেই হ'য়ে যেত। বেশী ভেবে এতদূর গড়াচ্ছে।

পিয়ারী। আজ্ঞে, তা যা ব'লেছেন।

জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। আমাকে ডেকেছেন ?

কৃষ্ণচন্দ্র। কে তুমি ?

জগবন্ধু। আজ্ঞে, আমি জগবন্ধু।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমায় চিনি না, তুমি যেতে পার।

গোপাল। রাজা, আমার একটু প্রয়োজন আছে ব'লে ডেকেছি।

কৃষ্ণচন্দ্র। এর সঙ্গে আবার তোমার কিসের প্রয়োজন ? তুমি যেখানে যাবে, একটা না একটা ঝঞ্ঝাট পাকাবে।

গোপাল। ঝঞ্ঝাট ব'লে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে রাজামশাই! এঁকে চিনতে পারছেন না। ইনিই সেই মহাকবি—জগবন্ধু কাব্যস্মৃতি ব্যাকরণ তীর্থ। এঁরই সেই একশত খানা হাতে লেখা সঙ্গীত আপনি পাঁচশত টাকায় কিনেছিলেন। মনে পড়ে কি, এই মহাপুরুষের কথা ?

কৃষ্ণচন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

গোপাল। কিন্তু এর ভিতর একটা রহস্য রয়েছে—দয়া ক'রে চুপ ক'রে বসুন। (খাতা বাহির করিয়া) আচ্ছা, এ গানগুলি আপনি নিজেই রচনা ক'রেছেন ?

জগবন্ধু। সে তো অনেক দিনের ঘটনা! সে কথা আজ কেন?

গোপাল। প্রয়োজন আছে। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? শুধু জবাব দিয়ে যান। বলুন?

জগবন্ধু। হ্যাঁ।

গোপাল। আচ্ছা, এ হস্তলিপি কি আপনার?

জগবন্ধু। আজ্ঞে, হ্যাঁ— না—না—

গোপাল। আপনার গান—আপনার নামে—অন্য লোকের কাছে লিখিয়ে নিলেন?

জগবন্ধু। আজ্ঞে না, তা হবে কেন? তাড়াতাড়ি হবে ব'লে আমি বলে গেছি, আর একজন লিখেছে।

গোপাল। সে লোকটী কে?

জগবন্ধু। আজ্ঞে—শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য।

গোপাল। তাকে হাজির করতে পারেন?

জগবন্ধু। আজ্ঞে, তিনি গঙ্গালাভ ক'রেছেন।

গোপাল। আমি জানি। আচ্ছা, আপনি পারেন—এই ধরণের একখানা গান লিখে দিতে? একশো টাকা পাবেন একখানা গানে।

জগবন্ধু। আজ্ঞে, এখন আর চর্চা-টর্চা নেই—সব ভুলে গেছি। আর—সব সময় কি লেখা বেরোয়?

গোপাল। কোন সময়ে লেখা বেরুবে?

জগবন্ধু। সকাল বেলা—সন্ধ্যা বেলা—

গোপাল। বেশ, আজ সন্ধ্যায় এইখানে বসেই একখানা গান লিখে দাও। পারবে? চুপ ক'রে কেন?

জগবন্ধু। আজ্ঞে, তবে—আমি বলছিলাম কি—দিন দুই আমাকে সময় দিলে—

গোপাল। রামপ্রসাদের কাছ থেকে গান লিখিয়ে আন্‌বে। এনে বল্‌বে, এ তোমার লেখা গান।

জগবন্ধু। না বাবু, আমি মিথ্যে বলি না।

গোপাল। খবরদার, আমি যা বললাম, তা সত্য কি না, কথার জবাব দাও; তোমার স্ত্রীর মুখে আমি সমস্ত ঘটনা শুনেছি। যদি প্রমাণ করতে চাও, তাহ'লে—

জগবন্ধু। না, প্রমাণের আর দরকার নেই রাজামশাই। এ গান সত্যই রামপ্রসাদের, পঞ্চাশ টাকায় আমাকে বিক্রি ক'রেছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র। তাই নাকি? এ লোকটা তো মহাশয়তান!

গোপাল। হ্যাঁ, সেই কারণেই আমি ঠিক ক'রেছি, ওর যা সম্পত্তি --টাকাকড়ি, সব ওর স্ত্রীর নামে করিয়ে দেবো।

জগবন্ধু। ওরে বাপরে! তাহ'লে আমি কি করবো?

গোপাল। তুমি অবশ্য খাবে-দাবে—হাত-খরচা পাবে মাসে পনের টাকা। কি বলেন রাজামশাই?

কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি যা কর্‌বে, তার উপরে আমার আর কি বল্‌বার আছে গোপাল?

গোপাল। যাও, তুমি এখন যেতে পার। আজই সব বন্দোবস্ত হবে। আর সাবধান, স্ত্রীর উপর অত্যাচার আর যেন শুনতে না পাই! যদি শুনি, রাজার বাড়ীর ঠাণ্ডাঘরের নাম শুনেছ? সেই ঠাণ্ডাঘরের ব্যবস্থা হবে, বুঝলে?

জগবন্ধু। আজ্ঞে, হুজুর। [প্রস্থান।

কৃষ্ণচন্দ্র। গোপাল, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে পারছি না; বাস্তবিকই তুমি বুদ্ধিমান।

গোপাল। দাঁড়ান—দাঁড়ান রাজা। আমার খাতাতে তারিখ—

সময়টা টুকে রাখি। আজ মঙ্গলবার—১৫ই মাঘ, সময়—বেলা আন্দাজ —সাড়ে তিন ঘটিকা, "রাজা মহাশয় বলিলেন, বুদ্ধিমান"। সাক্ষী— পিয়ারীলাল।

সহসা হরনাথের প্রবেশ।

কৃষ্ণচন্দ্র। এই যে, হরনাথ। তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ শুন্‌লাম, সে বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে? তোমাকে তোমার বক্তব্য বলবার অবাধ স্বাধীনতা দিচ্ছি। তুমি বলতে পারো।

হরনাথ। আমার বলবার মত কিছু নেই। যদি কিছু থাকতো, তাহ'লে বিচারপ্রার্থী হ'য়ে আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাড়াতাম না। আমি আজই চলে যাব এখান থেকে। আমি দেখতে চাই, ভগবান আমাকে কতদূরে নিয়ে যান। আপনি যোগ্যজনে জমিদারীর ভার দিয়ে জমিদারী চালান। আমার এতে কোনও ক্ষোভ নেই। তবে দুঃখ এই, শাসন করতে বসে, কেন যে কু-শাসনের প্রয়োজন হ'য়েছিল, তা একমাত্র আমিই জানি—আর কেউ জানে না। যদি দিন পাই, কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নেবার ব্যবস্থা করবো। আচ্ছা, আমি আসি তাহ'লে। নমস্কার গ্রহণ করুন রাজা। [প্রস্থান।

কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু কই—রামপ্রসাদ তো—

রমা সহ গীতকণ্ঠে রামপ্রসাদের প্রবেশ।

গীত

রামপ্রসাদ।—

আমি ক্ষ্যাপার খাস্‌-তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥

চেনো না আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা-মার দরবারে থাকি,
অভয় পদের বই রে বোঝা॥
ক্ষোপার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুখা হাজা।
দেখ, বালি চাপা সিকস্তী নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, ব'য়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে, যে পদে ও-পদ পেয়েছ, জান না সেই পদের মজা॥

কৃষ্ণচন্দ্র। ধন্য—ধন্য তুমি রামপ্রসাদ! তোমার গান শুনে আজ ধন্য হ'লো সকলে। নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে থাকা কি শোভা পায় রামপ্রসাদ? মিছে কেন অভিমান? তোমার জন্য কারুর প্রাণে শান্তি নেই। তোমার কাহিনী শুনে আমাকেও ছুটে আসতে হ'য়েছে প্রতিকারের আশায়। জমিদার হবনাথ জমিদারী ছেড়ে চ'লে গেছে। আমার ইচ্ছা, তুমি এই জমিদারীর ভার নিয়ে জমিদারী চালাও।

রাম। (স্বগত) মা, এরা আমায় লোভ দেখাচ্ছে—কুঁড়েঘর থেকে রাজ-অট্টালিকায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। বলতো মা, তোর কি মত? দিনকতক রাজভোগ খাবো? বেশ আনন্দে কাটাবো? হ্যাঁ, আমি জানি, তোর অমনি রাগ হবে। ওরে, না—না—

রমা। তুমি চুপ ক'রে আছ কেন ঠাকুর! কথার জবাব দাও, আমাদের আশা—

কৃষ্ণচন্দ্র। রামপ্রসাদ, তোমার এতে দ্বিধা করবার কিছু নেই। আমরা অযোগ্য লোককে কাজের ভার দিইনি।

রাম। লোকের বাইরের আবরণ দেখে যোগ্যাযোগ্য বিচার হয় না রাজা।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমার মনের অভিপ্রায় তুমি বলো প্রসাদ।

রাম। অভিপ্রায়? যে প্রস্তাব আপনি ক'রেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অন্যজনে এ ভার দিন। আমার কুঁড়েঘর—এই আমার স্বর্গ। আপনি যদি প্রজাদের মঙ্গল চান, তাহ'লে দেশের রাস্তা ঘাটের সুবন্দোবস্ত করুন। রোগী যাতে ঔষধ পথ্যের অভাবে মারা না যায়, তার দিকে দেখুন; দেশে ভাল জলাশয় নেই, ভাল জলাশয় প্রতিষ্ঠা করুন; গাঁয়ের চাষী ভায়েরা শিক্ষার অভাবে তাদের পিতৃ-পুরুষদের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে আছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ক'রে তাদের প্রকৃত মানুষ ক'রে তুলুন। দেশে জলের অভাবে—যাতে চাষ আবাদের ক্ষতি না হয়, তার বন্দোবস্ত করুন।

কৃষ্ণচন্দ্র। এ তো সবি পরের জন্য চাইছো। তোমার নিজের জন্য কিছু চাই না?

রাম। ঐ আমার নিজের চাওয়া। আপনি যাকে পর বলছেন রাজা, তারাই আমার আপনার।

কৃষ্ণচন্দ্র। বেশ, আমার বাসনা, মায়ের জন্য একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠা করবো। তুমিই হবে তার পূজারী; আর পূজার খরচা—সবই চল্‌বে জমিদারীর আয় থেকে। এতে অমত কর্‌লে চলবে না।

রমা। না—না, মা তো ওঁর একার নন্‌, উনি যে জগৎজননী।

কৃষ্ণচন্দ্র। চল রামপ্রসাদ, বহুদিন তুমি তোমার মায়ের পূজা করনি। মহাসমারোহে মায়ের পূজার আয়োজন করবে চলো। চল গোপাল, চলো—মা মহামায়ার পূজা দেখবে চলো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

জগবন্ধুর প্রবেশ।

জগবন্ধু। হায়—হায়—হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো! আমার সাজানো ঘর-সংসার ঝড়ো-হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? আমি এখন কি করি? বৌয়ের হাততোলা মাসোহারায় জীবন কাটাতে হবে? দুত্তোর জীবনের নিকুচি ক'রেছে! এমন জীবন থাকলেই বা কি, আর—না থাকলেই বা কি?

নবীনের প্রবেশ।

নবীন। কি দাদাঠাকুর, কি খবর? শরীর গতিক সব ভাল তো? দিনগুলো কাটছে কেমন?

জগবন্ধু। ত্মাখ নব্নে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্নে বলছি, ভাল হবে না। একে মরছি নিজের জ্বালায়—

নবীন। কেন—কেন? কি হ'লো দাদাঠাকুর?

জগবন্ধু। সব জেনেশুনে ন্যাকামি করিস্নে নব্নে।

নবীন। মাইরি বলছি—সত্য বলছি। কি—কি, হ'য়েছে কি?

জগবন্ধু। হ'য়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। রামপ্রসাদের গান-গুলো রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে আমার লেখা গান ব'লে পাঁচশো টাকায় বেচেছিলুম।

নবীন। তাই নাকি? তারপর?

জগবন্ধু। আমার সোহাগের বৌ হ'লো এর কাল। রাজার কাছে সব জানিয়ে দিয়েছে। রাজা বিচার ক'রে—

নবীন। কি সাজা দিয়েছেন ?

জগবন্ধু। বিষয়-আষয় টাকাকড়ি গয়নাগাঁটী সব বৌয়ের নামে ক'রে দিয়েছেন, আর হাত-খরচার বন্দোবস্ত হ'য়েছে মাসে পনের টাকা।

নবীন। বাঃ—বাঃ, বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে! মা কালী এত-দিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

জগবন্ধু। আমার এই অবস্থা দেখে তোর আনন্দ হচ্ছে ?

নবীন। হবে না কি গো দাদাঠাকুর! তুমি যে অনেকের সর্ব্বনাশ ক'রেছ—অনেকের চোখের জল ফেলিয়েছ। অমন দেবতার মত লোককে গাঁ-ছাড়া করিয়েছিলে।

জগবন্ধু। আমি গাঁ-ছাড়া করিয়েছি, কোন্ ব্যাটা বলে ?

নবীন। কোন ব্যাটা না বললেও, এই ব্যাটা বলছে। তুমি ঠাকুরের ঘরে আগুন লাগাবার বন্দোবস্ত করোনি ?

জগবন্ধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ; কিন্তু জমিদার বাবুর হুকুমে—

দীনহীন বেশে হরনাথের প্রবেশ।

হরনাথ। মিথ্যেকথা বললে, জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

জগবন্ধু। না-না, মিথ্যে—মিথ্যে, আমিই—

হরনাথ। ব্যস, আর কথা নেই।

নবীন। জমিদার বাবু, এ কি চেহারা আপনার!

হরনাথ। আমি আর জমিদার নই রে, আমাকে আর জমিদার ব'লে পরিহাস করিসনি। আমি এখন তোদেরই সামিল।

নবীন। না-না, ওকথা বলবেন না জমিদার বাবু, আপনি—

হরনাথ। জমিদার জমিদার ব'লে মাথা গরম ক'রে দিসনি নবীন। আমার সব গেছে, আমি এখন পথের ভিখারী।

জগবন্ধু। আমারও সেই অবস্থা জমিদার বাবু, আমার বউ এখন সব সম্পত্তির মালিক।

হরনাথ। তোমার তো তবু বউ আছে। কিন্তু আমার?

জগবন্ধু। কেন, আপনার মেয়ে—মা রমা?

হরনাথ। রমা? রমা আমার কেউ নয়। রমা আজ দেশের লোকের মাথার মণি।

জগবন্ধু। আমার বৌএর ঠিক তাই অবস্থা। সে এখন গ্রামের মোড়লনী। কেন এমন সব অঘটন ঘটলো বলতে পারেন?

নবীন। অঘটন কিছুই নয় দাদাঠাকুর, এটা হচ্ছে কালের স্বধর্ম্ম। তোমরা যাকে দূর-ছাই ক'রেছিলে, সেই ঠাকুর যে একজন মহাপুরুষ, এবার কি বুঝতে পারছো? তিনি আমাদের মত পাপীতাপীদের তরাবার জন্যই এসেছেন। তোমরা কিনা সেই মহাপুরুষকে—

হরনাথ। আচ্ছা নবীন, প্রসাদ ঠাকুর সত্যি সত্যি মহাপুরুষ?

নবীন। কি বলছেন বাবু! তাঁর কার্য্য-কলাপে এখনও কি সন্দেহ আছে তিনি মহাপুরুষ কিনা? দেশের সকলেই তাঁর শরণাপন্ন, শুধু আপনারা দু'জন ছাড়া। তাঁর ভিতর কিছু না থাকলে বাংলার নবাব মুক্তার হার উপহার দিতে আসতেন না। বাগবাজারের দুর্গাচরণ মিত্তির —রাজা কৃষ্ণচন্দ্র—

হরনাথ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমরা ঠিক ব'লেছ। মনে হয়, প্রসাদ ঠাকুরের কিছু ক্ষমতা আছে।

নবীন। কিছু কি জমিদার বাবু, বিশেষ ক্ষমতা আছে; আপনার মেয়েই তার প্রমাণ।

হরনাথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছ—ঠিক ব'লেছ। আমার রমা মা তারই মন্ত্রে দীক্ষিত। তার ভিতর এমন কিছু গুণ না থাকলে, আমার রমাই বা সব কিছু ছেড়ে ওই পথের পথিক হবে কেন? ওঃ— কি ভুলই ক'রেছি! আমি এতদিনে তার স্বরূপ মূর্ত্তি চিনতে পারলুম না, আর রমা—

নবীন। রতনেই রতন চিনে জমিদার বাবু, আপনি—

হরনাথ। ঠিকই ব'লেছ নবীন, তুমি ঠিকই ব'লেছ, আমি এতদিন ভুলপথেই চলেছি। সে ভুলের সংশোধন কি হবে?

নবীন। কেন হবে না। আপনি যান তাঁর দুয়ারে, তিনি সাদরে বুকে তুলে নেবেন।

গীতকণ্ঠে বৈরাগীর প্রবেশ।

গীত।

বৈরাগী।—

দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে, ওরে অবোধ মন।
সারাজীবন অনুতাপে জ্বলবি কতক্ষণ॥
মনের কালি দূর হবে রে মায়ের শরণ নিলে,
মায়ের ছেলে দরাজ বুকে নেবেন কোলে তুলে,
তাই বলি, ভক্তিভরে যাও রে ছুটে, নাও তারই শরণ॥

[প্রস্থান।

হরনাথ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি যাব—আমি যাব; পাপের স্খালন করতে তার কাছেই আমার যেতে হবে। তা না হ'লে আমার মুক্তি নেই—মুক্তি নেই। [প্রস্থান।

নবীন। কি গো দাদাঠাকুর, তুমি কি করবে?

জগবন্ধু। কি আর করবো? গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে এ জীবন বিসর্জ্জন দেবো।

মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। আত্মহত্যা ক'রে লাভ?

জগবন্ধু। বাঁচবার প্রয়োজন নেই ব'লে।

মেনকা। তোমার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে।

জগবন্ধু। তোমার আবার কিসের প্রয়োজন? তুমি বিধবা হবে, এই যা।

নবীন। কি বলছো দাদাঠাকুর! কি যা-তা বলছো? সতী সাধ্বী স্ত্রীর কথা শোনো, ওর কথা ঠেলো না। অমন দুর্দ্দান্ত জমীদারের যখন মোহ কেটেছে, তোমার মোহও কাটিয়ে ফেল। এতে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না।

[প্রস্থান।

জগবন্ধু। আমার যা ভাল ছিল, সব হ'য়ে গেছে; এখন মন্দের পালা। আমার বরাত মন্দ, তাই—

মেনকা। ছাখো, তুমি আমার কথা শোন। তোমার সব কিছুই তুমি ফিরে পাবে আমার কথামত চললে।

জগবন্ধু। কি বলতে চাও তুমি?

মেনকা। আমার বক্তব্য আর কিছু নয়। তুমি চলো, ঠাকুরের পায়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে চলো।

জগবন্ধু। ঠাকুর আমাকে ক্ষমা করবে কেন? আমি যে তার উপর—

মেনকা। অনেক কিছুই অন্যায় ক'রেছ। তবুও আমি বলছি, ক্ষমা তুমি পাবেই পাবে। চলো, আর দ্বিধা ক'রো না। যে গুরু অপরাধ ক'রেছ, তার স্খালন করতে ছুটে চলো আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে আর নরকে ডুবতে দেবো না।

জগবন্ধু। পারবে—পারবে, পারবে তুমি মেনকা আমাকে নরক থেকে তুলতে!

মেনকা। তাঁর কৃপা হ'লেই পারবো। চলো, লগ্ন বয়ে যায়। সেই মহাপুরুষের শরণ নিয়ে তাঁরই চরণে লুটিয়ে পড়ো। দেখবে, আমার কথা ঠিক কিনা।

জগবন্ধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক মেনকা, ঠিক—তোমার কথাই ঠিক। আমি তোমার কথাই শুনবো—তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইবো। বলবো—আমার দোষ ত্রুটি তুমি নিজগুণে ক্ষমা করো। চলো মেনকা, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।

মেনকা। আমি তো সর্ব্বদাই প্রস্তুত স্বামি। চলো—চলো—

[জগবন্ধুর হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

রামপ্রসাদের বাটী।

পূজা হইতেছে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে; লোক জনের সমাগম কোলাহল শোনা যাইতেছে, রুক্ষ চুল ও ছিন্নবসন পরিহিত হরনাথ প্রবেশ করতঃ পরমেশ্বরীকে দেখিয়া বলিল।

হরনাথ। খুকি, প্রসাদ ঠাকুর বাড়ীতে আছে কিনা ব'ল্‌তে পারো?

পরমেশ্বরী। বাবা তো মহা ঘটা ক'রে আজ মায়ের পূজো করছেন। আজ দলে দলে কত লোক আস্‌ছে তুমি কিছু জানো না? বাড়ীর ভেতরে চল, খেতে পাবে।

হরনাথ। খেতে পাবো, না? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি খেতে চাই। ক'দিন পেটে কিছু পড়েনি। তুমি দাও না মা, ঠাকুরকে একবার ডেকে; এইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বো।

পরমেশ্বরী। আচ্ছা, এইখানেই বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

হরনাথ। আমার চেহারা দেখলে কেউ আর চিনতে পারবে না। বাঃ, কি পরিবর্ত্তন! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হ'য়েছে ভগবান? না হ'য়ে থাকে তো, কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নাও। আমি যে মুখে

মহাপুরুষের নামে বদনাম রটিয়েছি,—আমার সেই মুখ যেন চিরতরে বিকৃত হ'য়ে যায়।

গীতকণ্ঠে রামপ্রসাদের প্রবেশ।

গীত।

রামপ্রসাদ।—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালীনাম মহামন্ত্র, আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গা নাম কিনে এনেছি॥
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ ক'রেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে,
দেখাব তাই ভেবে আছি॥
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন,
তাদের ঘরে দূর ক'রেছি।
রামপ্রসাদ বলে এবার আসি,
যাত্রা ক'রে বসে আছি॥

হরনাথ। ঠাকুর—ঠাকুর—

রাম। কে—কে? কে ডাকে আমায়? জমিদারবাবু! একি চেহারা হ'য়েছে!

হরনাথ। আমি বুঝতে পারিনি—তোমাকে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো ঠাকুর?

রাম। আমার কাছে তো তুমি কোনও অন্যায় করোনি। যদি

কিছু ক'রে থাকো তো, মায়ের চরণে ক্ষমা চাও—মা তোমায় ক্ষমা ক'রবেন।

হরনাথ। মায়ের চরণে ক্ষমা চাইবার আমার অধিকার নেই; আমি যে মহাপাপী—মায়ের মুখের দিকে আমি চাইতেই পারবো না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার হ'য়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চাও ঠাকুর।

রাম। বেশ, আমি তোমার জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা চাইবো।

হরনাথ। যাক্, নিশ্চিন্ত হ'লাম; ত্যাখো—আজ তিনদিন উপবাসী—

রাম। সে কি! তিন দিন অভুক্ত আছ! ছিঃ-ছিঃ, একথা আগে ব'লতে হয়? সর্ব্বাণি—সর্ব্বাণি—

সর্ব্বাণী ও রমার প্রবেশ।

সর্ব্বাণী। কেন প্রভু?

রাম। একে নিয়ে যাও। তিনদিন ইনি উপবাসী—পেটভরে মায়ের প্রসাদ দাওগে।

রমা। বাবা—বাবা, একি চেহারা তোমার হ'য়েছে বাবা?

হরনাথ। ওরে, আমাকে বাবা ব'লে ডাকিস্‌নি—বাবা ব'লে ডাকিস্‌নি, আমি নরকের কীট—মূর্ত্তিমান পাপ। সরে যা—সরে যা এখান থেকে।

রমা। তা কি কখনও হয় বাবা! আমি যে তোমার মেয়ে, আমি কি পারি বাবা চুপ ক'রে থাকতে? তোমার এ বেশ আমি দেখ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি একি করলে বাবা?

হরনাথ। নিয়তির সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলাম, জয় হ'য়েছে নিয়তির। তুই খাসা পথ বেছে নিয়েছিস্ মা। আমাকে নিতে পারিস্ মা, তোর দলে টেনে?

সর্ব্বাণী। বাবা, আপনি ক্ষুধার্ত্ত! দীনের কুটীরে যখন এসেছেন, তখন তো আপনাকে উপবাসী রাখ্‌তে পারি না। চলুন বাবা, মায়ের প্রসাদ খাবেন চলুন।

হরনাথ। মা কি আমার মত পাপীকে প্রসাদ দেবে মা? আমি যে মহাপাপী।

সর্ব্বাণী। মায়ের কাছে ছেলের পাপ—পাপ নয়। চলুন—চলুন বাবা।

রমা। তোমায় ফিরে পেয়েছি বাবা, আর তোমায় ছাড়্‌বো না। চল বাবা, চল।

[সর্ব্বাণী ও হরনাথ সহ প্রস্থান।

গীত।

রামপ্রসাদ।—

এলোকেশী দিগ্বসনা,
কালী পুরাও মনো বাসনা।
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কিনা—হবে দয়া,
ব'লে দে মা ঠিক ঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি যা তোমার কাছে,
ওমা, তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না॥

গীতমধ্যে নবীন, জগবন্ধু ও মেনকার প্রবেশ।

নবীন। তোমার আজ একি মূর্ত্তি ঠাকুর? তোমার এমন রূপ তো কখনও দেখিনি।

মেনকা। চক্ষু জুড়িয়ে গেল। কি, হাঁ ক'রে দেখছো কি? প্রণাম ক'রে ক্ষমা চেয়ে নাও।

জগবন্ধু। ঠাকুর! না জেনে আমি অনেক কথাই ব'লেছি—অনেক দুর্নামই রটিয়েছি; আমি বুঝতে পারিনি, তুমি সাধারণ মানুষ নও, তুমি দেবতা। কোন্ মুখে আর ক্ষমা চাইবো? যদি দয়া হয়, সমস্ত ভুলে গিয়ে আমায় রক্ষা কর ঠাকুর।

রাম। মায়ের কাছে চাও ভাই—মায়ের কাছে চাও; মা তোমাদের ক্ষমা করবেন। আমার কাছে তো তুমি অপরাধী নও।

জগবন্ধু। মাকে একটু ব'লে দাও ঠাকুর—মা যেন এ অভাগাকে ক্ষমা করেন।

মেনকা। চলো—চলো, মায়ের চরণে ক্ষমা চাইগে চল।

জগবন্ধু। মা—মাগো, ক্ষমা করো—করো মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবীন। পায়ের ধূলো দাও ঠাকুর—পায়ের ধূলো দাও। (পদধূলি গ্রহণ) ঠাকুর—ঠাকুর—

রাম। কি রে নবীন?

নবীন। তোমার এ মূর্ত্তি কি আবার দেখতে পাবো ঠাকুর?

রাম। মূর্ত্তি তো চিরকাল থাকে না ভাই। আজ এই বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, কর্ম্মদোষে কাল হয়তো অন্য ঘরে জন্মগ্রহণ করবো। কিন্তু আত্মা তো অবিনশ্বর; আমি চোখের আড়াল হ'লেও তোমাদেরই মাঝে বিরাজ করবো চিরকাল। তোমরা দুঃখ ক'রো না ভাই—কাজ করতে নেমে কাজ থেকে বিরত হ'য়ো না। এই আমার অনুরোধ।

নবীন। তোমার আদেশ মত যাতে কাজ করতে পারি, তারই চেষ্টা করবো। ঠাকুর, তবে তুমি যেন আমাদের ভুলে যেও না!

রাম। ভুলতে চেষ্টা ক'রলেই কি ভুলতে পারা যায় ভাই? যতদিন বেঁচে থাকবো, তোমাদের স্মৃতি মানসপটে অঙ্কিত থাকবে। আচ্ছা, তুমি এখন এসো ভাই।

নবীন। আসি ঠাকুর। প্রণাম চরণে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে যোগমায়ার প্রবেশ।

গীত।

যোগমায়া।—

ওরে, শ্যামা মায়ের চরণতলে
কর রে সবি সমর্পণ।
এই যে ধরা, এই যে আলো,
এই যে সাধের দু'নয়ন।
মা যে তোমার নিজের রূপে,
ডুবিয়ে নেবেন চুপে চুপে,
মায়ের কালো রূপের আলোয়
সঁপে দে রে হৃদয় মন॥

[প্রস্থান।

রাম। মা, তারা—তারা—দুঃখহরা, দেখা দে—দেখা দে মা—

সর্ব্বাণীর প্রবেশ।

সর্ব্বাণী। কাজ কর্ম্ম তো মিটে গেল, লোকজন কেউ আর অভুক্ত নেই। এইবার চলো, মায়ের প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করবে চল।

রাম। প্রসাদ? এখনও যে মায়ের বিসর্জ্জন হয়নি সর্ব্বাণি। বিসর্জ্জন না ক'রে—

কালো বালিকার প্রবেশ।

বালিকা। নিশ্চয়ই। মাকে বিসর্জ্জন না দিয়ে, ছেলে খাবে কেমন ক'রে, বল?

রাম। এতদিন পরে তুই এসেছিস পাষাণি? আমি জানি, তুই আসবি এমনি ভাবে আমায় ধরা দিতে।

বালিকা। বা রে, তোমার যত বাজে কথা! পাঁজি দেখেছো? বিসর্জ্জনের সময় যে বয়ে যায়।

রাম। আমি না দেখলেও, তুই তো সব দেখে-শুনে এসেছিস মা। নে, তোর কাজ এবার তুই কর। এই অধম সন্তানকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল মা, সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল।

বালিকা। দেখছো, তোমার স্বামী পাগলামী সুরু ক'রেছে?

রাম। পাগল হ'য়েছি শুধু তোরই জন্যে মা। তুই ধরা দিয়েও ধরা দিতে চাস না।

বালিকা। এই তো আমি তোমার কাছে এসেছি, ধর না।

রাম। শুধু ধরবো না মা, ধরবো না; তোকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরবো। আমি চাই না মা মাটীর প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে; আমি চাই, তোর মতন জীবন্ত প্রতিমাকে বুকে ক'রে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়তে। চল মা চল, তোর আমার দু'জনেরই বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠেছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের মাতা-পুত্রের একসঙ্গে হোক্ নিরঞ্জন—একসঙ্গে হোক নিরঞ্জন। মা—মা, মা গো—

[বালিকাকে বক্ষে তুলিয়া লইল]

গীত ।

রামপ্রসাদ ।—

তিলেক দাঁড়াও ওরে শমন,
বদন ভ'রে মা কে ডাকি ।
আমার বিপদ্‌কালে ব্রহ্মময়ী,
আসেন কিনা আসেন দেখি ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে,
তার একটা ভাবনা কি রে,
তবে তারা নামের কবচমালা,
বৃথা আমার গলায় রাখি ॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
তিনি কখন নাচান কখন মাচান,
কখনো বাকীর দায়ে না ঠেকি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
অন্যে কি জানিতে পাবে,
যাঁর ত্রিলোচন পেলো না তত্ত্ব,
আমি তাঁর অন্ত পাবো কি ॥

[গাহিতে গাহিতে অগ্রে রামপ্রসাদ, তৎপশ্চাৎ অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে সর্ব্বাণীর প্রস্থান]

যবনিকা ।